ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■21 August 2019 ■আগরতলা, ২১ আগস্ট, ২০১৯ ইং ■৩ ভাদ্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

৫৪টি অভিন্ন নদীর জলবন্টনে ভারত বাংলাদেশ ফর্মূলা বের করতে একমত

।। মনির হুসেন।। ঢাকা, ২০ আগস্ট।। ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুব্রাহ্মনিয়ম জয়শঙ্কর বলেছেন, দু'দেশের জন্য লাভজনক হয় এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ৫৪টি অভিন্ন নদীর জলবণ্টনের ব্যাপারে একটি ফর্মুলা বের করতে বাংলাদেশ ও ভারত সম্মত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রী আবুল কালাম আব্দুল মোমেনের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের কাছে এ কথা বলেন। আলোচনায় তিস্তার জলবণ্টন নিয়ে কোনও অগ্রগতি আছে কিনা জানতে চাইলে জয়শঙ্কর বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের একটি প্রতিশ্রুতি রয়েছে। এর কোনও পরিবর্তন হয়নি। এ বিষয়ে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অসমে নাগরিক পঞ্জি (এনআরসি) হলে ওই তালিকায় থেকে বাদ পড়া লোকজনকে বাংলাদেশে পাঠানোর বিষয়টি বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে। এ নিয়ে জানতে চাইলে ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেন, এটি একান্তভাবে ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, স্বেচ্ছায়, নিরাপদে এবং মর্যাদার সঙ্গে রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনের বিষয়ে ভারত সব সময় সমর্থন দিয়ে আসছে। এ জন্য ভারত সম্ভাব্য সব ধরনের মানবিক সহায়তা দিতে তৈরি আছে। রোহিঙ্গাদের জন্যে এরই মধ্যে রাখাইনে ভারত ২৫০টি বাড়ি হস্তান্তর করেছে। এই মানুষদের নিরাপদ ও সম্মানজনক প্রত্যাবাসন বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমারের জাতীয় স্বার্থে দরকার। আমরা রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বাংলাদেশকে সহায়তা করতে প্রস্তুত। বিদেশমন্ত্রী আব্দুল মোমেন বলেন, ভারতের বিদেশমন্ত্রীর এ সফরে আমরা উৎফুল্ল।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুব্রাহ্মনিয়ম জয়শঙ্কর এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ঢাকায় তোলা নিজস্ব ছবি।

চলতি বছরের মে মাসে ভারতের ৩৮তম বিদেশমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি জয়শঙ্করের প্রথম বাংলাদেশ সফর। তিন দিনের সফরে সোমবার রাত ন'টার দিকে ঢাকায় এসে পৌঁছান তিনি। শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্দুল মোমেন। ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর তিন দিনের সফর শেষে আগামীকাল বুধবার সকালে কাঠমাণ্ডুর উদ্দেশে ঢাকা ছেড়ে যাবেন।

নিরাপত্তা ইস্যুর বিষয়ে জয়শঙ্কর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রিয়াং শরণার্থী প্রত্যাবর্তন শনাক্তকরণে ফের আসছে মিজোরামের প্রতিনিধি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীদের শনাক্তকরণে মিজোরাম সরকারের এক প্রতিনিধি দল আগামী সপ্তাহে রাজ্যে আসছে । চূড়ান্ত পর্যায়ের শনাক্তকরণেই তাঁরা ত্রিপুরায় আসছেন বলে উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের জনৈক আধিকারিক জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, রিয়াং শরণার্থীদের মধ্যে এখনও কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়নি। তাই মিজোরাম সরকারের প্রতিনিধিরা ফের ত্রিপুরায় আসছেন।

ওই আধিকারিকের বক্তব্য, প্রায় ২০০ রিয়াং শরণার্থী দাবি করেছেন তাঁরা মিজোরামের স্থায়ী বাসিন্দা। কিন্তু, তাঁদের এখনও শনাক্ত করা হয়নি। ফলে, মিজোরাম সরকার পুনরায় শনাক্তকরণ প্রক্রিয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। তাঁর কথায়, এই দফায় চূড়ান্ত শনাক্তকরণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হবে। তিনি জানান, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ছয়টি শরণার্থী শিবিরে ৪,২৭৮ পরিবারের ২৬ হাজার ১২৮ জন শরণার্থীকে ইতিমধ্যে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁদের শীঘ্রই মিজোরামে প্রত্যাবর্তনে উদ্যোগ নেবে মিজোরাম সরকার। এদিকে মিজোরামের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৮০০ কোটির দুর্নীতি, কাল ফের প্রাক্তন মন্ত্রী বাদল চৌধুরীকে তলব ভিজিলেন্সের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। পূর্ত দপ্তরে ৮০০ কোটি টাকার দুর্নীতি মামলায় আগামী ২২ আগস্ট ফের ত্রিপুরার প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী তথা বর্তমান সি পি আই (এম) বিধায়ক বাদল চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে ভিজিলেন্স। এ-নিয়ে তৃতীয় দফায় ভিজিলেন্স বাদল চৌধুরীকে ডেকেছে।

ইতিপূর্বে দুই দফায় ভিজিলেন্স বাদল চৌধুরীকে তলব করেছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে বাদল চৌধুরী ভিজিলেন্সকে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সেপ্টেম্বরে ভিজিলেন্সের সাথে দেখা করতে পারবেন বলে জানিয়েছিলেন।

উল্লেখ্য, বাদল চৌধুরীর বিরুদ্ধে আগরতলা প্রথম ফ্লাইওভার নির্মাণে ব্যাপক দুর্নীতি এবং পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন কাজে প্রায় ৮০০কোটি টাকার দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছে।

গত ৫ আগস্ট আগরতলা এ ডি নগরস্থিত সিআইডি অফিসে বাদল চৌধুরীকে দীর্ঘ প্রায় পাঁচ ঘন্টার বেশি সময় ধরে জেরা করেছিল ক্রাইম ব্রাঞ্চ। জেরা শেষে বেরিয়ে আসার সময় তিনি সংবাদ মাধ্যমকে জানান ফ্লাইওভার সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে এদিন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ক্রাইম ব্রাঞ্চ। সব প্রশ্নের ঠিকঠাক উত্তর দিয়েছেন বলে দাবি করেছিলেন তিনি। সাথে তিনি স্বীকার করেছিলেন, ৮০০কোটি টাকা আরও একটি অভিযোগের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যেও পালিত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধীর ৭৫-তম জন্মদিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। আজ মঙ্গলবার ২০ আগস্ট সারা দেশের সঙ্গে ত্রিপুরা জুড়ে পালিত হয়েছে ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী প্রয়াত রাজীব গান্ধীর ৭৫-তম জন্মদিবস। ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির উদ্যোগে রাজ্যের প্রতিটি সাংগঠনিক ব্লক, মহকুমা, জেলা ও রাজ্য কার্যালয়ে নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রয়াত নেতাকে স্মরণ করা হয়েছে।

মূল কার্যসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে আগরতলার পোস্ট অফিস চৌমুহনিতে অবস্থিত ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির অফিসে। এদিন অফিসের সামনে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ত্রিপুরা রাজ্যের অবজারভার ভূপেন বরা, সহ-সভাপতি তথা মুখপাত্র তাপস দে, প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল রায়, বীরজিৎ সিনহা, এনএসইউআই-এর সহ-সভাপতি সম্রাট রায়-সহ দলের অন্যান্য কর্মকর্তা ও সদস্য-সদস্যারা।

শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, দেশের উন্নয়নে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর বিশেষ অবদান রয়েছে। তিনি আধুনিক ভারতের সূচনা করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারার ফসল বর্তমান এই আধুনিক ভারতবর্ষ।

শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি এনএসইউআই-এর ত্রিপুরা ইউনিট এবং যুবকংগ্রেসের উদ্যোগে এ উপলক্ষ্যে এদিন এক রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। অপরদিকে সেবাদলের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও পালন করা হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গোমতি নদীতে তলিয়ে গেল ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী

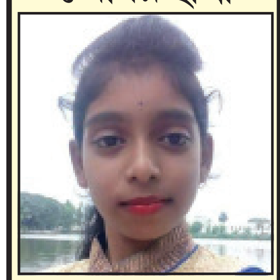

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ আগস্ট।। গোমতি নদীতে তলিয়ে গেল ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্রী। দাদুর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে মর্মান্তিক এই ঘটনায় গোমতি জেলার উদয়পুরের রাজনগরে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত অনেক খুঁজাখুঁজির পরও তাঁর দেহ উদ্ধার হয়নি। আগামীকাল সকালে ফের এনডিআরএফ-র জওয়ানরা নদীতে তল্লাশি চালাবেন।

উদয়পুরের মহকুমাশাসক অনিরুদ্ধ রায় জানান, আগরতলার শিবনগর লোটাস ক্লাব সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা সুব্রত পালের একমাত্র কন্যা সঙ্গীতা পাল (১২) মা মিনতি পালের সাথে গোমতি জেলার অন্তর্গত উদয়পুরের রাজনগরে দাদুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছিল। সঙ্গীতা আগরতলার তুলসীবতি বালিকা বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী ছিল। তিনি জানান, আজ দুপুর সোয়া দুটা নাগাদ গোমতি নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় সঙ্গীতা। নদীতে প্রচণ্ড স্রোতের কারণে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি সঙ্গীতা, মনে করছেন তাঁরা। মহকুমাশাসকের বক্তব্য, খবর পেয়ে দমকল কর্মী এবং এনডিআরএফ-এর উদ্ধারকারী দল ছুটে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির সাংগঠনিক নির্বাচন ঃ ১১ সেপ্টেম্বর বুথ দিয়ে শুরু, ১৫ ডিসেম্বর প্রদেশ কমিটির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। রাজ্যে বিজেপি-র সাংগঠনিক নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়েছে। সহমতের ভিত্তিতে ওই নির্বাচনে বুথ কমিটি, মণ্ডল কমিটি, জেলা কমিটি ও প্রদেশ কমিটির সভাপতি নির্বাচন এবং নতুন কমিটি গঠন করা হবে। ১১ সেপ্টেম্বর থেকে বুথ কমিটির নির্বাচন দিয়ে ওই প্রক্রিয়া শুরু হবে। ১৫ ডিসেম্বর প্রদেশ কমিটির সভাপতি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে প্রক্রিয়ার সমাপ্তি হবে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বিজেপি-র ত্রিপুরা প্রদেশ সাংগঠনিক নির্বাচন প্রভারী প্রদ্যুত কুমার ধর এ-কথা জানিয়েছেন। তিনি আরও জানান, সাংগঠনিক নির্বাচন পর্ব নিয়ে আজ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাতে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

এদিন প্রদ্যুতবাবু জানিয়েছেন, উৎসবের মেজাজে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি বজায় রেখে একে অপরের হৃদয় জয় করে সংগঠনকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ওই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে । তাঁর মতে, নির্বাচন মানেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা প্রতিযোগিতা নয় । সহমতের ভিত্তিতে বুথ থেকে রাজ্যস্তর পর্যন্ত নির্বাচন হবে ঠিকই । কিন্তু কোনও প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবেন না । তাঁর সাফ কথা, কোনওভাবেই দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা চলবে না । সুশৃঙ্খলভাবে সহযোগিতার ভিত্তিতে দলীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে হবে।

প্রদ্যুত ধর বলেন, সাংগঠনিক নির্বাচনের লক্ষ্যে জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং প্রভারী নিযুক্ত করা হয়েছে । আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই মণ্ডল নির্বাচন আধিকারিক ও প্রভারী নিযুক্ত করা হবে। তিনি জানান, প্রত্যেক কমিটিতে মহিলাদের প্রাধান্য দেওয়া হবে। এছাড়া তফশিলি জাতি ও তফশিলি উপজাতিদের জন্য বিশেষ সুযোগ দেওয়া হবে।

আজ সাংগঠনিক নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেন সহপ্রভারী তথা বিজেপি প্রদেশ সম্পাদক তাপস মজুমদার । তিনি জানান, আগামী ১১ সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বুথ সভাপতি এবং কমিটি গঠনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ১১ অক্টোবর থেকে ৩১ অক্টোবর মণ্ডল সভাপতি এবং মণ্ডল প্রতিনিধি নির্বাচন ও মণ্ডল কমিটি গঠন করা হবে। তিনি আরও জানান, ১১ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত জেলা সভাপতি এবং স্টেট কাউন্সিল মেম্বার্স নির্বাচিত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্ধ্যারাতে শহরে পিটিয়ে জখম করা হল টমটম চালককে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। রাজধানী আগরতলা শহরের বটতলায় এক টমটম চালককে বেধরক মারধর করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাত আটটা নাগাদ। ওই টমটম চালকের নাম মানিক মিয়া। বাড়ি ভট্টপুকুর এলাকায়।

জানা গিয়েছে, বটতলা বাজারের কাছে টিআরটিসি গেইটের সামনে কয়েকজন যুবক ওই টমটম চালকের সাথে বচসায় লিপ্ত হয়। টমটম চালককে হেলমেট দিয়ে মারাত্মকভাবে মাথায় আঘাত করা হয়। তাতে ওই টমটম চালকের মাথা ফেটে যায়। উপস্থিত লোকজন তাকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে বটতলা ফাঁড়ির পুলিশ। একটি মামলা নেয়া হয়েছে। হামলাকারীদের সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি বলে জানায় পুলিশ।

কলঙ্কিত পুলিশ, আদালত চত্বর থেকে পালাল আসামী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ফের কলঙ্কিত হল ত্রিপুরা পুলিশ। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে ধর্মনগর আদালত চত্বর থেকে পালিয়েছে মাদক পাচারে ধৃত এক যুবক। এই ঘটনায় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীর কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার তোড়জোড় শুরু হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৩ জুন উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলায় গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তীর নেতৃত্বে পুলিশ টিআর-০১-এইচ-১৯১০ নম্বরের একটি গ্যাস ট্যাঙ্কারে তল্লাসী চালিয়ে ৩৮ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছিল। পুলিশ ওই গাড়ির চালক জমির উদ্দিন(২৪) এবং সহ চালক বদরুল হক(২২)-কে গ্রেপ্তার করেছিল। জেলা পুলিশ জানিয়েছেন, ওই গাড়িটি অসমের পাথারকান্দি থেকে তেলিয়ামুড়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস এ্যাক্টে মামলা রুজু করে পুলিশ।

ওই মামলায় আজ তাদের আদালতে নিয়ে যায় পুলিশ। কিন্তু, আদালত চত্বরে পুলিশ ভ্যান থেকে নামতেই পালিয়ে যায় বদরুল হক। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, ওই যুবক গাড়ি থেকে নেমেই আদালতের দিকে যাওয়ার সময় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যান। পুলিশ তার পিছু ধাওয়া নিলেও তাকে আটক করতে পারেনি। এই ঘটনায় আদালত চত্বরে আসামীদের পুলিশী প্রহড়া নিয়ে প্রশ উঠতে শুরু করেছে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ এই ঘটনায় পুলিশ কর্মীর গাফিলতি স্বীকার করেছেন। তিনি জানান, এই ঘটনায় বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আসামীর পালিয়ে পূর্ব পরিকল্পিত ছিল নাকি আদালত চত্বরে পুলিশ কর্মীর অসতর্কতার জন্য ঘটনাটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশনের নয়া চেয়ারম্যান নিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান হিসেবে আজ শপথ নেন ড রাধা কৃষ্ণাণ। তিনি এন চক্রবর্তীর স্থালাভিষিক্ত হয়েছেন। আজ মহাকরণে উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎ মন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান।

এদিকে, ত্রিপুরা ইলেকট্রিসিটি রেগুলেটরি কমিশনের সদস্য হিসেবে আজ শপথ নেন জীবনকৃষ্ণ সেন। তাঁকেও উপ-মুখ্যমন্ত্রী শপথবাক্য পাঠ করান।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রেগুলেটরি কমিশনের নতুন চেয়ারম্যান ড রাধা কৃষ্ণাণ-এর মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রপ্রদেশের ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তাছাড়াও তাঁর টাটা, রিলায়েন্স, আদানী, পিটিসি এবং জিএমআর-এ ৩৭ বছর কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে। তিনি ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে উন্নয়ননে ইতিবাচক ভূমিকা নেবেন বলে উপ-মুখ্যমন্ত্রী আশা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সেকেরকোটে হামলায় নিহতের পরিবারের সদস্যদের সাথে কথা বললেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। রবিবার রাতে আমতলি থানার অন্তর্গত চৌমুহনী বাজার হাতির লেটা এলাকায় সেকেরকোটে মনসা পূজার বিবাদকে কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের আক্রমণে মৃত্যু হয় এক জনের। পাশাপাশি গুরুতর ভাবে আহত হয় আরও চারজন। বর্তমানে আহতরা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মঙ্গলবার আহতদের দেখতে জিবি হাসপাতালে ছুটে যান প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার। সাথে ছিলেন বিধায়ক সুধন দাস সহ অন্যান্যরা।

জিবি হাসপাতালে গিয়ে মানিক সরকার কথা বলেন আহতদের পরিবারের লোকজনদের সাথে। আহতদের চিকিৎসার খোঁজ খবর নেন। পাশাপাশি এইদিন তিনি আহতদের বাড়িতে যান। সেখানে গিয়ে তিনি এলাকার সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেন। রবিবার রাতে ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন তিনি। জিবি হাসপাতালে আহতদের দেখার পর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার সংবাদ প্রতিনিধিদের জানান রাজ্যে অরাজকতা চলছে।

তিনি বলেন, আইন বলে কিছুই নেই। যার যখন খুশি নিজের হাতে আইন তুলে নিচ্ছে। মানুষ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছে। প্রতিদিন মারামারি হচ্ছে, তাঁর সাথে যুক্ত হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনা। অত্যন্ত খারাপ লক্ষণ। যারা সরকারে রয়েছে তাদের দিক থেকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে পুলিশ নিজে নিজে কিছুই করতে পারে না। সাধারণ একজন পুলিশকে গালি গালাজ করে কোন লাভ হবে না। এই পরিস্থিতিতে পুলিশের উপর আস্থা না রেখেও কোন উপায় নেই। তবে এই সকল ঘটনা বন্ধের জন্য সরকারে যারা রয়েছে তাদের উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন মানিক সরকার।

বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে বরাদ্দ অর্থ অব্যয়িত, সমস্যায় মহকুমা শাসকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট ।। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে বরাদ্দ অর্থ অব্যায়িত থাকায় মহকুমা শাসকরা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিতে পারছেন না। ফলে, পূর্বতন সরকারের আমলে বাম বিধায়কদের আচরনে বর্তমান বিধায়করা সমস্যা পড়েছেন।

পরিকল্পনা ও সমন্বয় দপ্তর সূত্রের খবর, রাজ্যের বেশ কয়েকটি বিধানসভা ক্ষেত্রে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ প্রচুর অর্থ অব্যায়িত রয়েছে। ছাওমনু বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিএম বিধায়ক নিরাজয় ত্রিপুরা, ফটিকরায় বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ীকা টুনুবালা মালাকার এবং পাবিয়াছড়া কেন্দ্রের বিধায়ক প্রয়াত সুবোধ দাশ প্রত্যেকের বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে ৪৭ লক্ষ টাকা করে ২০১৬-১৭ এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে অব্যায়িত রয়েছে। তেমনি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের কাঞ্চনপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক থাকাকালীন রাজেন্দ্র রিয়াং'র বিধায়ক তহবিল উন্নয়ন খাতে ১৪ লক্ষ টাকা অব্যায়িত রয়েছে। একই তালিকায় রয়েছেন জিতেন্দ্র চৌধুরী ও বর্তমান বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী। ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে তাদের বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল খাতে ৩৫ লক্ষ টাকা অব্যায়িত রয়েছে।

প্রাক্তন বিধায়কদের পাশাপাশি বর্তমান বিধায়করাও বিগত দিনে প্রচুর টাকা বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল খাতে খরচ করেননি। প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বর্তমান বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, বিধায়ক জশবীর ত্রিপুরা, প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধায়ক বাদল চৌধুরী, বিধায়ক সুধন দাস এবং বিধায়ক নারায়ণ চন্দ্র চৌধুরী ২০১৭-১৮ এবং ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে প্রত্যেকে ৪৯ লক্ষ টাকা করে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলখাতে বরাদ্দ অর্থ খরচ করেনি। ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বিধায়ক থাকাকালীন বাসুদেব মজুমদারও ১৪ লক্ষ টাকা ওই তহবিলে বরাদ্দ অর্থ খরচ করেনি।

ফলে, এখন সংশ্লিষ্ট বিধানসভা ক্ষেত্রে মহকুমা শাসকদের ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না। বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল খাতে বিগত দিনে বরাদ্দ অর্থ অব্যায়িত থাকায় বর্তমান বিধায়করাও খরচের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়েছেন। উদ্ভূত এই সমস্যার সমাধানে পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা চলছে। রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল খাতে বরাদ্দ বেড়ে রয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা। অবশ্য সিমনা, মোহনপুর এবং বামুটিয়া বিধানসভা ক্ষেত্রে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রথম কিস্তির টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কারণ, নির্দিষ্ট সময়ে ওই এলাকায় বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে খরচ করা হয়েছে। ধনপুরের বিধায়ক তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও বর্তমান বিধায়ক মানিক সরকার তার বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল খাতে বরাদ্দ অর্থ সঠিক সময়ে খরচ করছেন। ফলে, দ্বিতীয় কিস্তির অর্থও খুব শীঘ্রই বরাদ্দ করা হবে।

এ বিষয়ে শিক্ষা তথা আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে বরাদ্দ অর্থ সময়মতো খরচ করার জন্য বিধায়কদের আহ্বান জানিয়েছেন। তাদের অসমাপ্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কর্তব্যে গাফিলতি পুলিশ সাসপেন্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট ।। সংঘর্ষের ঘটনায় খবর পেয়েও সময়মতো না পৌছায় এক কর্মীকে বরাখাস্ত করা হয়েছে। সূত্রের খবর, আমতলি থানার পুলিশ অফিসার মামন উল্লা কাজিকে বরখাস্ত করেছে রাজ্য পুলিশ। রবিবার গভীর রাতে মোবাইল পেট্রোলিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ওই সময় সেকেরকোর্টে সংঘর্ষের ঘটনার খবর পেয়েও ঘটনাস্থলে দেরিতে পৌছেছেন বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। তার এই গাফিলতির কারণে ওই ঘটনায় অভিযুক্ত দুই ভাই পালাতে সক্ষম হয়েছেন। তাই তাকে বরখাস্ত করেছে রাজ্য পুলিশ। তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্তেরও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গৃহবধূকে পুড়িয়ে হত্যা, স্বামীসহ পাঁচজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। গৃহবধূকে পুড়িয়ে মারার অপরাধে স্বামী-সহ পাঁচজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে আদালত। সাথে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৩০২ ধারায় যাবজ্জীবনের পাশাপাশি দশ হাজার টাকা এবং ৪৯৮ ধারায় পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা করেছে আদালত।

প্রসঙ্গত, সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় মহকুমার নাড়াউড়া গ্রামে গৃহবধূকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যার ঘটনায় জড়িত পাঁচজনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। মৃতার স্বামী মদন দেবনাথ, শাশুড়ি লক্ষ্মী দেবনাথ, দেবর গোপাল দেবনাথ, অরুণ দেবনাথ ও রতন দেবনাথকে সাজা শুনিয়েছে আদালত।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, ২০০৪ সালের জুলাই মাসে নাড়াউড়া গ্রামের কাজলকান্তি দেবনাথের মেয়ে বীনারানি দেবনাথের সাথে সামাজিক প্রথা মেনে বিয়ে হয়েছিল একই গ্রামের বাসিন্দা মদন দেবনাথের। বিয়েতে পাত্র পক্ষের দাবি অনুযায়ী নগদ টাকা, সোনা, গয়না, আসবাবপত্র সবকিছুই মিটিয়ে দিয়েছিল পাত্রীপক্ষ। বিয়ের পর কিছুদিন তাদের দাম্পত্য জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটলেও তা স্থায়ী হয়নি। অভিযোগ, গৃহবধূ বীনারানি দেবনাথকে বাপের বাড়ি থেকে নগদ টাকা এনে দেওয়ার জন্য ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করেছিলেন স্বামী ও শ্বশুর বাড়ির সদস্যরা। ফলে, সাধ্যমতো কিছু টাকা মিটিয়েও দিয়েছিলেন মৃতার বাবা কাজনকান্তি দেবনাথ।

এদিকে, গৃহবধূ বীনার গায়ের রং কালো ছিল। এ-নিয়ে প্রায় সময়ই নানা বাকবিতণ্ডা হত। বীনার শ্বশুরবাড়ির তরফ থেকে অপবাদ দেওয়া হয়েছিল তিনি কখনও মা হতে পারবেন না। কিন্তু বিয়ের পাঁচ বছর পর বীনা এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেন। তাতে পরিস্থিতি আরও চরম আকার ধারণ করে। কন্যাসন্তান জন্ম দেওয়ার তাঁর উপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছিল।

অভিযোগ, এরই মধ্যে স্বামী মদন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৫ ▫ সংখ্যা ৩১০ ▫ ২১ আগস্ট ২০১৯ ইং ▫ ৩ ভাদ্র ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

হোমিও চিকিৎসায় বঞ্চনা

দুরারোগ্য ব্যাধি নিরাময়ে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা বিশাল সাফল্য দেখাইয়াছে বলিয়া প্রচার যতখানি এক সময় হইয়াছে বাস্তবে তাহা কতখানি এই প্রশ্ন আছে। এক সময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা অনেক বেশী জনপ্রিয়তা পাইয়াছিল। কয়েক দশক আগে এই ত্রিপুরাতেও হোমিওপ্যাথির জয়জয়কার দেখা গিয়াছিল। গ্রাম গঞ্জে হোমিওপ্যাথিক ওয়াক ডাক্তারদেরও প্রসার কম ছিল না। গ্রামের মানুষ এইসব হোমিওদের উপরই অনেকখানি নির্ভর করিতেন। অসুখে রোগ নিরাময়ে তাঁহারাই ছিলেন ভরসাস্থল। রাজ্যে সরকারী স্তরে হোমিও চিকিৎসার উপর অনেক বেশী জোর দিতে দেখা গিয়াছিল। রাজ্য জুড়িয়া বিভিন্ন স্থানে হোমিও চিকিৎসা কেন্দ্র গড়িয়া উঠিয়াছিল। হোমিও চিকিৎসাকে জনপ্রিয় করিবার জন্য সরকারী স্তরেও উদ্যোগ লক্ষ্য করা গিয়াছিল। কিন্তু ক্রমেই হোমিও চিকিৎসার লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন ঘটিল। রোগীরা নির্দিষ্ট কিছু হোমিও ডাক্তারদের উপর ভরসার ঘটনা লক্ষ্য করা গেল। বহু হোমিও ডাক্তাররা চেম্বার খুলিয়াও রোগী টানিতে ব্যর্থ হইয়াছেন। অথচ নামী হাতেগোনা কয়েকজন হোমিও ডাক্তারদের এখানে রোগীদের ভীড় লাগিয়াই থাকে। আগরতলায় এমনও হোমিও ডাক্তার আছেন যাঁহাকে দেখাইতে হইলে অন্তত পনের বিশ দিন আগে বুকিং করিতে হয়। কলকাতায় এমন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার আছেন যাহাদের সাক্ষাৎ পাইতে হইলে অনেক কাঠখড় পোড়াইতে হয়। রাত দুইটা আড়াইটায় বা তারও আগে লাইনে দাঁড়াইতে হয়। ইহাও ঘটনা যে, অনেক দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময় করিতে এলোপ্যাথি যখন ফেইল মারিয়াছে সেখানে হোমিওপ্যাথি নিরাময় করিয়াছে। এমন ঘটনা তো হোমিও চিকিৎসার উপর আস্থা বাড়িবারই কথা। কিন্তু, লক্ষ্যণীয় ইহাই যে দিনে দিনে হোমিও চিকিৎসার সেই জনপ্রিয়তা নির্ভরতা হ্রাস পাইতেছ। তাঁহার ব্যাখা কি বলা মুশকিল। তবে একথা বলা যাইতে পারে যে, হোমিও চিকিৎসা তাৎক্ষণিক নিরাময় দিতে পারে না অনেক ক্ষেত্রেই। যে ধৈর্যে হোমিও চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রয়োজন তাহাই অনেক রোগীদের ক্ষেত্রেই নাই। ইহা ছাড়া বড় কথা হইল হোমিও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সফল চিকিৎসক হিসাবে উঠিয়া আসিয়াছেন এমন সংখ্যা তুলনায় অনেক কম। ফলে, হোমিও চিকিৎসা সার্বজনীনতা পাইয়াছে এমন বলিবার সুযোগ নাই। রোগীরাও যেকোনও অসুখেই এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় আগ্রহী। ফলে, হোমিও চিকিৎসকদের চাহিদা সেই তুলনায় বৃদ্ধি পায় নাই।

এক সময় হোমিও চিকিৎসার ব্যাপ্তি ও প্রচারে বামফ্রন্ট সরকারকে অগ্রণী হইতে দেখা গিয়াছিল। প্রথম দিকে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সরকারী হোমিও ডিসপেনসারী খোলা হইয়াছিল। বহু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসকও নিয়োগ করা হইয়াছিল। কিন্তু, পরিসংখ্যানে দেখা গিয়াছে রোগীদের ভীড় এলোপ্যাথিক হাসপাতালে বা ডাক্তারদের কাছে। ফলে, রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা সংকট চলিতেছে। ইন্টারভিয়্যু ডাকিয়াও এমবিবিএস ডাক্তার পাওয়া যায় না। রাজ্য সরকার এই চিকিৎসক সংকটে একেবারে কাবু। অন্যদিকে রাজ্য সরকার হোমিও চিকিৎসার তেমন চাহিদা না থাকায় হোমিও ডিসপেন্সারি খোলা ও চিকিৎসক নিয়োগের ক্ষেত্রেও তেমন তাগিদ পায় নাই। রাজ্যের বহু ছাত্রছাত্রী বহির্রাজ্যে হোমিওপ্যাথিক নিয়া পড়াশোনা করিয়া ডাক্তার হইয়াছেন। কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে নামিয়া আসিয়াছে চরম বিড়ম্বনা। প্রাইভেটের বাজার যেমন মন্দা তেমনি সরকারী নিয়োগও বন্ধ। টানা কুড়ি বছর যাবৎ হোমিও চিকিৎসকদের শূণ্যপদ পূরণ করিতেছে না। তাই, হোমিও চিকিৎসকরা আগরতলায় ধর্নায় বসিয়াছেন। প্রাপ্ত তথ্যে জানা গিয়াছে ত্রিপুরায় ৩৬০ জন বেকার ডিগ্রীধারী হোমিও চিকিৎসক রহিয়াছেন। অন্যদিকে, হোমিও ডিগ্রীধারী চিকিৎসকদের অভিযোগ সারা ত্রিপুরায় ভূয়ো হোমিও চিকিৎসক ছড়াইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অভিযোগ রাজ্য সরকারের নীতির কারণে ডিগ্রীধারী হোমিও চিকিৎসকরা রোগী নিরাময়ে ভূমিকা নিতে পারিতেছে না। আজ চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগীদের প্রাণান্তকর অবস্থা। চিকিৎসা খরচ পাল্লা দিয়া বাড়িতেছে। কঠিন অসুখের বেশীরভাগই তো বহির্রাজ্যে ছুটিতেছে। এক্ষেত্রে হোমিও চিকিৎসার প্রসার বাড়াইলে রোগীরাও অনেক বেশী লাভবান হইতেন। কিন্তু, ইহাই ঘটনা যে, হোমিও চিকিৎসার ক্ষেত্রে সরকারী স্তরে তেমন উদ্যোগ দেখা যায় না। হোমিও চিকিৎসার প্রসার ও প্রচার বাড়াইতে হইলে বেকার ডিগ্রীধারী ডাক্তারদের ঐক্যবদ্ধ ভাবে হোমিও চিকিৎসার বিষয়ে ব্যাপক প্রচার, সেমিনার ও স্বাস্থ্য শিবির করা যাইতে পারে। আসলে, হোমিও চিকিৎসায় ব্যাপক প্রেক্ষাপট সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়াইতে না পাড়িলে এই চিকিৎসার প্রতি রোগীদের ঝোঁক বাড়িবে কি করিয়া? রোগীদের চাপ বাড়িলেই সরকারও নির্বিকার থাকিতে পারিত না। সুতরাং এক্ষেত্রে হোমিও চিকিৎসকরা যদি কিছুটা উদ্যোগী হইয়া জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে অগ্রণী হইতে পারে তাহা হইলে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার তাগিদ ও কদর দুটোই বাড়িতে পারে। কুড়ি বছর যাবৎ সরকারী স্তরে হোমিও চিকিৎসক নিয়োগ না হইবার ঘটনা শুধু বিস্ময়েরই নয় এই চিকিৎসা সম্পর্কে সরকার কতবেশী উদাসীন তাহাই দেখাইয়া দিল।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৭৫ তম জন্মবার্ষিকী : শ্রদ্ধার্ঘ্য মোদী-প্রণব-সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): বেঁচে থাকলে এই ২০ আগস্ট পঁচাত্তর হতেন তিনি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকীতে মঙ্গলবার সকালেই বীরভূমিতে গিয়ে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাহুল, প্রিয়াঙ্কা ও সোনিয়া গান্ধী। রাহুল, প্রিয়াঙ্কা ও সোনিয়া ছাড়াও বীরভূমিতে গিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং, গুলাম নবী আজাদ, ভূপিন্দর সিং হুডা এবং আহমেদ প্যাটেল প্রমুখ।

জন্মবার্ষিকীতে রাজীব-স্মরণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। মঙ্গলবার সকালে মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী লিখেছেন, ”জন্মবার্ষিকীতে আমাদের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী রাজীব গান্ধীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য।” বেঁচে থাকলে আজ ৭৫ বছর বয়স হত রাজীব গান্ধীর। রাজীব গান্ধীর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নতুন করে উজ্জীবিত হওয়ার জন্য এখন রাজীবের ভাবমূর্তিকেই সামনে রাখছেন সোনিয়া-রাহুল, এমনই মত রাজনৈতিক মহলের। দেশের তরুণতম প্রধানমন্ত্রীর ৭৫ তম জন্মদিনকে মহা সমারোহে পালন করার জন্য প্রতি রাজ্যের কংগ্রেস নেতৃত্বকে দফায় দফায় নির্দেশ পাঠিয়েছে এআইসিসি।

পুঞ্চের কৃষ্ণা ঘাঁটি সেক্টরে পাক হামলা : শহিদ ভারতীয় সেনা জওয়ান, আহত ৪ জন

জম্মু, ২০ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ মঙ্গলবার বেলা এগারোটা থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণা ঘাঁটি সেক্টরে গোলাগুলি বর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীউ নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনি ও নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন গ্রাম লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করতে থাকে পাক সেনাবাহিনীউ কৃষ্ণাঘাঁটি সেক্টরে পাক মর্টার হামলায় শহিদ হয়েছেন একজন সেনা জওয়ানউ এছাড়াও আরও ৪ জন আহত হয়েছেনউ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীউ পাক হামলায় শহিদ ভারতীয় ভারতীয় সেনা জওয়ানের নাম হল, নায়েক রবি রঞ্জন কুমারউ জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদানকারী সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্তির পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে পাকিস্তানউ ভারত-পাক সম্পর্ক রীতিমতো তলানিতে ঠেকেছেউ এই আবহেই মঙ্গলবার বেলা এগারোটা থেকে কোনও কারণ ছাড়াই জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণাঘাঁটি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপার থেকে গোলাগুলি বর্ষণ শুরু করে পাক সেনাবাহিনী।

কাশ্মীর এখন মোদির কাছে চ্যালেঞ্জ

অপূর্ব দাস

জম্মু-কাশ্মীরের দিকে এখন শুধু ভারতের নজর নিবদ্ধ নেই, গোটা বিশ্ব তাকিয়ে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর যোগ্য সহযোগী নয়া জমানার ‘লৌহপুরুষ’ আখ্যায়িত অমিত শাহ জুটি কি পারবেন জম্মু-কাশ্মীর সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে যে পথে হাঁটা শুরু করেচেন তা নির্বিবাদে শেষ করতে? কিন্তু তাঁরা যে বিজেপির অভীষ্ট পূরণে এগিয়েছেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। তাই তাঁরা দাবি করেছেন ভারতীয় জনসঙ্ঘ (পরে হয় বিজেপি)-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল। ১৯৫৩-এ শ্যামাপ্রসাদের স্লোগান ছিল, ‘এক দেশ মে দো বিধান, দো প্রধান, দো নিশান নেহি চলেগা’। তাই মোদির দাবি, এই পরিবর্থন ঐতিহাসিক। ভারতের অঙ্গরাজ্য এক নতুন খাতে বইবে। সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫-এ ধারা বাতিল করে জম্মু-কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা তুলে দিয়ে দেশের সেঙ্গ একাত্ম করে নেওয়া হয়েছে আইনসম্মতভাবে। প্রধানমন্ত্রী নরেনদত্মর মোদি লালকেল্লার ভাষণেও কাশ্মীর প্রসঙ্গে বলেছেন, কিছু সুবিধাভোগী পরিবার ও সরকারি কর্মী শোষণ করে সাধারণ মানুষকে বঞ্চিত করে চলতেন দশকের পর দশক। সরকারের তণফ থেকেও বার বারই বলা হয়েছে, পাকিস্তান সন্ত্রাসে সরাসরি মদত দিয়ে জিহাদি গোষ্ঠীকে উস্কানি দিয়ে উপত্যকায় অশান্তি ও হিংসার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বাইরে থেকে অবৈধভাবে টাকা নিয়ে নিজেদের মৌরসিপাট্টা কায়েম রেখেছে। এটা চলতে পারেব না। এর বদল দরকার। পূর্বতন সরকারের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত করতে তাঁরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। যেভাবে রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদকে দিয়ে সই করিয়ে প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করেন ৩৭০ অনুচ্ছেদ, সেইভাবেই তাঁরা পরিবর্তন করেছেন। সবটাই সংবিধানসম্মতভাবে অতীতের একটা বড় ভুল সংশোধিত হল। জম্মু-কাশ্মীরের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যাবে দেশভাগের পর সশস্ত্র উপজাতি মুসলিমরা কাশ্মীর দখল নিতে অনুপ্রবেশ করে। বিপদ বুঝে মহারাজা হরি সিং ভারতের সঙ্গে থাকতে চেয়ে চুক্তি সই করেন। ভারতীয় সেনা বরাতজোরে সময়মতো পৌঁছে তাদের প্রতিহত করে।

১৪ মাস যুদ্ধ চলে। শেষমেশ এই তল্লাটের দুই-তৃতীয়াশ নিজেদের হাতে রাখতে সক্ষম হয় ভারত। বাকি অংস যায় পাকিস্তানের কব্জায়। এই কাশ্মীর দখল করার বাসনায় পাকিস্তান সরকার দুবার বড় মাপের লড়াই করেছে। এছাড়াও পাক সেনা হরবখত ছায়াযুদ্ধ চালাচ্ছে, সংঘর্ষবিরতি লঙঘন করছে। যে সরকারই ইসলামাবাদের ক্ষমতায় আসুক না কেন, তাদের একটাই কর্মসূচি, কাশ্মীর ভাইদের জন্য প্রীতির বন্যা বইয়ে দিয়ে ভারতবিরোধী জিগির তোলা। জেহাদির উস্কানি দিয়ে, সন্ত্রাসের আবহে ভারতকে উত্যক্ত করে মারো যাতে উন্নয়নের পথে অনবরত হোঁচট খায়। চিনও চায় এশিয়ায় একা রাজ করতে। সেকারণে ভারতবিরোধী অবস্থান নিয়ে ইসলামাবাদের সঙ্গে বেজিংয়ের এত গলাগলি। জওহরলাল -শাস্ত্রী -ইন্দিরা জমানা হয়ে বাজপেয়ী-মনমোহন-মোদি ইস্তক সুদীর্ঘ সাত দশক ধরে চলছিল এই চিত্রনাট্য।

দেশের মধ্যে জম্মু-কাশ্মীরই একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরষ্ঠি রাজ্য এবং সেখানের বাসিন্দারা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত। ৩৭০ ধারা মোতবেক বিদেশ প্রতিরক্ষা, অর্থ ও যোগাযোগ ছাড়া বাকি সব বিষয়ে বিধানসভা সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকারী ছিল। কেন্দ্রে কোনও প্রকল্প রূপায়ণে বাধ্যবাধকতা ছিল না। নিজস্ব পতাকা ছিল। জমিজমা কোনাবেচা ও চাকরির ক্ষেত্রে শুধু ভুমিপুত্ররাই সুবিধা পেত। কেন্দ্র থেকে ভর্তুকি দেওয়া সামগ্রী ও অঢেল অর্থ সাহায্যের সিংহভাগ চলে যেত অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা ও সরকারি কর্মীদের পকেটে। অবাধ স্বজনপোষণ চলত। দুই রাজনৈতিক দলের পরিবার কলকাঠি নেড়ে ক্ষমতা দখল করত পালা করে। তাঁদের সঙ্গে যোগসত্র ছিল বিচ্ছন্নিতাবাদী একদল নেতার। এই গোষ্ঠীকে নানাভাবে সক্রিয় মদত দেয় পাক গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ও পাক সরকার। সার্বিক বঞ্চনার শিকার হয় সাধারণ মানুষ। তাদের মনে ভারতের বিরুদ্ধে জেহাদ ও সন্ত্রাসের বীজ বোনা হত ছক কষে। এর ফলে দেখা গেছে, সেখানকার বাসিন্দারা সবসময়ই মনেপ্রাণে নিজেদের পাকিস্তানি আর ভারতকে ‘দখলদারি’ দেশ হিন্দুস্তান বলে বিশ্বাস করে। প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই ভাবনা শৈশব তেকে মগজে গেঁছে দেওয়া হয় পরিকল্পিতভাবে। মাদ্রাসা ও মসজিদে (প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার হয়েছে সম্প্রতি) সন্ত্রাসের আখড়া হয়ে ওঠে। ১৯৬৩ থেকে ১৯৯৯ পর্যন্ত একের পর এক ঘটনা ঘটে। মহম্মাদের চুল চুরি, তরুণী রাবাইয়া সইদকে অপহরণ, হজরতবাল মিন্দির অবরোধ, চারার-ই ধর্মস্থানে আগুন, কাশ্মীরি পণ্ডিতদের স্বভূমি থেকে বিতাড়ন, কার্গিল যুদ্ধ, ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের বিমান ছিনতাকিরে দিল্লি থেকে কান্দাহার নিয়ে গিয়ে ভারতে বন্দি জঙ্গি নেতা মাসুদ আজহারকে মুক্ত করার ঘটনা। পাকিস্তানের পাশে তেকে মদত দিয়ে গেছে আন্তর্জাতিক একটি মহল। আফগানিস্তানের জঙ্গি দমনের জন আমেরিকা বিপুল অর্থ দিচ্ছে পাকিস্তানকে। তার পরিমাণ কিছুটা কমেছে ট্রাম্পের আমলে। পাকিস্তান সেই টাকার অনেকটাই কাজে লাগিয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে। এই যেমন বালাকোটের জঙ্গি ডেরায় ভারতীয় বায়ুসেনার বিমান হামলায় খেপে গিয়ে মার্কিন এফ-১৬ যুদ্ধবিমান নিয়ে পাল্টা হামলা করে পাকিস্তান।

এই বিষফোঁড়ার যন্ত্রণা ভারত কতদিন সহ্য করবে? সব কিছুরই একটা সীমা থাকে? দেশের গণতন্ত্র, অখণ্ডতা, নিরপেক্ষতা, সহিষ্ণুতা দিয়ে রক্তঝরা বন্ধু করা যাবে? সময় এলে অচলায়তন সরাতে হয়। মোদির সিদ্ধান্ত সময়োচিত। দেশের মানুষের আবেগের বিরুদ্ধে গিয়ে যে রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধীতা করেছে তারা পায়ের নীচে মাটি হারাচ্ছে। তাদের আশঙ্কা অমূলক প্রমাণিত হবে একদিন। একদিকে পাকিস্তানের লাগাতার ভারত বিরোধিতা ও সীমান্ত পারের জঙ্গি সন্ত্রাস সামাল দিতে বিপুল সংখ্যক সেনা মোতায়েন ও তার ব্যয়ভার বয়ে চলা। এই অর্থ উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা যেত। বিশ্বের কোন দেশ এহেন সমস্যায় রয়েছে? অন্যদিকে তোয়াজ করে দেশের মুকুটকে রক্ষা করা। সাত দেশকের পর প্রয়োজন অনুভূত হয় যে এর একটা হেস্তনেস্ত হওয়া দরকার। বিজেপি ২০১৯-এ নির্বাচনী ইস্তাহারে ঘোষণা করে ক্ষমতায় এলে এই বিশেষ তকমা মুছে দেবে। সেই প্রতিশ্রুতি কার্যকর করতে একদিকে যেমন ৩৭০ রদ করেছে, তেমনই লাদাখকে পৃথক করে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করেছে মোদি সরকার। লোকসভায় বিজেপির গরিষ্ঠতা থাকায় কোনও বাধা পায়নি। এ বিষয়ে বিল পাশ করাতে। এমনকী রাজ্যসভাতেও অন্যদল সরকারপক্ষকে সমর্থন দিয়েছে। এই ইস্যুতে কংগ্রেসের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। বিরোধী শিবির পর্যন্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। হরি সিংয়ের পুত্র ৮৮ বছরের কংগ্রেসে নেতা কর্ণ সিং অবধি কেন্দ্রে সিদ্ধান্তের সমর্থনে বলেছেন তিনি সেই ’৬৫ সালে লাদাখকে বিচ্ছিন্ন করার দাবি তুলেছিলেন।

মোদি সরকার সুনিশ্চিত পদক্ষেপ নেওয়ার আগে সংসদে ইউএপির আইন সংশোধন করে। এটা ছিল প্রথম ধাপ। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে জম্মু-কাশ্মীরের বিপুল আধা সেনা পাঠিয়ে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেয়। সবরকমের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে। রাজনৈতিক নেতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের গ্রেফতার বা আটক করা হয়। অমরনাথ তীর্থযাত্রা থামিয়ে দিয়ে আগে থেকে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালকে কাশ্মীরে পাঠানো হয়। জানা গেছে, মোদি সরকার জুনের মাঝামাঝি সময় থেকে সলতে পাকানো শুরু করে। বিরোধী পক্ষকে হতচকিত করে মাস্টারস্ট্রোক দেয় ৫ আগস্ট। অনেকেই মনে করে, সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে মোদি সরকার অব্যর্থ হয়ে উঠেছে। কাশ্মীর ইস্যুতে দেশের অধিকাংশ মানুষণ সমর্থন পেয়েছেন তিনি। দেশের আবেগ তাঁর পক্ষে।

আন্তর্জাতিক স্তরেও মোদি আটঘাঁট বেঁধেছেন ছক কয়ে। দিল্লি সেই দিনই সব রাষ্ট্রদূতকে ডেকে বলে দেয়, দেখুন আমরা সংবিদানসম্মত পথে আই মেনে ব্যবস্থা নিয়েছি আর এটা হল ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয়। পাকিস্তান প্রতিবাদের পথে নেমে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক আংশিক ছিন্ন করেছে। বাণিজ্যিক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা বাতিল করেছে। সুবিধা করতে পেরে একমাত্র জিগরি দোস্তা চিনেকে ধরে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের গোপন আলোচনা করার ব্যবস্থা করতে সফল হলেও কোনও লাভবান হয়নি। ১৫ জনের মধ্যে চিন ব্যতরেকে কেউ কোনও কথা বলেনি। স্থায়ী সদস্যের মধ্যে ভারতের পাশে রয়েছে বহুদিনের বিপদের বন্ধু রাশিয়া ছাড়াও ফ্রান্স, ব্রিটেন। এমনকী আমেরিকাও নিরপক্ষে থেকে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক স্তরে আলোচনা করে সমস্যার সমাধান করতে বলেছে। তবে পাকিস্তান চুপ করে থাকবে না বলেপণ করেছে।

মোদি বলেছেন, কাশ্মীরে যত দ্রুত সম্ভব বিধানসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের ব্যবস্থা করে জনপ্রতিনিধিমূলক সরকার গড়া হবে। অন্য রাজ্যের মতো সমস্ত সুযোগ পাবেন সব নাগরিকরা। বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থানের বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে । মোদির সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে কংগ্রেস তৃণমূল, বামসহ কয়েকটি দল বলেছে কাশ্মীরিদের সঙ্গে আলোচনা না করে একতরফাভাবে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছে অন্যায় ও অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। এর ফল ভুগতে হবে। আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছে, কাশ্মীরের জনগণ ফুঁসে উঠবে। আরও রক্ত ঝরবে। শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন কেউ কেউ। অভিযোগ করেছে নাগরিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। সরকারী পাল্টা বলেছে উপত্যকায় হিংসা ও প্রাণহানি রুখতে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই ধীরে ধীরে তুলে নেওয়া হবে নিষেধাজ্ঞা। সুপ্রিম কোর্ট সরকারকে সময় দেওয়া দরকার বলে মতামত দিয়েছে।

অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে বিজেপি বড় ঝুঁকি নিয়ে কাশ্মীর সম্পর্কে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে। কিছু করে দেখাতে গেলে হিম্মত দেখাতে হয়। সব ভাল যার শেষ ভাল। দেশবাসীর আশা এরপর আর কেউ বলবে না রক্তাক্ত কাশ্মীর। ওখানের মানুষ ভারতের মূলস্রোতের সঙ্গে একাত্ম হবে। তবে তার জন্য কাশ্মীরিদের কাছে যেতে হবে কেন্দ্রএক। যদিও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বাইরের মদত নিয়ে সক্রিয়তা চালাবে। স্বার্থন্বেষীরা ঘোঁট পাকাবে। সুবিধাভোগীরা প্যাঁচ কষবে। রাজনৈতিক নেতারা আরও স্বায়ত্তশাসন এ ক্ষমতার দাবি জানাবে। কেন্দ্রকে এসেবের মোকাবিলা করতে হবে আগামী দিনে। সামনের দিনগুলো মোদি সরকারের কাছে কঠিন পরীক্ষার। বিরাট চ্যালেঞ্জারও।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

অজানাকে জানাতে ভ্রমণই বড় ভূমিকা নিতে পারে

জয় গোস্বামী

এ কথা যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, আমার নিজের কবিতা রচনার অভিজ্ঞতা বিষয়ে কোনও স্থির ধারণা আছে কি না, তাহলে আমি সম্পূর্ণ নীবর হয়ে থাকব। কেউ যিদ আমার কাছে জানতে চান আমার কবিতা আমি কীভাবে লিখি, তাহলেও স্তব্ধতা-ই হবে আমার অবলম্বন। কারণ এ ধরনের প্রশ্নের সামনে একমাত্র স্তব্ধতাকে আঁকড়ে ধরা ছাড়া আমার কাছে দ্বিতীয় উপায় খোলা থাকে না। অন্ধকার যখন খুবই ঘন হয়ে আসে এবং রাস্তায় কোনও আলো জ্বলছে না, সে সময় গাড়িতে হাইওয়ে দিয়ে দীর্ঘ রাস্তা অতিক্রম কারর সঙ্গে আমার কবিতা-রচনার অভিজ্ঞতাটির সাদৃশ্য আছে। রাস্তার দু’-ধারে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে জংলা গাছপালা। গাড়ির হেডলাইট এক-একবার সেসব ঝোপঝাড়ের ওপর পড়ছে আর একঝলক আলোকিত হয়েই সেসব গাছপালা ডুবে যাচ্ছে অন্ধকারে। আর চলমান গাড়ি, প্রতি মুহূর্তে সেসব গাছপালাকে পিছনে ফেলতে ফেলতে চলেছে।

কবিতা রচনার সময়টিও আমার কাছে অন্ধকার একটি অজানা দেশে চলমান থাকার মতো অবস্থা উপস্থিত করে। এই একঝলক দেখতে পেলাম, তো পরক্ষণেই অন্ধকার এসে সবটুকু ঢেকে দিল। যাত্রাপথটি পুরোটাই না-দেখা এক অঞ্চল। আমি আমার জীবনের প্রথম কবিতাটি হঠাৎই লিখেক ফেলি আমার ১৩ বছর বয়েসে। তারপর থেকে এখন পর্যন্ত আমার কবিতা লেখায় ছেদ পড়েনি একবার ছাড়া। আমার ৩৫ বছর বয়স থেকে ৫৬ বছর বয়স পর্যন্ত—এই তিন বছর আমি কোনও কবিতা লিখিনি। একেবার ঠিক ঠিক বলতে গেলে দু’বছর ১১ মাস আমি কবিতা লেখার ক্ষেত্রে একটি বিরতি স্বীকার করে নিয়েছিলাম। তারপর হঠাৎই একটি ঘটনার ধাক্কায় আমার মাথায় কবিতা আসতে শুরু করে। ঘটনাটির কথা এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না হয়তো।

নেতাই নামক গ্রামে ২০১১ সালের জানুয়ারি মাসে একটি গণত্যার ঘটনা ঘটে। তখন কলকাতার আরও কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষ ঘটনাস্থল পর্যবেক্ষণ করতে যান। তাঁরা আমাকেও সঙ্গে নিয়েছিলেন। সেই গ্রামে পৌঁছে আমরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলি। দেখতে পাই বাড়ির গায়ে বুলেট-ক্ষত। দেখতে পাই কংসাবতীর তীরে, সারি দিয়ে শুয়ে আছে তিনদিন আগে দাহ করা চিতার ছাই। গাড়িতে গিয়েছিলাম আমরা। গাড়িতেই ছিল কলকাতা আসার ব্যবস্থা। গাড়ি চলতে শুরু করতেই মাথার মধ্যে ঝড়ের মতো কবিতা তৈরি হতে শুরু করে দিল। নাট্যব্যক্তিত্ব অর্পিতা ঘোষ ছিলেন আমাদের সঙ্গে। অর্পিতার কাছে একটি ছোট খাতা পাওয়া গেল। চলন্ত গাড়ির মধ্যেই সেই খাতায় লিখতে শুরু করলাম ছোট ছোট খাতা পাওয়া গেল। চলন্ত গাড়ির মধ্যেই সেই খাতায় লিখতে শুরু করলাম ছোট ছোট কবিতা। গাড়ির ঝাঁকুনিতে অক্ষর আঁকাবাকা হয়ে যেতে লাগল। কিন্তু মনে কবিতার লাইন আসার বিরাম নেই তখন। এই মানসলিখল পদ্ধতিও আমার সুপরিচিত। তাই মনে মনেও ধরে রাখতে লাগলাম, এই ছোট ছোট কবিতা। তিন দিন ধরে লেখার বিরতি। কী করে চলন্ত গাড়ির মধ্যে লোকজনের কথা বলে চলার কোলাহলের মধ্যেও আমার স্মৃতি কবিতাগুলিকে হবহু ধরে রাখতে পেরেছিল—ভাবলে এখনও অবাক না হয়ে পারি না। কবিতাগুলি যেন পুরোপুরি প্রস্তুত হয়েই নেমে আসছিল মাথার ভেতরে। ‘হার্মাদ শিবির’ নামক দু’ফর্মার ছোট বইয়ে কবিতাগুলি সন্নিবিষ্ট হয়।

চলন্ত যানে বসে একটানা কবিতা লেখার অভিজ্ঞতা আরও আছে। ‘সূর্যপোড়া ছাই’ নামক একটি কবিতার বই আছে আমার। সেই বইয়ের সব কবিতাই ট্রামে বসে লেখা। ট্রাম যখন চলছে তখন লেখা। ট্রাম যখন স্টপে দাঁড়িয়ে আছে, তখন আমার কবিতাও থেমে যাচ্ছে। বইটি কেউ হাতে নিলে দেখবেন কবিতাগুলি ক্ষুদ্রাকার এবং সব কবিতার ভেতরেই দু’লাইন , তিন লাইন অন্তর স্পেসের ব্যবহার আছে। ওই ঘন ঘন স্পেসে কেন পড়ল? কারণ ব্রেক কষে ট্রাম তার নির্ধারিত স্টপগুলিতে দাঁড়িয়ে যাচ্ছিল। ট্রাম দাঁড়ানো মাত্র কবিতার স্রোত ছিন্ন হয়ে সেই জায়গায় একটা করে স্পেস পড়ে যাচ্ছিল।

ব্যাপারটা আরম্ভ হয়েছিল একেবারে দৈবাৎ। একদিন বাসের ভিড়ে ঠেলাঠেলি না করে ট্রামে উঠলাম, কিছুটা শান্তিতে যেতে পারব ভেবে। বসার জায়গাও পেয়ে গেলাম। ট্রাম চলতে শুরু করতেই মনে একটা লাইন ছুটে এল ‘আমার বিদ্যুৎমাত্র আশা’। কী এর মানে? কী কথা বলতে চাইছে এই লাইন? সেসব নিয়ে চিন্তা করার অবকাশ পেলাম না। মন ডুবে গেল কবিতাটি নিয়ে।

সেদিন তিনটি লেখা হল পরপর। সঙ্গে কাগজ-কলম নেই। মনে মনে ধরে রাখলাম কবিতা তিনটি। বাড়ি এসে খাতায় লিখে নিলাম। পরের দিন থেকে মনে আগ্রহ জন্মাল। দ্বিতীয় দিনও ট্রামে উঠলাম। ট্রাম চলতে শুরু করতেই আরম্ভ হল কবিতার লাইন মনে মনে তৈরি হওয়া। ট্রাম একটা করে স্টপে দাঁড়ায়, আর একটা করে স্পেস পড়ে যায় কবিতায়। এরপর নিয়ম করে ডালহৌসি গিয়ে ফাঁকা ট্রামে উঠে বসে থাকতাম। ট্রাম ছাড়তে তখনও দেরি। কন্ডাক্টর, ট্রামচালক কেউই ওঠেনি। তবু আমি বসে থাকতাম। যদি কোনও লাইন আসে। ট্রাম থেমে থাকা অবস্থায় কখনওই কোনও লাইন তৈরি হয়নি। যেই ট্রাম চলতে শুরু করল, অমনি কবিতার লাইন আসা শুরু হ। তিনটি-চারটি করে কবিতা এক একদিনে তৈরি হত। বাড়ি এসে লিখে নিতাম। এইভাবে ‘সুর্যপোড়া ছাই’-এর ৭৯টি কবিতা লেখা হয়। বই প্রস্তুত করার সময় নিয়েছিলাম ৬৪টি কবিতা। ১৫ টি লেখা বাদ দিই। কোনও পত্রপত্রিকাতেও ওই ১৫টি কবিতার কোনও লেখা ছাপাইনি।

বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করে প্রকাশককে জমা দেওয়ার পর ট্রামে বাড়ি আসা বন্দ করে দিলাম। কারণ ‘সূর্যপোড়া ছাই’-এর ঘোর আমি তখন আর নিজের মধ্যে বহন করতে চাইছি না।

এখন আমি যে কোনও কবিতা লেখার সময় এমন অবস্থার মদ্যে পড়ে যাই, যেন জীবনের প্রথম কবিতাটি লিখতে যাচ্ছি। এত নিরূপায় একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়। প্রথম লাইন এল, এল দ্বিতীয়-তৃতীয় লাইনও। তারপরই সব ধূলিঝড়ের অন্ধকারে ঢাকা। কীভাবে এগব তা জানি না। চুপ করে বসে থাকি। হয় দু’ঘণ্টা। তিন ঘণ্টা। সময়ে কোনও বোধ থাকে না। আবার কখনও দ্রুত প্রায় মনে মনেই লেখা হয়ে যায় পুরো কবিতা। কয়েক দিন আগে যেমন। দ্রুত লেখা হল ১৬ লাইনের একটি কবিতা। সেদিন ‘নজরুল আকাদেমি’-র মিটিং ছিল। গাড়িতে উঠেছি। গাড়ি চলতে শুরু করতেই মনে মনে পুরো কবিতাটি ভেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বাদ দিয়ে দিলাম তার শেষ ১২ লাইন। চার লাইন মাত্র থাকল কবিতাটির। বাকিটা বাদ। এখন প্রশ্ন হল, বাদ-ই যদি দেব তবে লিখলাম কেন অতগুলো লাইন? এই প্রশ্নের সামনে আমি নিরুত্তর হয়ে থাকতে বাধ্য হব। কেন একটা কবিতার ১৬ লাইন লিখে তারচার লাইন রাখব—এ প্রশ্নের উত্তর তো আমার জানা নেই। একটি অজানা থেকে যাত্রা শুরু করি কবিতা লেখার সময়। আরেক অজানার মধ্য দিয়ে পথ চলি। কবিতাটি সম্পূর্ণ হওয়ার কয়েক মুহূর্তে আগে বুঝতে পারি, এবার কবিতাটি সম্পূর্ণ হতে চলেছে। সম্পূর্ণ হওয়ার পর বুঝতে পারি, আমি থেমেছি আরও এক অজানায় এসে। তাই কবিতা-রচনার পক্রিয়া এক অজানা। প্রক্রিয়া আমার কাছে। প্রথম যখন লিখতে শুরু করি, তখনও যেমন অজানার মধ্যে দিয়ে ভ্রমণই ছিল একমাত্র ভবিতব্য, আজও আমার কাছে কবিতা-রচনা সেইরকম এক অজানা ক্রিয়াই।

(সৌজন্য প্রতিদিন)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত সফরে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২০।। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আগামী অক্টোবরে ভারতে দ্বিপাকি সফরের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আনুষ্ঠানিক আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

সফররত ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর মঙ্গলবার বিকেলে গণভবনে সৌজন্য স্যাত করতে এসে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণ পত্র হস্তান্তর করেন।পরে, প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম সাংবাদিকদের ব্রিফ করেন।

ব্রিফিংয়ে প্রেস সচিব বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ধন্যবাদ জানান এবং তাঁর শুভেচ্ছাও মোদীর নিকট পৌঁছে দেওয়ার জন্য বলেন।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন, বিগত পাঁচ বছরে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক একটি নতুন উচ্চতায় আসীন হয়েছে।তিনি বলেন, এই সময়ে বিভিন্নে ত্রে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতা এবং সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।নিয়মিত যোগাযোগ রার ওপর গুরুত্বারোপ করে জয়শংকর বলেন, দুই দেশের জনগণের মধ্যে পরস্পরের দেশ ভ্রমনের ত্রেটিকে সহজ করার বিষয়ে বিশ্বাসী ভারত।

জয়শংকর এ সময় বাংলাদেশের জ্বালানিে ত্রে সহযোগিতার বিষয়ে তাঁর দেশের আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

তিনি বলেন,দুই দেশের মধ্যে জলবিদ্যুৎ খাতে কার্যকর সহযোগিতার সম্ভবনা রয়েছে, যেহেতু, এর খরচও কম।

প্রধানমন্ত্রী বলেন,ভারত তাঁদের ব্যবসা এবং বাণিজ্য সম্প্রসারণের জন্য বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, মোংলা এবং পায়রা বন্দর ব্যবহার করতে পারে।দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগের ত্রেসমূহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন, রেল, সড়ক এবং আকাশ পথে যোগাযোগেরে ত্র অনেক রুট ইতোমধ্যে উন্মুক্ত হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ এবং ভারতের মধ্যে চমৎকার সম্পর্ক এবং বিভিন্নে ত্র চমৎকার সহযাগিতা বিদ্যমান রয়েছে। দু'টি দেশ নিজেদের অনেক সমস্যাই দ্বিপাকিভাবে সমাধান করেছে।

এ প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ করে দু'দেশের মধ্যকার সীমান্ত সমস্যা সমাধানের উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন,সীমান্ত চুক্তি অনুযায়ী এর সমাধান বিশ্বে উদাহারণ সৃষ্টি করেছে। ভারতের সকল রাজনৈতিক দল তাদের সংসদে সীমান্ত চুক্তি সংক্রান্ত বিলের প্রতি সর্বসম্মতভাবে সমর্থন জানায়।

ভারতকে বাংলাদেশের প্রকৃত বন্ধু উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই নয়া দিল্লী বাংলাদেশের প্রতি অব্যাহতভাবে সমর্থন জানিয়ে আসছে।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আব্দুল মোমেন, দিল্লীতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার সৈয়দ মুয়াজ্জেম আলী, ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনার রীভা গাঙ্গুলী দাস এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব সাজ্জাদুল হাসান বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড়একে আব্দুল মোমেনের আমন্ত্রণে তিনদিনের সরকারি সফরে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গত রাতে বাংলাদেশে আসেন। গত ৩০ মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মন্ত্রী সভায় পররাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর এটাই জয় শংকরের প্রথম বাংলাদেশ সফর।

জনগণের সংকট উত্তরণে নতুন নির্বাচনের বিকল্প নেই: মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২০।। দেশ বাঁচাতে হলে দেশপ্রেমিক নেত্রী খালেদা জিয়াকে মুক্ত করে আনতে হবে জানিয়ে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, সম্পূর্ণ জনগণের ম্যান্ডেট নেওয়া সরকার প্রতিষ্ঠায় নতুন নির্বাচন করতে হবে। এর বাইরে দেশের জনগণের সংকট উত্তরণ ও আশা-আকাঙ পূরণের কোনো বিকল্প নেই।

মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) দুপুরে জাতীয় প্রেসকাবের তৃতীয় তলায় বিএনপিপন্থী গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনালিস্ট রিসার্স সেন্টার আয়োজিত 'আমার দেশ আমার শিল্প' শীর্ষক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, দেশের সংকট উত্তরণের জন্য সুষ্ঠু একটি নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জনগণের পছন্দের সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এ জন্য প্রথম প্রয়োজন নির্বাচন কমিশন ভেঙে দেওয়া এবং নির্বাচনী সময়ের জন্য একটি নিরপে সরকার প্রতিষ্ঠা করা।যাদের কাজ হবে দেশে একটি অবাদ-সুষ্ঠু নির্বাচন করা।

সরকার পরিকল্পিতভাবে চামড়া শিল্পকে ধ্বংস করছে অভিযোগ করে তিনি বলেন, দেশের পত্র-পত্রিকা এমনকি ভারতের পত্রিকায়ও খবর বেড়িয়েছে।অথচ বাংলাদেশের বেনাপোল থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে বানতলা নামক স্থানে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ছোট একটি চামড়া শিল্প নগরী ছিল। সেটাকে এখন নতুন করে বড় আকারে একটি লেদার সিটি হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৮০ হাজার কোটি টাকা নতুন করে বিনিয়োগ করেছে। ইতালি থেকে বিনিয়োগকারী আনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিছুদিন আগে সেটা উদ্বোধন করেছেন। ভারতের কানপুরের সব ট্যানারি বন্ধ হয়ে গেছে। সেখানকার ট্যানারি মালিকরাও বাংলাদেশের সীমান্তের কাছে ওই (বানতলায়) লেদার সিটিতে নতুন করে ব্যবসা শুরু করার অনুমতি নিচ্ছে। এতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিতে একটা নতুন অধ্যায়ের শুরু হয়েছে।তিনি বলেন, জানি না কতো দূর সত্য, শুনতে পারলাম মেগা প্রকল্প মেট্রোরেল ও এলিভেটেট এক্সপ্রেসওয়ের টিকিটিং ব্যবস্থাপনার দায়িত্বও সরকারের লোকদের দেওয়া হচ্ছে। স্ট্যান্ডগুলো তাদের একেকজন লোকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হচ্ছে। বিদেশিদের না-কি বাধ্য করা হয়েছে, টিকিটের দায়িত্ব সরকারের লোকজনদের দিতে। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে এটা লুটপাট ছাড়া আর কিছু নয়।ফখরুল বলেন, আগে সরকার ছিল অব দ্য পিপল, বাই দ্য পিপল, ফর দ্য পিপল। এখন হয়েছে, অব দ্য লুটেরাস, বাই দ্য লুটেরাস, ফর দ্য লুটেরাস। এছাড়া আর কিছু নেই। একেবারে তৃণমূল থেকে ওপর পর্যন্ত এখন লুটপাট চলছে। টিআর কাবিখা থেকে শুরু করে একেবারে মেগা প্রজেক্ট পর্যন্ত সব জায়গায় ভাগ-বাটোয়ারা চলছে।

আয়োজক সংগঠনের পরিচালক বাবুল তালুকদারের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন- বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু, বরকতউল্লাহ বুলু, যুগ্ম মহাসচিব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল।অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের নির্বাহী সদস্য ডিএম আমিরুল ইসলাম অমর।মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য ইঞ্জিনিয়ার টিএস আইয়ুব।

মশা নিয়ে সরকারের বছরের পরিকল্পনা জানতে চায় বাংলাদেশের হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২০।। বছরজুড়ে এইডিস মশা নিধন ও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সরকার কোনো কর্মপরিকল্পনা নিয়েছে কি না, তা জানতে চেয়েছে হাই কোর্ট।বিষয়টি জেনে আগামী সোমবার আদালতকে জানাতে ওই বেঞ্চ সংশ্লিষ্ট ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি তারিক উল হাকিম ও বিচারপতি মো. সোহরাওয়ার্দীর হাই কোর্ট বেঞ্চ মঙ্গলবার এই আদেশ দেয়।বেঞ্চের কনিষ্ঠ বিচারক বলেন, এ বছর মশার প্রকোপ দেখা দিয়েছে, সেটা যে আগামীতে যে হবে না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই।

এজন্য মশা নিধন ও ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সরকারের কর্মপরিকল্পনা থাকা দরকার। পাশের দেশ ভারতের কলকাতায় যেমনটা রয়েছে। তারা মশা নিধনে এরিয়াল স্প্রে করে থাকে।

গত দুই যুগ ধরে বর্ষা মৌসুমে ডেঙ্গ জ্বর দেখা গেলেও এবার মশাবাহিত এই রোগ প্রকট আকারে দেখা দেয়। ডেঙ্গুতে এবছর এই পর্যন্ত ৫৬ হাজার মানুষ আক্রান্ত হয়েছে, মারা গেছে প্রায় দুইশ জন।এবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ডেঙ্গুর প্রকোপের আগাম সতর্কবার্তা দিলেও ঢাকার দুই সিটি করপোরেশন কর্তৃপ তা আমলে নেয়নি বলে পরিস্থিতি চরম পর্যায়ে গেছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

বিশেষজ্ঞদের আগাম সতর্কতা না শোনায় ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েছে মন্তব্য করে বিচারপতি তারিক উল হাকিম বলেন,মশা নিধনে সিটি করপোরেশনগুলো নতুন ওষুধ ছিটাচ্ছে। কিন্তু এইডিস মশার প্রকোপ বাড়তে পরে, অনেক আগে থেকেই বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেছিল। সিটি করপোরেশন তা আমলে নেয়নি।

ক্ষেত্র দুই সিটি করপোরেশনের অবহেলা রয়েছে। শুরুতেই স্থান নির্ধারন করে মশা নিধনে পদপে নেয়া উচিত ছিল।

মশা নিধনে সিটি করপোরেশনের আনা নতুন ওষুধের কার্যকারিতা নিয়ে কথা বলেন বিচারক সোহরাওয়ার্দী।উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন,ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে প্রতিদিন রোগী ভর্তি হচ্ছে। রোগীর সংখ্যা দেখলেই বোঝা যাচ্ছে এই ওষুধ কতটা কার্যকর। যখন রোগী ভর্তি শূন্যের কোঠায় নেমে আসবে, তখন প্রকৃত চিত্র বোঝা যাবে। যতণ পর্যন্ত হাসপাতালে রোগী ভর্তি বন্ধ না হবে ততণ পর্যন্ত আমাদের উদ্বেগ থাকবেই।

এর আগে শুনানিতে স্থানীয় সরকার বিভাগের পে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল কাজী মাইনুল হাসান বলেন, মশা নিধনে ও সচেতনতা সৃষ্টিতে উত্তর সিটি করপোরেশনকে প্রায় ১৬০০ ও দণি সিটি করপোরেশনকে ২২০০ অতিরিক্ত জনবল নিয়োগের আদেশ দেওয়া হয়েছ এবং ১৫ কোটি টাকা বরাদ্ধ দেওয়া হয়েছে।এ পর্যায়ে বিচারক বলেন, মশা তো কমছে না। প্রতিদিনই প্রায় দুই হাজারের কাছাকাছি লোক ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হচ্ছে।

উত্তর সিটি করপোরেশনের আইনজীবী তৌফিক ইনাম টিপু বলেন, ৪০ হাজার লিটার নতুন ওষুধ কেনা হয়েছে। আগস্ট মাস থেকে এই ওষুধ ছিটানো হচ্ছে।

আদালত বলেন,নতুন ওষুধে মশা কি মরছে? নাকি দিণের মশা উড়ে উত্তরে চলে যায়?আইনজীবী বলেন, অনেকটা কার্যকর। গত ১১ তারিখ থেকে তা ছিটানো হচ্ছে।বিচারক বলেন, নতুন জনবল নিয়োগ করেছেন তারা কোথায় কিভাবে কতণ কাজ করছে তার বিস্তারিত প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করবেন।দুই সিটি করপোরেশনকে সোমবার এই প্রতিবেদন দাখিল করতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২০।। সফররত ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় সুব্রামানিয়াম জয়শংকর বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের টেকসই প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে ভারতের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করেছেন। এই রোহিঙ্গারা মিয়ানমারের দণিাঞ্চলীয় রাখাইন রাজ্য থেকে বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

মঙ্গলবার তিনি বলেন, রোহিঙ্গাদের তাদের নিজ দেশে নিরাপদ, দ্রুত ও টেকসই প্রত্যাবাসনের ব্যাপারে আমরা একমত হয়েছি। বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমার-এই তিন দেশের জাতীয় স্বার্থেই এটা করা জরুরি। বাংলাদেশ থেকে এই বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজ ভূমিতে ফিরে যেতে এবং রাখাইন রাজ্যের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে আমরা সব ধরণের সহায়তা দিতে প্রস্তুত আছি।

ঢাকায় রাষ্ট্রীয় অতিথিশালা যমুনায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় একে আব্দুল মোমেনের এক দ্বিপীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি একথা বলেন।জয়শংকর বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত সুদৃঢ় এবং ভবিষ্যতে এটা আরো জোরদার হবে।তিনি আরো বলেন,আমরা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সুবর্ণজয়ন্তী দু'টি অনুষ্ঠানই উদযাপন করতে যাচ্ছি।ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,এটা ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে আমার প্রথম ঢাকা সফর। বাংলাদেশের সাথে আমাদের অংশীদারিত্ব প্রতিবেশী দেশগুলোও যে পাশাপাশি একসাথে মিলেমিশে থাকতে পারে তার উদাহরণ। আমরা অংশীদার হিসেবে একসাথে কাজ করি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দণি এশিয়ায় রোল মডেল হিসেবে এই অংশীদারকে টিকিয়ে রাখতে চান।

জয়শংকর বলেন,আমরা বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় উন্নয়ন অংশীদার হিসেবে গর্ব বোধ করি। নিকটতম প্রতিবেশী হিসেবে আমরা বাংলাদেশের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তার প্রস্তাব দিচ্ছি।পানি বন্টনের ব্যাপারে ভারতের এই মন্ত্রী বলেন, পানিসম্পদ বাংলাদেশের জন্য একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় এবং আমাদের মতো তারাও অভিন্ন ৫৪টি নদীর জন্য উভয়পরে গ্রহণযোগ্য একটি উপায় বের করতে চায়।তিস্তা নদীর পানি বন্টন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে জয়শংকর বলেন,আপনারা জানেন যে, এ ব্যাপারে আমাদের সরকারের একটি অবস্থান আছে। এ ব্যাপারে আমাদের একটি অঙ্গীকার আছে এবং এটা পরিবর্তন হয়নি।তিনি আরো বলেন,যখন নিরাপত্তার প্রশ্ন সামনে আসে তখন অপরাধ, সন্ত্রাসবাদ, চরমপন্থার বিরুদ্ধে দু'দেশের অংশীদারিত্বও উন্নয়ন দু'দেশের জনগণকেই সরাসরি সুফল দেয় বলে আমাদের বিশ্বাস।তিনি বলেন, দু'দেশের জনগণের মধ্যে সবেত্র যোগাযোগ বেড়েছে। জনগণের মধ্যে আরো যোগাযোগ বাড়ানোর লে পদপে নেয়া হবে।জ্বালানী সহযোগিতার ব্যাপারে তিনি বলেন, দু'টি দেশই পরস্পরের সফলতার সুফল ভোগ করে।

এর আগে, সকালে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাজধানীর ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু জাদুঘর পরিদর্শন করেন। তিনি সেখানে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সব পর্যায়ে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিতের আহ্বান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২০।। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সব পর্যায়ে সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদপে নিতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ।

মঙ্গলবার কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এমরান কবির চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে গেলে রাষ্ট্রপতি এ আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতির প্রেস সচিব মো. জয়নাল আবেদীন সাংবাদিকদের জানান, স্যাতের সময় উপাচার্য তার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পর্কে রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

রাষ্ট্রপতি শিার্থীদের বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে বিশ্বের নামকরা শিা প্রতিষ্ঠানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করারও তাগিদ দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর আচার্য আবদুল হামিদ।এসময় তিনি বলেন, নিয়মিত পাঠ্যক্রমের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে গবেষণাতে আরও জোর দিতে হবে।স্যাতের সময় উপাচার্য এমরান কবির কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতিকে যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ জানান।

এদিকে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান ফজলে হাসান আবেদের নেতৃত্বে আরেকটি প্রতিনিধি দল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে স্যাৎ করেন।প্রেস সচিব জানান, স্যাতের সময় রাষ্ট্রপতি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানসম্মত শিা নিশ্চিতের ওপর জোর দেন।শিার্থীরা যাতে বিদেশে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে পারে সে লয পাঠ্যক্রম বহির্ভূত কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগে নেওয়ার ওপর জোর দেন।

মঙ্গলবার রাজধানীতে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিধায়ক ডাঃ দিলীপ দাস। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশকে পাকিস্তানের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করতে বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয়েছিল : স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,আগষ্ট ২০।। স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক এমপি বলেছেন, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বাংলাদেশকে পাকিস্তানের তাবেদার রাষ্ট্রে পরিণত করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। '৭৫-এর ঘাতকেরা কেবল জাতির পিতার উপরই প্রতিশোধ নেয়নি, তারা গোটা বাঙ্গালি জাতিয়তাবাদকেই নিশ্চিহ্ন করতে এই হত্যাকান্ড ঘটিয়েছিল।

মঙ্গলবার দুপুরে রাজধানীর আগারগাঁও নিউরোসায়েন্স হাসপাতালের অডিটোরিয়াম হলে জাতীয় শোক দিবসের সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন।স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদ নিউরোসায়েন্স হাসপাতাল কর্তৃক আয়োজিত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৪তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলে এই আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক ডা. দীন মোহাম্মদ।

শোক সভায় আরো বক্তব্য রাখেন স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক ইকবাল আরসালান, স্বাধীনতা চিকিৎসক পরিষদের সাধারণ সম্পাদক, অধ্যাপক এম এ আজিজ, অধ্যাপক ডা. বদরুল আলম, ডা. জহিরুল হক চৌধুরী প্রমুখ।

জাহিদ মালেক আরো বলেন, খুনীদের ষড়যন্ত্রকে দুরাশায় পরিণত করে এদেশের জনগণ ও জাতির পিতার সুযোগ্য সন্তান আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে পাকিস্তানের থেকে অনেক বেশি অনন্য সাধারণ উচ্চতায় নিয়ে যাচ্ছেন। গোটা পরিবারকে হারিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যার মনে যে কষ্টের পাহাড় জমাট বেঁধেছিল তাতে কিন্তু তিনি কখনই ভেঙ্গে পরেননি।

বঙ্গবন্ধু কন্যা আজ ধীরে ধীরে এখন গোটা বিশ্বের শীর্ষ নেতৃত্বের একজন হয়ে ওঠেছেন।তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার গোটা পরিবার হারানোর কষ্টকে এখন শক্তিতে পরিণত করেছেন। শেখ হাসিনার মনোবল আজ এতটাই দৃঢ় যে, শত্রু শত কুট কৌশলগুলো তিনি নষ্ট করে দিয়ে দেশকে উন্নয়নের শীর্ষে নিয়ে গেছেন। কাজেই তিনি বেঁচে থাকতে আর কেউ বাংলাদেশকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারবে না।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন খৈয়ামের

নিজস্ব প্রতিবেদন: পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হল প্রয়াত সঙ্গীত পরিচালক মহম্মদ জাহির হাসমি ওরফে খৈয়ামের। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে ৩০ নাগাদ মুম্বইয়ের ফোর বাংলোজে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় খৈয়ামের। সেখানে গান স্যালুটের মাধ্যমে শেষ বিদায় জানানো হয় প্রয়াত সঙ্গীত পরিচালককে।সোমবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন খৈয়াম। মঙ্গলবার সারাদিন খৈয়ামের মরদেহ তাঁর জুহুর দক্ষিণা পার্ক সোসাইটির বাড়িতেই রাখা ছিল। অনুরাগীরা সেখানেই এসে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়ে যান তাঁকে। মঙ্গলবার বিকেল ৪টে নাগাদ শেষকৃত্যের উদ্দেশ্যে তাঁর মরদেহ নিয়ে যাত্রা শুরু হয়। এরপর ৪টে ৩০ নাগাদ শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় খৈয়ামের।বিচ্ছেদের ৫ বছর পর ফের কাছাকাছি জ্যাকলিন-সাজিদ?১৫ অগাস্ট ফুসফুসে সংক্রমণ নিয়ে মুম্বইয়ের সুজয় হাসপাতালে ভর্তি হন খৈয়াম। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ বছর।: মারা গেলেন বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক মহম্মদ জহুর খৈয়াম হাশমি। যাঁকে বলিউড চিনত খৈয়াম নামেই। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯২ বছর। সোমবার রাত ৯.৩০ মিনিট নাগাদ মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। শ্বাসকষ্ট আর বয়সজনিত কারণে দীর্ঘদিন ধরেই ভুগছিলেন খৈয়াম। চিকিৎসাও চলছিল তাঁর। দিন কয়েক আগে ফুসফুসে সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানেই সোমবার শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন বিশিষ্ট এই সঙ্গীত পরিচালক বলে জানানো হয়েছে তাঁর পরিবার এবং হাসপাতালের তরফে। শেষসময়ে তাঁর পাশে ছিলেন তাঁর সঙ্গীতশিল্পী স্ত্রী জগজিৎ কওর। ১৯২৭—র ১৮ ফেব্রুয়ারি পাঞ্জাবের নওয়ানশহর জেলার রাহোন শহরে জন্ম খৈয়াম। জন্মের পর তাঁর নামকরণ হয়েছিল সাদাত হুসেন। ছোট থেকেই সঙ্গীতপ্রিয় খৈয়াম বালক বয়সেই দিল্লি পালিয়ে যান সঙ্গীত শিখতে। কিন্তু তাঁর অভিভাবকরা তাঁকে জোর করে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসেন পড়াশোনা শেষ করার জন্য। ছোট থেকেই পড়াশোনার বদলে সঙ্গীতের প্রতি, বিশেষত বলিউডি ছবির সঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ ছিল খৈয়ামের। বহুবার বাড়ি পালিয়ে সিনেমা দেখতেও গিয়েছিলেন তিনি। পরে আবার পালিয়ে দিল্লি গিয়ে কাকার কাছে ওঠেন। কাকাই সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখে পণ্ডিত অমর নাথের কাছে তাঁকে ভর্তি করে দেন। তিনিই খৈয়ামের প্রথম সঙ্গীতগুরু। তারপর পাঞ্জাবের বিশিষ্ট সঙ্গীত পরিচালক বাবা চিস্তিরও শিষ্য হন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তাঁর সহকারী হিসেবে পাঞ্জাবি ছবিতে কাজ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কিছুদিন সেনাবাহিনীতেও ছিলেন। বলিউডে ১৯৪৮ সালে ‘হীর রঞ্ঝা’ ছবিতে শর্মাজি—ভার্মাজি জুটির শর্মাজি নামে প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা করেছিলেন খৈয়াম। পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাওয়ার পর রহমান ভার্মা সেদেশে চলে গেলে একাই সঙ্গীত পরিচালনা শুরু করেন।তাঁর প্রথম ব্রেক, মহম্মদ রফির কণ্ঠে ১৯৫০—র ছবি ‘বিবি’—র গান। ১৯৫৩—তে ‘ফুটপাথ’ ছবিতে তালাত মেহমুদের কণ্ঠে তাঁর পরিচালিত গান সারা দেশবাসীর মুখেমুখে ফিরতে থাকে। ছবিটি তাঁকে সারা দেশে পরিচিতি দেয়। এরপর রাজ কাপুর—মালা সিনহা—র ‘ফির সুবহ্ হোগি’ ছবিতে সাহির লুধিয়ানভির লেখা এবং মুকেশ—আশা ভোঁসলের গান তাঁকে বলিউডে চিরতরে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। এরপর ১৯৮০—র দশকের প্রথম দিক পর্যন্ত ‘শোলা অওর শবনম’, ‘আখরি খত্’, ‘শগুন’, ‘কভি কভি’, ‘ত্রিশূল’, ‘নুরি’, ‘বাজার’, ‘বেপনহা’, ‘উমরাও জান’, একাধিক বলিউডি হিট ছবিতে হিট গান পরিচালনা করেছিলেন খৈয়াম। ‘কভি কভি’ এবং ‘উমরাও জান’ ছবির জন্য ফিল্মফেয়ার পুরস্কারে সেরা সঙ্গীত পরিচালক হন। ‘উমরাও জান’—র জন্য সেরা সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে জাতীয় পুরস্কার পান। ২০০৭ সালে সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি পুরস্কার, ২০১০—এ ফিল্মফেয়ার লাইফটাইম, ২০১১—য় পদ্মভূষণ এবং ২০১৮—য় হৃদয়নাথ মঙ্গেশকর পুরস্কার পেয়েছেন খৈয়াম।খৈয়ামের মৃত্যুতে শোকের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে বলিউড তথা দেশের সঙ্গীত মহলে। শোকজ্ঞাপন করে টুইট করেছেন নরেন্দ্র মোদি, লতা মঙ্গেশকর, জাভেদ আখতার, অমিতাভ বচ্চন, অনুপম খের, ঋষি কাপুর, মধুর ভাণ্ডারকর, করণ জোহর, সোনম

২৬টা ছবির পর লিখব ‘এ টু জেড’

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়: কোন স্কুলে পড়তেন আপনি? দোলনা। স্কুলে ফার্স্ট হতেন? সেকেন্ড হতাম। বালাজি সবসময় ফার্স্ট হত। ফার্স্ট হওয়ার জেদটা কি তখন থেকেই তৈরি হয়েছিল? (হাসতে হাসতে) প্রশ্নের উদ্দেশ্য, বিষয়টা পরিস্কার করলে ভাল হয় না? এই যে জাতীয় পুরস্কারে বাংলার মধ্যে ফার্স্ট হলেন, আগে জাতীয় স্তরেও হয়েছেন, পুরস্কার ঘোষণার আগে কি টেনশন ছিল ফার্স্ট হওয়া নিয়ে? না, না। আমি জানতামই না কবে পুরস্কার ঘোষণা হবে। একটা মিটিং-এ ছিলাম। সেখানেই খবর পেলাম ‘এক যে ছিল রাজা’ সেরা বাংলা ছবির পুরস্কার পাচ্ছে। ‘চতুষ্কোণ’-এর পুরস্কার যখন ঘোষণা হয়, তখন ডাবিং করছিলাম। ‘জাতিস্মর’ যখন পুরস্কার পেল, ঘোষণার সময় আমি আমেরিকায় ট্যুর করছিলাম। কিন্তু, এটা তো ঘোষণার সময়ের ব্যাপার। ছবি তৈরির সময় কি মাথায় থাকে জাতীয় পুরস্কারের কথা? জাতীয় পুরস্কার খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। খুব সম্মানের ব্যাপার। কিন্তু এটা মাথায় রেখে কাজ করি না। কিন্তু, ধরুন একই বছরে কৌশিক গাঙ্গুলিও ছবি করেছেন, আপনিও করেছেন। তখন কি টেনশন হয় যে কৌশিক পুরস্কারটা পাবেন, নাকি, আপনি? দেখুন, টেনশন কথাটা বলবে না। একটা বছরে কী কী ছবি হচ্ছে খেয়াল রাখি। কোন ছবি পেতে পারে, সেটাও আমি খেয়াল রাখি। আর কৌশিক গাঙ্গুলির কথা বললেন বলে বলছি, হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে রাইভ্যালরি আছে, মিউচুয়াল রেসপেক্টও আছে। আগের বছরে যেমন ‘নগরকীর্তন’ দেখে আমার মনে হয়েছিল যোগ্য ছবিই পুরস্কার পেয়েছে। এবছর ‘উরি’ তো অনেকগুলো পুরস্কার পেল। যোগ্য ছবিই পেয়েছে বলে মনে হয়েছে? দেখুন, সাউন্ডের পুরস্কারটা যোগ্য হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই ছবির জন্যে ভিকি কৌশল যে সেরা অভিনেতার পুরস্কার পেয়েছেন, সেটা নিয়ে আমার প্রশ্ন আছে। ওর চেয়ে যিশু অনেকগুন বেটার অভিনয় করেছে ‘এক যে ছিল রাজা’য়। ছবি তৈরির সময় কোন জিনিসটা মাথায় থাকে, পুরস্কার, না বক্স অফিস? আমার ছবি একই সঙ্গে ফেস্টিভ্যালেও পুরস্কৃত হয়েছে এবং বক্স অফিসেও সাফল্য পেয়েছে। বাংলা ছবিতে এটা আমার কন্টিবিউশন বলেই মনে করি। ফেস্টিভ্যাল এবং বক্স অফিসের বেড়াটা আমি ভাঙতে পেরেছি। ছবি তৈরির সময় দর্শকদের ভাল লাগবে কী না, এটা কী মাথায় রেখে ছবি করেন? এই ব্যাপারে আমি অত্যন্ত স্বার্থপর। আমি একমাত্র নিজের দিকে তাকিয়ে ছবি বানাই। নিজের যে ছবি করতে ভাল লাগে, সেটাই বানাই। ক’টা লোকের সেটা ভাল লাগবে, অ্যাওয়ার্ড পাবে কী না, এটা আমি মাথায় রাখি না। আপনার বেশ কয়েকটা সিনেমা নিয়ে কোনও কোনও সমালোচকের অভিযোগ যে সৃজিত পুরনো ছবির বিনির্মান করেন। এটা নিয়ে আপনার বক্তব্য কী? দেখুন, বাংলা ছবির ক্ষেত্রে যদি উত্তমকুমার জড়িত থাকেন, তাহলে মানুষ সেটাতেই লিঙ্ক হয়ে পড়ে, আটকে পড়ে, মোহিত হয়ে থাকে। এই মোহ-টা ছাপিয়ে উঠতে পারেন না অনেকেই। আমার ‘এক যে ছিল রাজা’ নিয়ে কেউ কেউ বলেন এটা ‘সন্ন্যাসী রাজা’ থেকে তৈরি। কিন্তু এটা তো একটা ঐতিহাসিক কোর্ট কেস নিয়ে তৈরি ছবি। ‘জাতিস্মর’-এর মূলে আছে একটা সত্য ঘটনা। সেটা কী করে ‘অ্যান্টনি ফিরিঙ্গী’র বিনির্মান হয়? আমার একমাত্র ছবি, যেটাকে আপনি বিনির্মান বলতে পারেন, সেটা ‘অটোগ্রাফ’। এটা একই সঙ্গে ‘নায়ক’ ছবিটার প্রতি ট্রিবিউট এবং বিনির্মান। আমার আর কোনও ছবিই আগের কোনও সিনেমার বিনির্মান নয়। আমি আলাদা আলাদা থিম নিয়ে প্রতিবার ছবি করি। আমি একজন কথক। গল্প বলাটাই আমার কাজ। আমি স্টোরি টেলার। তাহলে, গল্প, উপন্যাস লেখেন না কেন? আমার উপন্যাসের স্ট্রাকচার হল চিত্রনাট্য। যখন ২৬ টা ছবি হয়ে যাবে তখন একটা বই লিখবনাম দেব ‘এ টু জেড’। ‘এ টু জেড’ কেন? আসলে ইংরেজি বর্ণমালার ২৬টা অক্ষরের অনেকগুলো নিয়েই আমি ছবি করে ফেলেছি। যেমন ‘এ’দিয়ে ‘অটোগ্রাফ’, ‘বি’ দিয়ে ‘বাইশে শ্রাবণ’, ‘জেড’ দিয়ে আছে ‘জুলফিকার’। মাঝখানে কয়েকটা অ্যালফাবেট বাকি আছে। যেমন ‘এফ’, যেমন ‘আই’। এমন কয়েকটা অক্ষর হয়ে গেলে ২৬টা ছবি হয়ে যাবে। ‘এ টু জেড’ সম্পূর্ণ হয়ে গেলে লিখব জীবনের ‘এ টু জেড’। এমন হিসেব করে ছবি তৈরি করেন নাকি? বর্ণমালা দিয়ে ছবির মালা তৈরি করছেন? (হাসতে হাসতে) তাই তো দেখা যাচ্ছে। এবার তো ‘বাইশে শ্রাবণ’-এর দুই চরিত্রকে ফিরিয়ে আনছেন নতুন ছবিতে? হ্যাঁ, ‘গুমনামি বাবা’র কাজ শেষের পথে। পুজোয় মুক্তি পাবে। পুজোর পরে শুরু হবে ‘বাইশে শ্রাবণ’-এর অভিজিৎ, অমৃতাকে নিয়ে নতুন ছবি ‘দ্বিতীয় পুরুষ’। নিজের ছবির চরিত্রদের আবার টেনে আনছেন কেন নতুন ছবিতে? দশ বছর হল ছবি করছি। পুরনোরা কেমন আছে, একটু খোঁজখবর নিচ্ছি। এই আর কি। তবে, আমি নিজেকে খুব একটা সিরিয়াসলি নিইনা। গল্প বলি। গল্প বলতে চাই। নিজেকে শোনাই। তারপর দর্শকদের কাছে আসি। এক গল্প থেকে অন্য গল্পে চলে যাই। সবটাই জীবনের গল্প।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ইতি ও নেতিবাচক দিক

ড্যান ব্রাউনের অরিজিন উপন্যাসটি যারা পড়েছেন তারা হয়ত কিছুটা ধারণা পেয়ে থাকবেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দৌরাত্ম্য সম্পর্কে। অরিজিন উপন্যাসের কাহিনি কাল্পানিক হল্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বাস্তব অগ্রগতি এখন কল্পনাকেও হার মানায়।

মানব সভ্যতার কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার কতখানি দানবীয় গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, তা বোঝা যায় গত বছরের ব্রিটিশ পার্লামেন্টের একটি ঘয়না। গত বছর ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বুদ্ধিমত্তা ও চতুর্থ শিল্পবিপ্লব বিষয়ক একটি শুনানিতে পার্লামেন্টেরিয়ানদের সহেগ আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানানা হয় পিপার নামের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন এক রোবটেকেও। এ সময় রোবট পিপার সংশ্লিষ্ট বিষয় চাড়াও নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মতো মানবীয় বিষয়েও আলোচনায় অংশ নেয়। পার্লামেন্টে রিয়ানদের এক প্রশ্নের জবাবে পিপার অবস্য তাদের আশ্বস্ত করেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কখনি মানবজাতির প্রত্ত্বিদ্বন্দ্বি হয়ে দাঁড়াবেন। পিপারের এ উত্তরের ওপর কথখানি আস্থা রাখা যাবে, সেটি অবশ্য ভাববার বিষয়। এক সময় কম্পিউটারকেক সংজ্ঞায়িত করা হতো বুদ্ধিহীন একটি যন্ত্র হিসেবে, যা কিনা কেবল মানুষের দেয়া নির্দেশ না অনুযায়ী কাজ করতে পারে। তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে। কম্পিউটার এখন মেশিন লার্নিং ও ডিপ লার্ি্নং প্রযুরদ্ধক্তর মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উঠছে. অথীতে কম্পিউটার অনেক যান্ত্রিক কাজে মানুষকে পেচনে ফেললেও কগনিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মানবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিুটারের ধরাছোঁয়ার বাইরে। সে ধাড়াণাও এখন বদলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতি সংবেধনসীল সৃষ্টিশীল বিষয়ও এখন কম্পিউটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষহলেই যে সবাই শিল্প সাহিত্যের মতো বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আকছে উপন্যাসও লিখছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বচিত হয়েছিল। ধারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্টসেলার বইয়ের পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আঁকা একটি চিত্রকর্ম, ৪,৩২,০০০ ডলারেও বিক্রি হয়েছে। চিত্রকর্মটিরনিচে শিল্পর মতা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিধত্বণগ্ন। সম্প্রতি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা আকা একটি চিত্রকর্মী নিচে মনবশিল্পীর মতো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিক অ্যালগোরিদগম তার একটি স্বাক্ষরও করে দিয়েচে। সাংবাদিকতার মতো গুরুবপূর্ণ বিষয়েও রয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার পদচারণা। ইতিমধ্যে নিউইয়র্ক টাইমস, এপি, রয়টার্সের মতো আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সফটওয়ারকে অটোমেটেড জার্নালিস্ট বা সাবাদিক হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক সংবাদ সংস্থা চালুহয়েছিল ২০০৮ সালেই, নতুন ধারার এই সাংবাদিকরা মানুষের চেয়ে ককোনো দিকেই কমদক্ষ নয় বরং দ্রুততা এবং নির্ভুলতা মানুষের চেয়েও বেশি। চীনে ইতিমধ্যে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক ভার্চুয়াল সংবাদ পাঠককে দিয়ে সংবাদ পরিবেশন করাহচ্ছে। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে, আগামীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কোনদিকে প্রবাহিতহচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার ম প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজরে পড়াশুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০হাজার কর্মী ছাটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প তবে কম্পিউটারের সে সংজ্ঞা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিতহচ্ছে। কম্পিউটার এখনে মশিন লার্নিং ও ডিপ লর্নিং প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষের মতোই বুদ্ধিমান হয়ে উটেছে। অঅতীতে কম্পিউটারের অনেক যান্ত্রিক ক কাজে মানুষকে পেছনে ফেললেও কননিটিভিটি ও ক্রিয়েটিভিটির মতো মনবীয় বিষয়গুলো ছিল কম্পিউটারের ধরাছোঁয়ার বারিে। সে ধারণাও এখন ব দলে যাচ্চেষ লেখালেখি বা চিত্রকর্মের মতো অতিসংবেদনশীল সযষ্টি বিষখয় বিষয়ও এখন কম্পিুটার দখল করে নিচ্ছে।

অথচ মানুষ হলেই যে সবাই শিল্পসাহিত্যের মতে বিষয়ে সৃষ্টিশীলতা দেখাতে পারেন, এমনটি নয়। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন সংগীত সৃষ্টি করছে, ছবি আঁকছে, ুপন্যাসও লিখশছে। জাপানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা রচিত একটি উপন্যাস মৌলিক সাহিত্যে হিসেবে পুরস্কারের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছিল। দারণা করা হচ্ছে, আগামীদিনের বেস্ট সেলাব বইই যে ব পুরস্কারগুলো দখল করে নেবে বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক অ্যালগোরিদম। এসব ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, আগমীর গণমাধ্যম শিল্পের গতিপথ কেনদিকে প্রবাহিত হচ্চে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই ভয়াল থাবার প্রভাব ইতিমধ্যেই কর্মবাজারে পড়া সুরু হয়ে গেছে। টেক জায়ান্ট কোম্পানি অ্যাপলের হার্ডওয়ার নির্মাতা প্রতিষ্ঠা ফক্সকন ইতিমধ্যে ৬০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করে তার পরিবর্তে রোবটকে কর্মী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। চিনের শিল্প কারখাণাগুলোতে রোবটের ব্যবহার বাণছে আশঙ্কাজনক ভাবে। গত বছর চিনের কারখানায়গুলো রোবট ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পেয়েছে ৩০.৮ শতাংশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফেরাম তাদের একটি গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছে, ২০২২ সালের ভেতর বিশ্বের ৮০ কোটি চাকরি দখল করে নেবে রোবট। বুদ্ধিমত্তার প্রযুক্তি কেষ কেবল চাকুরি দখল করছে, তা নয়, ফরচুন ম্যাগাজিনের এক প্রতিবেদনে বলাহয়েছে, বিশ্বের অন্তত ৫০০টি নেতৃত্ব স্থানীয় কোম্পানি তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ছেড়ে দিয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার হাতে, অর্থাৎ যন্ত্র এখন মানুষকে নিয়োগ দিচ্ছে। তবে অনেক বিশেষজ্ঞ জানিয়েছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যে শুধু মানবজাতির চাকরি হরানোর কারণে হবে তা নয়, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ক রণে নতুন পেশারও সৃষ্টিহবে। ডাটা সায়েন্টিস্ট, মেশিন লার্নিং ইঞ্জিনিয়ার, আইওটি এক্সপার্টের মতো বিভিন্ন পেশা কৃত্রিম বুদিদমত্তার উত্থানের ফলে সৃষ্টি হলেও উঁচুস্তরের এ পেশায় তৃতীয় বিশ্বের মানুষের নাগাল প্যাওয়া কোনক্রমেই সহজ হবে না। উচু মানের কারিগরি দক্ষতা সম্পন্ন এসব পেশায় একচ্ছত্র আধিপত্য করবে উন্নত বিশ্বের উঁচুতলার মানুষজন, আর বে কারহবে গরিবরা। প্রয়াত বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং, জাতিসংঘের প্রয়াত মহাসচিব কফি আনান অনেক আগেই কৃত্রিম বহুদ্ধিমত্তার উত্থান সম্পর্কে আমাদের হুঁশিয়ারি করেছিলেন। বর্তমান সময়ের অলোচিত প্রযুক্তিবিদ ইলন মাস্ক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নকে দৈত্যকে ডেকে আনার শামিল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। তার মতে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মনবজাতির জন্য সবচেয়ে ভংয়কর হুমকি এমনকি এটি পারমাণবিক বোমার চেয়েও বেশি বিপজ্জনক। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সবচেয়ে বড় বিপদ হল, এ প্রযুক্তি একসময় মনুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, নিজেই একটি সত্তা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। ফেসবুক কর্তৃপক্ষ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন একটি চ্যাটবটের প্রকল্প ঠিক একই কারণে বন্ধ করতেবাধ্য হয়েছিল। ফেসবুকের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন চ্যাটবট মূল প্রোগ্রামের বাইরে নিজ থেকে আলাদা একটি ভাষায় মেসেজ আদান প্রদান শুরু করে দিয়েছিল। যার ওপর ওই প্রকল্পের বিজ্ঞানীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। এ ঘটনার পর ফেসবুক কর্তৃপক্ষ প্রকল্পটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। চিনের অতি প্রাচীন গো খেলাায় পেশাদার কিংবদন্তি খেলোয়াড় লি সিডলকে টান চারবার হারিয়েছে গুগল ডিপ মাইন্ডের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাআলাফ গেঅগ্ন. এ ঘটনায় স্পষ্ট হয়, আগামী দিনে বুদ্ধিভিত্তিক বিষয়গুলোতেও মানুষকে ছাঁড়িয়ে যেতে পরে কম্পিউটার। মানুষ প্রযুক্তি সৃষ্টি করে তার পরিশ্রমের লাঘবের জন্য। মানুষের সঙ্গে যন্ত্রের পার্তক্য এখনে। যন্ত্র যদি ক্রমশ মানবীয় গুণাবলি অর্জন করতে শুরু করে, মানুষ এবং যন্ত্রের বিরোধটা শুরু হবে এখান থেকেই। অনেকের ধারণা আগামীদিনে মানুষের কাজের পরিধি কমে গিয়ে মানুষ হয়ে পড়বে ক্রমশ কর্মশূন্য। বুদ্ধিমান যন্ত্রের মাধ্যমে যে বিপুল সম্পদ উপার্জিত হবে তার ওপর কর ধার্য করে এবং সে অর্থ মানবজাতির ভেতর বন্টন করে মানবসভ্যতায় সমন্বয় করাহবে। কর্মহীন যে জীবনের আশঙ্কা আমাদের দিকে উঁকি দিচ্ছে, তা একেবারে অমূলক নয়। সে কর্মহীন জীবন কতটা সুখকর হবে অথবা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি আমরা কতটা মানবকল্যাণে কাজে লাগাতে পারব, সেটিই আসল চিন্তার বিষয়। তবে অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে উদ্ভাবিত নানা প্রযুক্তি মানবজাতির কল্যাণেরর তুলনায় শোষণ ও ধ্বংসের কাজে প্রয়োগ হয়েছে বেশি। ড্যান ব্রাউন তার উপন্যাসে দেখিয়েছেন মানবসভ্যতাকে ক্রমশ আচ্ছন্ন করে ফেলছেকৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। উপন্যাসের ঘটনা কাল্পনিক হলেও আসল বাস্তবতা হচ্ছে আমরা অনেকটা অজান্তেই প্রবেশ করছি সভ্যতার আরেকটি স্তরে, যেখানে মানবসভ্যতার সঙ্গে সবচেয়ে বড় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে, যার স্রষ্টা মানুষ নিজেই।

ইচাপা ইচ্ছে থেকেই পরিচালক

বহুদিন সঙ্গীত পরিচালনা করার পর এই প্রথম সিনেমার পরিচালক। এবং প্রথম ছবি ‘কেদারা’ জিতে নিল স্পেশাল জুড়ি অ্যাওয়ার্ড। দ্বিতীয় ছবি শুরুর আগে আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী লাগছে? আসলে, জাতীয় পুরস্কারের আসরে এই স্পেশাল জুড়ি অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয় দেশের মধ্যে দ্বিতীয় সেরা ফিচার ফিল্মকে। তাই, এটা সত্যিই একটা বড় সম্মান। হ্যাঁ, অবশ্যই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিল এই পুরস্কার। অন্তত, আমি যে ধরনের ছবি বানাতে চাই, সেই পথেই যে থাকতে পারব এই পুরস্কার সেই ভাবনাটায় অনেকটা জোর এনে দিল। পরিচালক হিসেবে অন্যদের কাছে অত নম্বর তো পাচ্ছিলাম না। ফলে, আমার গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দিল এই পুরস্কার। এই গ্রহণযোগ্যতাটা কাদের কাছে? সমকালীন পরিচালকদের কাছে, নাকি দর্শকদের কাছে? প্রথমত এবং প্রধানত দর্শকদের কাছে। আমার এই ছবি ফেস্টিভ্যালে দেখানো হলেও এখনও তো সিনেমা হলে রিলিজ করেনি। ফলে জাতীয় পুরস্কার পাওয়ার জন্য কুড়ি পার্সেন্ট বেসিক অডিয়েন্স বা সাধারণ দর্শক আমি পেয়ে গেলাম। আমার কাজ হবে আমার সিনেমা দিয়ে সেই দর্শকটাকে বাড়ানো। তবে, তার জন্যে আমি কোনও কমপ্রোমাইজ করব না। আমি সেই গল্পই বলব, যা আমার বলতে ইচ্ছে করবে। আপনার প্রযোজক নিশ্চয়ই খুশি প্রথমবারের পরিচালকের ওপর ভরসা করার জন্যে? অবশ্যই। আমার ‘কেদারা’র প্রযোজক সমীরণ দাস আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন প্রথম মিটিং থেকেই। আমাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছিলেন। তিনি এই সম্মান-প্রাপ্তিতে খুবই খুশি। পরবর্তী ছবির প্রযোজকও কি তিনিই? না, আমার তৃতীয় ছবি উনি প্রযোজনা করবেন। দ্বিতীয় ছবি কি বাবা, মেয়ের সম্পর্ক নিয়ে? অপু? ওটা একটু পিছিয়েছে। ওটাই তৃতীয় ছবি হবে। দ্বিতীয় ছবি কী? কী বিষয়? দ্বিতীয় ছবির নাম ‘আগন্তুক’। আজকালকার দিনে বহু সিনিয়র সিটিজেন এই শহরে একা থাকেন। তাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে। প্রতিবেশী বা অন্য আত্মীয়স্বজনরা তাদের বাড়তি মনে করে। মানবিক সম্পর্কই আমার ছবির কেন্দ্রে। কারা অভিনয় করছেন? আবির, সোহিনী, পদ্মনাভ, বেনী, নীল এরা আছে। কবে শুটিং শুরু? ২৪ আগস্ট থেকে। ‘কেদারা’ কবে মুক্তি পাবে? নভেম্বরে। ‘কেদারা’র কেন্দ্রে আছে এক জমিদারের একটা চেয়ার। চেয়ার কি এখানে একটা চরিত্র হয়ে উঠেছে? হ্যাঁ, চেয়ার এখানে গুরুত্বপূর্ণ একটা চরিত্র। প্রথম ছবিতেই কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় আপনার ছবির প্রধান অভিনেতা। এমন একজন গুরুত্বপূর্ণ পরিচালক ও অভিনেতাকে প্রথম ছবিতেই ডিরেকশন দিতে কোনও দ্বিধা হয়নি? আসলে কৌশিকদার সঙ্গে বহু বছর ধরে তাঁর ছবির মিউজিকের কাজ করেছি। সম্পর্কটাও নিবিড়। আর, এই চরিত্রটা কৌশিকদা ছাড়া হত না। কৌশিকদাকে ডিরেকশন দিতে গেলে প্রথম পরিচালকের একটু দ্বিধা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু কৌশিকদা এতটাই কো-অপারেটিভ যে দ্বিধা-টিধা উধাও হয়ে গিয়েছিল। এবং প্রথম পরিচালক হিসেবে অভিনেতা কৌশিকদার কাছ থেকে যে মিউচুয়াল রেসপেক্ট পেয়েছি, সেটা আমাকে বাড়তি প্রেরণা দিয়েছে। নিজে সঙ্গীত পরিচালক, কিন্তু এই ছবির মিউজিকের দায়িত্ব দিলেন অরিজিৎ সিং কে। কেন? সিনেমার পরিচালক হিসেবে আমি সব কাজটা একা করতে চাইনি। আর, এই ছবির জন্যে যে মিউজিক চাইছিলাম সেটা অরিজিৎ-ই পারবে। সেজন্যেই আমি ওকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম। এবং অসাধারণ কাজ করেছে অরিজিৎ। অন্যদিকে অরিজিৎ সিংও তো ছবি পরিচালনা করছেন। সেখানে আপনি অভিনেতা। হ্যাঁ, অরিজিৎ-এর ‘সা’তে অভিনয় করেছি। চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবেও অরিজিৎ যে চমৎকার, সেটা ছবিটা দেখলে বোঝা যাবে। আপনার সিনেমার গল্প তো আপনার-ই। সেটা কি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই? অনেকটা তো নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই। নিজের দেখা জগৎ থেকে মনে মনে অনেক গল্প তৈরি করি। সেগুলো সিনেমায় বলতে ইচ্ছা করত অনেকদিন থেকেই। মনের মধ্যে ছাই চাপা অনেক ইচ্ছে তো থাকে। সেটা থেকেই ছবির পরিচালক হলাম। একসময় ছিলেন চিরদীপ। নাম বদল করে ইন্দ্রদীপ হয়ে সঙ্গীত পরিচালনায় সাফল্য পেলেন। সঙ্গীত পরিচালক থেকে সিনেমা পরিচালকের ভূমিকায় এসেই জাতীয় পুরস্কার। নাম বা ভূমিকা বদল তাহলে সাফল্য দিয়েই যাচ্ছে? (হাসতে হাসতে) সেটাই হচ্ছে দেখছি। আসলে, মিউজিক করতে করতে ‘বোর’ হয়ে গিয়েছিলাম। অন্য একটা ভাষা খুঁজছিলাম নিজেকে প্রকাশের। তাই সিনেমার পরিচালক। ভেবেছিলাম, লাগলে তাক, না লাগলে তুক। তাহলে, তাক-ই লাগল? তাই তো দেখছি। তাহলে, এখন কি আপনাকে সঙ্গীতের চেয়ে বেশি করে সিনেমার পরিচালক হিসেবে দেখতে পাওয়া যাবে? সিনেমা পরিচালনার কাজটা নতুন প্রেমিকার মতো। আমি তো এমনিতে কম কথা বলি।

মঙ্গলবার বিজেপির সভ্যপদ সংগ্রহ অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

আইএনএক্স মিডিয়া মামলা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : হাইকোর্টে আগাম জামিনের আর্জি খারিজ হতেই শীর্ষ আদালতে আবেদন করলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম ঊ মঙ্গলবারই দিল্লি হাইকোর্ট আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয় ঊ আদালত চিদম্বরমের আগাম জামিনের আর্জি খারিজ করে দেওয়ায় তাঁর গ্রেফতারিতে আপাতত আর বাধা রইল না সিবিআই বা ইডির সামনে। তবে তার আগেই এই রায় চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন চিদম্বরম।

আইএনএক্স মিডিয়ায় বিদেশি বিনিয়োগে অসঙ্গতি মামলায় আরও বিপাকে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পালানিয়াপ্পন চিদম্বরম। মঙ্গলবার দিল্লি হাইকোর্ট তাঁর আগাম জামিনের আর্জি খারিজ করে দেয় ঊ এরপর সিবিআই বা ইডির কাছে চিদম্বরমকে গ্রেফতারে কোনও বাধা রইল না। আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় পি চিদাম্বরমকে গ্রেফতারের জন্য আদলতে একাধিক বার আর্জি জানান তদন্তকারীরা। তাঁদের আবেদন খারিজ করে আদালত চিদাম্বরমের রক্ষকবচের মেয়াদ বেশ কয়েক বার বাড়ায়। প্রায় দেড় বছর ধরে অন্তর্বর্তীকালীন জামিনে রয়েছেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী। এতে তদন্ত কাজে ব্যাহত হচ্ছে বলে এ দিন ইডি-র আইনজীবীরা জানান। পি চিদাম্বরমের আইনজীবীও পাল্টা যুক্তি দেন, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা যখনই তাঁকে তলব করেছে, তিনি ছুটে গিয়েছেন। চিদাম্বরম তদন্তে সব রকমের সাহায্য করেছেন। এরপরও তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার কোনও অর্থ হয় না বলে জানান তাঁর আইনজীবী। তবে, এ বার আদলত সেই যুক্তি আমল না দিয়ে কার্যত কড়া পদক্ষেপ করতে দেখা গেল।

অভিযোগ, ২০০৭ সালে চিদম্বরমের ছেলে কার্তি চিদম্বরম আইএনএক্স কোম্পানিকে বেআইনিভাবে বিদেশি অর্থ পাওয়ার সুযোগ করে দেন। এজন্য কার্তি বিপুল অঙ্কের কাটমানি নিয়েছিলেন। সেই সময় কেন্দ্রে মনমোহন সিং-এর সরকারে অর্থমন্ত্রী ছিলেন চিদম্বরম। অভিযোগ, সেই প্রভাব খাটিয়েই কার্তি আইএন এক্স মিডিয়াকে বিদেশ থেকে ৩০৫ কোটি টাকা পাওয়ার সুযোগ করে দেন। যদিও চিদম্বরম কোনও অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, রাজনৈতিক কারণেই বিজেপি পরিচালিত সরকার তাঁকে টার্গেট করছে। গত বছর তিনি আগাম জামিনের জন্য দিল্লি আদালতে আবেদন করেছিলেন। আদালত তাঁকে অন্তর্বর্তী জামিন দিয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার তা নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, কার্তি চিদম্বরমের বিরুদ্ধে এখন তদন্ত করছে এনফোর্সমেন্ট ডায়রেক্টরেট ও সিবিআই। তিনি গত বছর গ্রেফতারও হয়েছিলেন। তাঁকে ২৩ দিন জেলে থাকতে হয়েছিল। ২০০৭ সালে আইএনএক্স মিডিয়ার মালিক ছিলেন পিটার ও ইন্দ্রানী মুখার্জি। তাঁরা এখন শিনা বরা হত্যা মামলায় জেলে আছেন। তাঁরা অভিযোগ করেছেন, পি চিদম্বরম ও কার্তি চিদম্বরম, দু'জনেই তাঁদের কাছে ঘুষ চেয়েছিলেন। আইএনএক্স মামলার পাশাপাশি এয়ারসেল ম্যাক্সিস মামলাতেও অভিযুক্ত রয়েছেন কার্তি ।

গ্রামে চিকিৎসার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যের বন্ডকে মান্যতা দিল শীর্ষ আদালত

নয়াদিল্ল, ২০ আগস্ট (হি.স.) : নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গ্রামে চিকিৎসার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সহ একাধিক রাজ্যের বন্ডকে মান্যতা দিল শীর্ষ আদালত ঊ এ বিষয়ের ডাক্তারদের করা এক মামলার শুনানিতে মঙ্গলবার সব অভিযোগ খারিজ করে সুপ্রিম কোর্ট, বলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় চিকিৎসার যে বন্ড তা একদম ঠিক।

এক রাজ্যে পড়াশোনা করে নিজের সুবিধামতো অন্য রাজ্যে গিয়ে চিকিৎসা করার অভিযোগ ডাক্তারদের উপর বহুদিনের। আর তাই পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়া, গুজরাটের মতো অনেক রাজ্যই এমবিবিএস অথবা স্পেশ্যালাইজেশনের সময় ডাক্তারদের দিয়ে কিছু বন্ড সই করিয়ে নেয়, যাতে ডাক্তারি পাশ করার পর অন্তত একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় ডাক্তারি করতে হবে তাঁদের। এই বন্ডের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ডাক্তাররা। সেই অভিযোগ খারিজ করে দিল দেশের শীর্ষ আদালত। মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এল নাগেশ্বর রাও-এর নেতৃত্বাধীন একটি ডিভিশন বেঞ্চ পশ্চিমবঙ্গ, অন্ধ্রপ্রদেশ, গোয়া, গুজরাট, হিমাচল প্রদেশ, কেরল, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু ও তেলঙ্গনার পলিসিকে বৈধতা দিয়েছেন। এই পলিসির মাধ্যমে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় চিকিৎসা করাতে বাধ্য হন ডাক্তাররা।

এ দিন সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দেয়, এই পদ্ধতি একদম সঠিক। সেইসঙ্গে মেডিক্যাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, প্রতিটা রাজ্যের জন্য একটা নির্দিষ্ট পলিসি বানাতে। জানানো হয়েছে, যে সব ডাক্তাররা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ থেকে পাশ করেছেন, তাঁদের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম লাগু হবে।

সুপ্রিম কোর্ট এ দিন স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয়, যখন কোনও ছাত্রী ডাক্তারিতে ভর্তি হয়, তখন যেমন স্কলারশিপ সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সে পায়, তেমনই ডাক্তার হওয়ার পরও তার উপরে কিছু কর্তব্য থাকে। এই বন্ডে সই করা সেই কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে। তাই এই পলিসি তোলা কোনও ভাবেই সম্ভব নয়।

উত্তরকাশীতে বৃষ্টিবিধ্বস্ত জায়গাগুলি ঘুরে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিভেন্দ্র সিং রাওয়াত

দেহরাদুন, ২০ আগস্ট (হি. স.) : উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ত্রিভেন্দ্র সিং রাওয়াত মঙ্গলবার উত্তরাকাশীর বৃষ্টিবিধ্বস্ত মোরি ব্লক পরিদর্শন করেছেন এবং জেলায় জেলায় ত্রাণ ও উদ্ধারকার্য ঘুরে ঘুরে দেখেন। ভারী বৃষ্টির জেরে হড়পা বান এবং ভূমিধসের ফলে একাধিক দুর্ঘটনায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩ জন। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এসডিআরএফ)-এর অনুসন্ধান ও উদ্ধারকারী দলগুলি মাকুদি গ্রামে এদিন আরও একটি দেহ উদ্ধার করে। আরও চারজন নিখোঁজ বলে জানা গিয়েছে। এক সরকারি মুখপাত্রের কথায়, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের অস্থায়ীভাবে যেখানে রাখা হয়েছে সেখানে পরিদর্শন করে সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্তদের সম্ভাব্য সকল সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ত্রিভেন্দ্র সিং রাওয়াত। বায়ুসেনার হেলিকপ্টারের মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থদের জন্য খাবারের প্যাকেট, কম্বল, ওষুধ এবং পরিষ্কার পানীয় জল পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে খবর। উদ্ধারকারী দলগুলি ইতিমধ্যেই আরাকোট থেকে রওনা দিয়েছে। টিকোচ, দোচং, মাকুদি এবং চিভায় বেসক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং হেলিকপ্টারের মাধ্যমে একটি মেডিকেল দলও বৃষ্টিবিধ্বস্ত অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে দেহরাদুনের সরকারি সূত্র জানিয়েছে। এসডিআরএফ ক্ষতিগ্রস্থ অঞ্চলে খাদ্য শিবির স্থাপন করছে এবং যে জায়গাগুলিতে ভূমিধসের ধ্বংসস্তূপে রাস্তা বন্ধ রয়েছে সেসব জায়গায় বিকল্প রাস্তাগুলি নির্মিত হচ্ছে। এসডিআরএফ কর্মীরা চিভায় বিকল্প সেতুও নির্মাণ করছেন।

জঙ্গি হামলার আশঙ্কা, রাজস্থান জুড়ে জারি চূড়ান্ত সতর্কতা

জয়পুর, ২০ আগস্ট (হি.স.) : জঙ্গি হামলার আশঙ্কা জেরে গোটা রাজস্থানজুড়ে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে চার জঙ্গিকে নিয়ে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর এক এজেন্ট সীমানা পেরিয়ে ভারতের রাজস্থান রাজ্যে ঢুকেছে। তার জেরে চূড়ান্ত সতর্কতা জারি হয়েছে রাজ্যজুড়ে। প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপারকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। জঙ্গিদের ছবি প্রতিটি থানায় পাঠানো হয়েছে। রাজ্য প্রশাসনের তরফে প্রতিটি হোটেল, ধাবা, রেল স্টেশন, বাসস্ট্যান্ড এবং ঘিঞ্জি এলাকাগুলিতে তল্লাশি চালানোর জন্য পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি সন্দেহজনক কোনও গাড়িকে দেখলে অবিলম্বে তা থামিয়ে তল্লাশি চালাতে বলা হয়েছে। সন্দেহজনক কোনও ব্যক্তিকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বলা হয়েছে পুলিশকে।

আফগানিস্তানের পাসপোর্ট নিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ এই সকল জঙ্গিরা। এদের সঙ্গে রয়েছে আইএসআই-এর এক এজেন্ট। এই প্রসঙ্গে সিরোহির পুলিশ সুপার কল্যাণমল মীনা জানিয়েছেন, জেলার সমস্ত পুলিশ সুপারকে সতর্ক করা হয়েছে। সবাইকে সজাগ থাকতে বলা হয়েছে।

ফের জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশে বাধা গুলাম নবি আজাদকে

জম্মু, ২০ আগস্ট (হি.স.) : জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশ করতে ফের বাধা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদকে। চলতি মাসে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এমন ঘটনা ঘটল।

মঙ্গলবার দিল্লি থেকে জম্মু বিমানবন্দরে ২টো ৪৫মিনিট নাগাদ আসেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা গুলাম নবি আজাদ। সেই সময় তাঁকে বিমানবন্দরের বাইরে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া। প্রদেশে কংগ্রেসের তরফ থেকে রবীন্দ্র শর্মা দাবি করেছেন ৪টে ১০ মিনিট নাগাদ তাঁকে ফের জোর করে দিল্লির বিমানে তুলে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর ৩৭০ ধারা কার্যকর হওয়ার পর থেকে গুলাম নবি আজাদকে জম্মু ও কাশ্মীরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। ফলে প্রদেশ কংগ্রেসের কোনও বৈঠকেও তিনি যোগ দিতে পারেননি। বিষয়টিকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে রবীন্দ্র শর্মা জানিয়েছেন, বিগত দুই সপ্তাহ ধরে তাঁকে (গুলাম নবি আজাদ) নিজের রাজ্যে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমানে রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা হওয়া সত্বেও তাঁর প্রতি এমন আচরণ করা হয়েছে।

উল্লেখ করা ৮ আগস্ট শ্রীনগর বিমানবন্দরে বাধা দেওয়া হয় বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদকে।

বুধবার সম্প্রসারণ যোগী মন্ত্রিসভার

লখনউ, ২০ আগস্ট (হি.স.) : বুধবার মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ করবেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন একাধিক মন্ত্রী। মঙ্গলবার প্রশাসনের তরফে এমনই জানানো হয়েছে।

বর্ষীয়ান বিজেপি নেতা অরুণ জেটলির শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ার কারণে রবিবার শেষ মুহূর্তে সম্প্রসারণ প্রক্রিয়া বাতিল হয়ে যায়। অবশেষে বুধবার রাজভবনে শপথ নেবেন একঝাঁক নতুন মন্ত্রী। অন্যদিকে

ছয়ের পাতায়

করিমগঞ্জের প্রত্যন্ত গ্রামে যৌথবাহিনীর হাতে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ যুবক ধৃত

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ আগস্ট (হি.স.) : সোমবার গভীর রাতে ২৯ নম্বর আসাম রাইফেলসের সেনা জওয়ানরা করিমগঞ্জ জেলার চেরাগি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মিজোরাম সীমান্তবর্তী বড়বালিয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল-সহ এক যুবককে আটক করেছেন। ধৃত যুবককে জনৈক অমলেন্দু মালাকারের ছেলে প্রবীর মালাকার (২৫) বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

গোপন সূত্রের খবরের উপর ভিত্তি করে চেরাগি ফাঁড়ির পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে যৌথ অভিযানে নামে আধাসেনার দল। আসাম রাইফেলসের জনসংযোগ আধিকারিকের কাছে জানা গেছে, ধৃত যুবকের কাছ থেকে আমেরিকায় তৈরি একটি পিস্তল, দুটি সক্রিয় বুলেট উদ্ধার করা হয়েছে। সেনাবাহিনী আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ধৃত যুবকটিকে মঙ্গলবার সকালে রাতাবাড়ি থানার হাতে তুলে দিয়েছে।

রাতাবাড়ি থানার ওসি সুবলচন্দ্র তালুকদার জানান, ধৃত যুবকটি কোনও জঙ্গি সংগঠনের বা ডাকাত দলের সদস্য কি না এ-কথা এ মূহূর্তে স্পষ্ট করে বলা যাচ্ছে না। মঙ্গলবার পুলিশ তাকে করিমগঞ্জের বিচারবিভাগীয় আদালতে তোলা হয়েছে। আদালতের নির্দেশে তাকে জেল হাজতে পাঠানো হয়।

এদিকে সেনা সূত্রে জানা গেছে, করিমগঞ্জ ও হাইলাকান্দি জেলায় সংঘটিত বিভিন্ন অসামাজিক কর্মকাণ্ডের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে চলছে আসাম রাইফেলসের গুপ্তচর শাখা। যার পরিণাম স্বরূপ চেরাগির প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে বিদেশি রিভলবার-সহ প্রবীর মালাকারকে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন তাঁরা।

চিদম্বরমের বাসভবনে সিবিআই ও ইডির হানা

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতি মামলায় আগাম জামিনের আর্জি খারিজ হতেই প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পি চিদম্বরমের বাসভবনে হানা দিল সিবিআই এবং ইডি।

মঙ্গলবার বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতার জোর বাগের বাসভবনে হানা দেয় সিবিআই। সেখানে তাঁকে না পেয়ে ফিরে আসেন সিবিআই-এর আধিকারিকেরা। এরপর যায় ইডি। তারাও বিফল হয়ে ফিরে আসে। সিবিআই এবং ইডির কোনও আধিকারিকই এই প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে চাননি।

এর আগে এদিন আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতির পৃথক দুইটি মামলায় আগাম জামিনের আর্জি খারিজ করে দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। মামলাগুলির মধ্যে একটি করে সিবিআই অপরটি ইডির। আগাম জামিনের আর্জি খারিজ হতেই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। চিদম্বরমের আইনজীবীরা দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছিলেন সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু দ্রুত শুনানির সেই আর্জি খারিজ করে দেয় শীর্ষ আদালত। আগামিকাল বুধবার মামলা শুনবে প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈ-এর বেঞ্চ। উল্লেখ করা যেতে পারে বুধবার দেশের শীর্ষ আদালতে চিদম্বরমের হয়ে সওয়াল করবেন কপিল সিব্বল,

ছয়ের পাতায়

অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড মামলা : রাতুল পুরীর জামিন খারিজ উচ্চ আদালতে

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.) : অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড মামলায় অভিযুক্ত রাতুল পুরীর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। মধ্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথের বোন নীতা পুরির পুত্র, অপটিক্যাল স্টোরেজ মিডিয়া ফার্ম মোসার বেয়ারের সিএমডি রাতুল পুরী। ভিভিআইপিদের এই অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড হেলিকপ্টার কেনার জন্য প্রায় ৩,৬০০ কোটি টাকার চুক্তির মাধ্যমে দুর্নীতির অভিযোগে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টোরেট) এবং সিবিআই বর্তমানে মামলাটির তদন্ত করছে এবং ইতিমধ্যে মামলায় একাধিক অভিযোগপত্র দাখিল হয়েছে। অন্যদিকে, ব্যাংক ঋণ প্রতারণা মামলায় অভিযুক্ত রাতুল পুরীকে সোমবার রাতে গ্রেফতার করে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। এই মামলায় তদন্তের স্বার্থে ব্যবসায়ীকে মঙ্গলবার নয়াদিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্টে তোলা হয়।

"প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং" (পিএমএল অ্যাক্ট) আইনে কমল নাথের ভাগ্নে রাতুল পুরীকে সোমবার রাতেই হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে এদিন এক আধিকারিক জানান। ব্যাঙ্ক ঋণ প্রতারণা মামলায় রাতুলকে সমন পাঠিয়েছিল ইডি। গত ১৮ আগস্ট এই ইস্যুতে ফৌজদারী মামলা দায়ের করে সিবিআই। ৩৫৪ কোটি টাকা ব্যাঙ্ক ঋণ প্রতারণা মামলায় গ্রেফতার করা হয়েছে রাতুল পুরীকে। রাতুল, তাঁর বাবা তথা মোসার বেয়ারের প্রোমোটার দীপক পুরী, মা নীতা পুরী ও অন্যান্যদের বাড়িতে এবং অফিসে হানা দিয়ে তল্লাশি অভিযান চালায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। অগাস্টা ওয়েস্টল্যান্ড মামলাতেও এদিন ব্যবসায়ীর আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। হিন্দুস্থান পাওয়ার প্রজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের চেয়ারম্যান পুরিকে অতীতেও তলব করেছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা।

উত্তরপ্রদেশে পৃথক গাড়ি দুর্ঘটনায় হত ৪

লখনউ, ২০ আগস্ট (হি. স.) : উত্তর প্রদেশে পৃথক পথ দুর্ঘটনার বলি হলেন চারজন। পুলিশ সূত্রের খবর, বরেলি জেলার ফরিদপুর এলাকায় একটি গাড়ি ও ট্রাকের সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে দু-জনের। দুর্ঘটনার জেরে গুরুতর জখম হয়েছেন আরও তিনজন। অপর একটি ঘটনায় বালিয়ায় একটি ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় একটি গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু-জনের।

মঙ্গলবার বরেলির পুলিশ সুপার (গ্রামীণ) সানসর সিং জানিয়েছেন, 'একটি বিয়েবাড়ি থেকে ফেরার পথে সোমবার গভীর রাতে ফরিদপুর থানার অন্তর্গত এলাকায় একটি যাত্রীবোঝাই গাড়িকে সামনে থেকে সজোরে ধাক্কা মারে উল্টোদিক থেকে বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি ট্রাক।' ঘটনায় নিহত দু-জনই বরেলির বাসিন্দা বলে জানিয়েছে পুলিশ। আহত তিনজনের স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। অন্যদিকে, বালিয়ায় একটি ট্রাককে ওভারটেক করতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায় একটি গাড়ি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু-জনের। সবকটি মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ।

চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ চন্দ্রযান-২, অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.) : চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ চন্দ্রযান-২। সেই উপলক্ষ্যে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র ইসরোর বৈজ্ঞানিকদের মঙ্গলবার অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

চাঁদের উদ্দেশ্যে চন্দ্রযানের যাত্রাকে মাইলফলক আখ্যা দিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজের ট্যুইটবার্তায় লিখেছেন, চাঁদের কক্ষপথে চন্দ্রযান-২ প্রবেশের জন্য টিম ইসরোকে অভিনন্দন জানাই। চন্দ্রযানের মাইলফলক যাত্রায় এটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সর্বোচ্চ সাফল্যের জন্য অভিনন্দন রইল। এর আগে মঙ্গলবার বেঙ্গালুরুতে ইসরোর প্রধান কে শিবন জানিয়েছেন, চাঁদের কক্ষপথে সফল ভাবে প্রবেশ করেছে চন্দ্রযান-২। ৭ সেপ্টেম্বর চাঁদের মাটি স্পর্শ করবে চন্দ্রযান-২। উল্লেখ করা যেতে পারে পৃথিবীকে 'গুড বাই' জানিয়ে, কিছুদিন আগেই পৃথিবীর কক্ষপথের গণ্ডি পেরিয়ে চাঁদের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিল চন্দ্রযান-২ঊ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর ২০ আগস্ট সকালে চাঁদের কক্ষপথে ঢুকে পড়ল চন্দ্রযান-২ঊ এবার অপেক্ষা চাঁদের মাটি স্পর্শ করারঊ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আগামী ৭ সেপ্টেম্বর(সেপ্টেম্বর ৭, ২০১৯) চাঁদের মাটিতে পা ছোঁয়াবে বিক্রম ল্যান্ডারঊ চাঁদের কক্ষপথে প্রবেশ করার পর আগামী ২৮ দিন চাঁদকে প্রদক্ষিণ করবে চন্দ্রযান-২ঊ ল্যান্ডার বিক্রম নামার আগেও চাঁদকে প্রদক্ষিণ করবে ভারতের চন্দ্রযান-২ঊ ল্যান্ডার বিক্রম চাঁদের মাটিতে পা রাখার পরই বিক্রমের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসবে রোভার।

এনআরসি-র চূড়ান্ত প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয় পর্যালোচনা শাহের, তিন রাজ্যের জন্য অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.) : অসমের ন্যাশনাল রেজিস্টার অফ সিটিজেনের (এনআরসি) চূড়ান্ত প্রকাশ সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্যালোচনা করলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। মঙ্গলবারের এই পর্যালোচনা সভায় অসমের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, অসমের মুখ্যসচিব এবং উর্ধতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। আগামী ৩১ আগস্ট অসমে জাতীয় নাগরিক পঞ্জির (এনআরসি) চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশিত হবে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আশ্বাস, এনআরসি-তে যাঁদের নাম নেই, তাঁদের ঘাবড়ানোর কিছু নেই। বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এনআরসি-তে যাঁদের নাম নেই, তাঁরা যাতে আপিল করতে পারেন, তার ব্যবস্থা করবে রাজ্য সরকার। অন্যদিকে, এদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সভাপতিত্বে একটি উচ্চ-স্তরের কমিটি ওড়িশা, কর্ণাটক এবং হিমাচল প্রদেশের জন্য ৪৪৩২.১০ কোটি টাকা অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা অনুমোদন করেছে।

মুকুল রায়কে আগাম জামিন দিল কলকাতা হাইকোর্ট

কলকাতা, ২০ আগস্ট (হি.স): পুলিশকে মারধর করতে জনগণকে উসকানি মামলায় আগাম জামিন পেলেন মুকুল রায় ঊ মঙ্গলবার মুকুল রায়ের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল কলকাতা হাইকোর্ট । গত সপ্তাহে মুকুল রায় ওই মামলায় কলকাতা হাইকোর্টে আগাম জামিনের আবেদন জানিয়ে ছিলেন। মঙ্গলবার মামলাটির শুনানি হয় বিচারপতি শহিদুল্লাহ মুন্সি ও বিচারপতি শুভাশিস দাশগুপ্তর ডিভিশন বেঞ্চে। আজ ডিভিশন বেঞ্চ মুকুল রায়ের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে। তবে আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে মুকুল রায়কে বারাসত আদালতে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

২০১৮ সালের নভেম্বরে ঘটনাটি ঘটে দুর্গাপুরের কোকওভেন থানা এলাকায় । থানার কাছেই বিজেপির সমাবেশ ছিল। আচমকা সমাবেশে আগত সমর্থকদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। সেই ঝামেলা সামাল দিতে গিয়ে জনগণের রোষের শিকার হয় পুলিশ। একাধিক পুলিশ কর্মী আক্রান্ত হন।

পরবর্তী কালে বিজেপি নেতা মুকুল রায় ও দিলীপ ঘোষের বিরুদ্ধে কোকওভেন থানার পুলিশ অভিযোগ দায়ের করে। অভিযোগে জানানো হয় মুকুল রায় সমর্থকদের উসকেছিলেন। সেই জন্যই তাঁরা পুলিশ কর্মীকে মারধরের স্পর্ধা দেখিয়েছিলেন।

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে কাজল বর্মন স্মর সভা আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

ফের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন : পুঞ্চের কৃষ্ণা ঘাঁটি সেক্টরে পাক মর্টারে শহিদ ভারতীয় সেনা, আহত ৪ জন

জম্মু, ২০ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ মঙ্গলবার বেলা এগারোটা থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণা ঘাঁটি সেক্টরে গোলাগুলি বর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনি ও নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন গ্রাম লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করতে থাকে পাক সেনাবাহিনীঊ কৃষ্ণাঘাঁটি সেক্টরে পাক মর্টার হামলায় শহিদ হয়েছেন একজন সেনা জওয়ানঊ এছাড়াও আরও ৪ জন আহত হয়েছেনঊ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ

জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা প্রদানকারী সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্তির পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে পাকিস্তানঊ ভারত-পাক সম্পর্ক রীতিমতো তলানিতে ঠেকেছেঊ এই আবহেই মঙ্গলবার বেলা এগারোটা থেকে কোনও কারণ ছাড়াই জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণাঘাঁটি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপার থেকে গোলাগুলি বর্ষণ শুরু করে পাক সেনাবাহিনীঊ ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টার নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ ভারতীয় সেনাবাহিনী অবশ্য যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছেঊ দু'পক্ষের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে গুলির লড়াইঊ পাক হামলায় শহিদ হয়েছেন একজন সেনা জওয়ানঊ এছাড়াও ৪ জন আহত হয়েছেন

ভারতীয় বায়ুসেনার আধুনিকীকরণ এবং দেশীয়করণের প্রচেষ্টার ওপর বই : উন্মোচনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও বায়ুসেনা প্রধান

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): ভারতীয় বিমানবাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং দেশীয়করণ পরিকল্পনার বিষয়ে মঙ্গলবার রাজধানী দিল্লিতে আয়োজিত একটি সেমিনারে পরিষেবা ও প্রতিরক্ষা বিষয়ক সরঞ্জামের দেশীয়করণের প্রচেষ্টার ওপর বইয়ের উন্মোচন করলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং এয়ার চিফ মার্শাল বি এস ধানোয়া। এই অনুষ্ঠানে বায়ুসেনা প্রধান বি এস ধানোয়া বলেন, 'যুদ্ধের অপ্রচলিত সরঞ্জাম প্রতিস্থাপনের জন্য আমরা দেশীয় প্রযুক্তির জন্য অপেক্ষা করতে পারি না। আবার প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিদেশ থেকে আমদানি করাও সমীচীন নয়। আমরা যা করছি তার মাধ্যমে দেশীয়ভাবে বিকশিত অস্ত্রের সাহায্যে সবচেয়ে বেশি অপ্রচলিত অস্ত্রগুলিকে আরও বেশি করে প্রতিস্থাপিত করবে।'

এদিনের অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং জানান, 'আমরা বেসরকারি প্রতিরক্ষা খাতে সরকারি সংস্থাগুলির সুবিধা দেওয়ার প্রস্তাবটি সবেমাত্র অনুমোদন করেছি। একটি সরকারি আদেশ জারি হতে চলেছে। ভারতীয় বিমানবাহিনী প্রযুক্তিগতভাবে উন্নত এবং অত্যন্ত শক্তিশালী একটি বাহিনী। প্রতিবেশী দেশের সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের বিরুদ্ধে সাম্প্রতিক আক্রমণাত্মক প্রত্যাঘাত ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি ও সামর্থ্যের কথা বলে।' পাকিস্তানী সেনা প্রধান জেনারেল কামার জাভেদ বাজওয়াকে তিন বছরের মেয়াদ দেওয়া প্রসঙ্গে এয়ার চিফ মার্শাল বি এস ধানোয়ার বক্তব্য, 'ওদের সিস্টেম কি এবং তা কিভাবে কাজ করে তা আমি জানি না।

কলকাতা হাইকোর্ট

পাচের পাতার পর

পুলিশের তরফে বলা হয়, 'আমাদের উপর হামলা এখন সাধারণ ঘটনা হয়ে গেছে। রাজনৈতিক নেতারা জনতাকে উসকে দিচ্ছে আর তার ফল ভুগতে হচ্ছে পুলিশকে'। মুকুল রায়ের তরফে পাল্টা আইনজীবী শুভাশিস দাশগুপ্ত বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রতিহিংসা পূরণের তাগিদেই চক্রান্ত করে এই অভিযোগ করা হয়েছে। এই ধরনের একাধিক অভিযোগ ওর বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছে। সবকটি মিথ্যা'। এরপরেই মুকুল রায়ের আগাম জামিনের আবেদন মঞ্জুর করে ডিভিশন বেঞ্চ।

জরুরী পরিষেবা

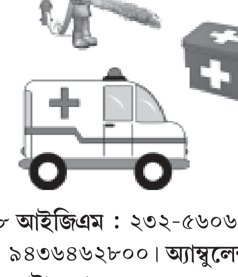

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রয়াত রায়বরেলির পাঁচবারের বিধায়ক অখিলেশ সিং, রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া

রায়বরেলি, ২০ আগস্ট (হি.স.): প্রয়াত হলেন উত্তরপ্রদেশের রায়বরেলি সদর বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তথা বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা অখিলেশ সিংঊ গত রবিবার শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল তাঁকে। মঙ্গলবার সকালে লখনউয়ের এসজিপিজিআই হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০। পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন রায়বরেলির পাঁচবারের বিধায়ক অখিলেশ সিং। রায়বরেলির সদর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের প্রার্থী হিসেবে টানা তিনবার জয়ী হয়ে বিধায়ক হন অখিলেশ সিং। ২০০৩ সালে দলবিরোধী কাজ করার জন্য বহিঃষ্কৃত হতে হয় দল থেকে। পরে নির্দল প্রার্থী হিসেবে ২০০৭ সালে ওই একই কেন্দ্রে জয় লাভ। ২০১৬ সালে পিস পার্টির হয়ে ফের রায়বরেলি সদর থেকে ফের বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হন। ওই একই বছরে ফের কংগ্রেসে যোগ ফিরে আসেন অখিলেশ। বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা রেখে গেলেন তাঁর স্ত্রী ও দুই মেয়েকে।

এদিন বিকেলে রায়বরেলির লালুপুর গ্রামের পৈত্রিক বাড়ি থেকে শেষ যাত্রা শুরু হয় অখিলেশ সিং-এর। উল্লেখ করা যেতে পারে, ২০১৫ সালের একবার অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন অখিলেশ সিং। সেবার তাঁর চিকিৎসা সিঙ্গাপুরে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুতে উত্তরপ্রদেশের রাজনৈতিক মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

শিখদের অপমান করার অভিযোগে সেক্রেড গেমসের দৃশ্য বাদ দেওয়ার দাবি আকালি দলের সদস্যের

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.) : নেটফ্লিক্সের ওয়েব সিরিজ "সেক্রেড গেমস" সিজন ২-এ সইফ আলি খানের একটি দৃশ্যে শিখদের অপমান করার অভিযোগ তুলে দৃশ্যটি বাদ দেওয়ার দাবি করলেন দিল্লির বিধায়ক তথা আকালি দলের সদস্য মনজিন্দর সিং সিরসা। তাঁর অভিযোগ, অনুরাগ কাশ্যপ পরিচালিত এই ওয়েব সিরিজের সিজন ২-এর একটি দৃশ্যে সইফের চরিত্র "সরতাজ", "কাড়া" (শিখদের ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে পরিচিত হাতের বালা) ছুঁড়ে ফেলেন, এতে শিখদের অপমান করা হয়েছে। দৃশ্যটি অবিলম্বে বাদ না হলে ওয়েব সিরিজ "সেক্রেড গেমস" সিজন ২-এর বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ারও হুমকি দিয়েছেন সিরসা।

নেটফ্লিক্স ও অনুরাগ কাশ্যপকে একহাত নিয়ে দিল্লির রাজৌরি গার্ডেনের এই বিধায়ক টুইটারে লিখেছেন, 'অবাক হয়ে যাই, কেন বলিউড আমাদের ধর্মীয় প্রতীককে অশ্রদ্ধা করাটা চালিয়ে যাচ্ছে! একথা ভেবে। সেক্রেড গেমস ২-তে অনুরাগ কাশ্যপ ইচ্ছাকৃতভাবে এই দৃশ্যটি রেখেছেন, যেখানে সইফ আলি খান সমুদ্রে "কাড়া" ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন। "কাড়া" কোনও সাধারণ অলঙ্কার নয়, এটা শিখদের গর্ব ও গুরু সাহিবের আশীর্বাদ।' কোনও গবেষণা না করেই কেন প্রধান চরিত্রকে শিখ হিসেবে তৈরি করা হল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন বিধায়ক।

হরিয়ানায় ট্রাক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ, মহিলা-সহ মৃত্যু ৩ জনের

কার্নাল (হরিয়ানা), ২০ আগস্ট (হি.স.): জাতীয় সড়কের উপর ডিভাইডার অতিক্রম করার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকের সামনে ধাক্কা প্রাইভেট গাড়িরঊ হরিয়ানার কার্নালে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর উছানি গ্রামের কাছে ট্রাক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন একজন মহিলা-সহ ৩ জনঊ ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষের জেরে গাড়িটি সম্পূর্ণ দুমড়ে মুচড়ে যায়ঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনেরঊ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আরও একজনের মৃত্যুঊ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল, হরজোত কৌর (৩০), বলদেব সিং (৩২) এবং মণজিতসিং (৩১)ঊ তাঁদের প্রত্যেকের বাড়ি পঞ্জাবে।

পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার সকালে ৪৪ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর উছানি গ্রামের কাছে ট্রাক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়ঊ জোরালো সংঘর্ষের জেরে গাড়িটি ভেঙে তছনছ হয়ে যায়ঊ দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দু'জনেরঊ গুরুতর আহত অবস্থায় একজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, প্রাণে বাঁচানো যায়নিঊ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে তৃতীয়জনেরও মৃত্যু হয়ঊ পুলিশ সূত্রের খবর, দিল্লি বিমানবন্দরে আত্মীয়দের ছেড়ে পঞ্জাবে ফিরছিলেন তাঁরা।

তিন রাজ্যের নির্বাচনী প্রস্তুতি : দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক শাহ-নাড্ডার

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি.স.): সপ্তদশ লোকসভা নির্বাচনে বিপুল সাফল্যের পর, এবার দিল্লি, মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা এই তিন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে ভাল ফল করতে মরিয়া বিজেপি। সেই লক্ষ্যে মঙ্গলবার দিল্লি, মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানার দলের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতৃত্বের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং দলের কার্যকরী সভাপতি জগত প্রকাশ নাড্ডা। এদিনের বৈঠকে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর আগে ৯ আগস্ট বিধানসভার নির্বাচনের প্রস্তুতি হিসেবে একাধিক কেন্দ্রীয়, রাজ্যের মন্ত্রীদের দায়িত্ব দিয়েছিলেন অমিত শাহ। মহারাষ্ট্রের জন্য দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক ভূপেন্দ্র যাদবকে। তাঁর সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে উত্তরপ্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশবপ্রসাদ মৌর্য্য এবং কর্ণাটকের প্রাক্তন বিধায়ক লক্ষ্মণ সাভদিকে।

এবার দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় আসতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিজেপি। সেই লক্ষ্যে দিল্লিতে দলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রকাশ জাভরেকরকে। তাঁর সহযোগী হিসেবে রাখা হয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী নিত্যান্দ রাই। হরিয়ানার দায়িত্ব দেওয়া হয় কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। সহযোগী হিসেবে রাখা হয়েছে ভূপেন্দ্র সিংকে।

ইডির হানা

পাচের পাতার পর

অভিষেক মনুসিংভির মতো প্রাজ্ঞ আইনজীবীরা। দিল্লি হাইকোর্টের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ জারির আবেদন করবেন চিদম্বরমের আইনজীবীরা।

যোগী মন্ত্রিসভার

পাচের পাতার পর

ইতিমধ্যেই অর্থমন্ত্রী রাজেশ আগরওয়াল এবং প্রাথমিক শিক্ষামন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী অনুপমা জয়সোয়াল নিজেদের মন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। প্রায় ১২ জন নতুন মুখ রাজ্যের মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে চলেছে।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, দুই উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য এবং দীনেশ শর্মা সহ ৪৩ জন মন্ত্রী মন্ত্রিসভায় রয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছেন ৯ জন প্রতিমন্ত্রী এবং ১৩ জন স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী।

উল্লেখ করা যেতে পারে লোকসভা নির্বাচনের পরে এক ব্যক্তি এক পদের দলীয় নীতির ফলে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রিসভা থেকে একাধিক মন্ত্রী পদত্যাগ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছেন রীতা বহুগুণা যোশী, এসপি সিং বাঘেল, সত্যদেব পাচৌরি। এই তিনজনই সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। রাজ্য বিজেপির সভাপতি হওয়ার ফলে মন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন স্বতন্ত্র দেব সিং।

দীর্ঘ জল্পনার অবসান, কর্ণাটকের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন শ্রীরামুলু-নারায়ণ-সহ ১৭ জন বিধায়ক

বেঙ্গালুরু, ২০ আগস্ট (হি.স.): কর্ণাটকে এইচ ডি কুমারস্বামী সরকার পড়ে যাওয়ার পরে গত ২৬ জুলাই কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নিয়েছিলেন বি এস ইয়েদুরাপ্পাঊ তাঁর সঙ্গে শপথ নেননি কোনও মন্ত্রীঊ গত ২৬ জুলাই থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের যাবতীয় মন্ত্রক ইয়েদুরাপ্পার হাতেই ছিলঊ ইয়েদুরাপ্পা একাই মন্ত্রিসভার বৈঠক করেছেন, একাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেনঊ অবশেষে কর্ণাটকের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন ১৭ জন বিধায়কঊ মঙ্গলবার সকালে কর্ণাটকের মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন সি এন এ নারায়ণ, গোবি-দ এম কার্জোলে, কে এস ঈশ্বরাপ্পা, বি শ্রীরামুলু, লক্ষ্মণ এস সাভাড়ি, আর অশোকা, জগদীশ শেত্তার, এস সুরেশ কুমার, ভি সোমান্না-সহ ১৭ জন বিধায়কঊ রাজভবনে আয়োজিত শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পাঊ মন্ত্রী পদে ১৭ জন বিধায়ককে শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন কর্ণাটকের রাজ্যপাল বাজুভাই বালাঊ

কর্ণাটকে মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে বিগত কয়েকদিন ধরেই জল্পনা চলছিলঊ কর্ণাটকে মন্ত্রিসভা গঠন নিয়ে যাবতীয় জল্পনার মধ্যেই কয়েকদিন আগে দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরে-দ্র মোদীর সঙ্গে সাক্ষাতকরেন মুখ্যমন্ত্রী বি এস ইয়েদুরাপ্পাঊ দীর্ঘ জল্পনার হল মঙ্গলবার, কর্ণাটকের মন্ত্রী পদে শপথ নিলেন ১৭ জন বিধায়ক।

ফের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন : পুঞ্চের কৃষ্ণা ঘাঁটি সেক্টরে গোলাগুলি বর্ষণ পাকিস্তানের, প্রত্যাঘাত ভারতীয় সেনার

জম্মু, ২০ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখায় ফের যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে আক্রমণ শানাল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ মঙ্গলবার বেলা এগারোটা থেকে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণা ঘাঁটি সেক্টরে গোলাগুলি বর্ষণ করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীঊ নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর ভারতীয় সেনাবাহিনীর ছাউনি ও নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন গ্রাম লক্ষ্য করে গোলাগুলি বর্ষণ করতে থাকে পাক সেনাবাহিনীঊ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সেনাবাহিনীকে যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনাবাহিনীঊ এদিনের পাক হামলায় হতাহতের কোনও খবর নেইঊ

জম্মু ও কাশ্মীরকে বিশেষ মর‍্যাদা প্রদানকারী সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলুপ্তির পর থেকেই ক্ষোভে ফুঁসছে পাকিস্তানঊ ভারত-পাক সম্পর্ক রীতিমতো তলানিতে ঠেকেছেঊ এই আবহেই মঙ্গলবার বেলা এগারোটা থেকে কোনও কারণ ছাড়াই জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার কৃষ্ণাঘাঁটি সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখার ওপার থেকে গোলাগুলি বর্ষণ শুরু করে পাক সেনাবাহিনীঊ ছোট ও স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র থেকে গুলি চালানোর পাশাপাশি মর্টার নিক্ষেপ করে পাক সেনাবাহিনীঊ ভারতীয় সেনাবাহিনী অবশ্য যোগ্য জবাব ফিরিয়ে দিয়েছেঊ দু'পক্ষের মধ্যে দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে গুলির লড়াইঊ পাক হামলায় ভারতীয় ভূখণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই।

কিশোরী আত্মঘাতী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ আগস্ট।। বিশালগড় থানার অধীন পূর্ব শিবনগর গ্রামে এক কিশোরী ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে। তার নাম লেশ্মি আখতার। বয়স সতের। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার দুপুরে। জানা গিয়েছে, ওই এলাকার বাসিন্দা মুকলেশ মিয়ার মেয়ে নিজ বাড়িতেই ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে। পর খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছে পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছে। জানা গিয়েছে, প্রণয় সংক্রান্ত বিষয়ের জেরে ওই কিশোরী আত্মহত্যা করেছে। পুলিশ একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়েছে।

কমিটির

● প্রথম পাতার পর

হবেন। সব শেষে ১ ডিসেম্বর থেকে ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্য সভাপতি নির্বাচিত হবেন ।

প্রদ্যুতবাবু জানিয়েছেন, শীঘ্রই ত্রিপুরায় নতুন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি দায়িত্ব নেবেন । সহমতের ভিত্তিতে প্রদেশ সভাপতি বেছে নেওয়া হবে । এদিকে, সাংগঠনিক নির্বাচনকে ঘিরে জেলা স্তরে নির্বাচন পর্বের বৈঠকের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে নির্বাচন নিয়ে জেলা কমিটি আলোচনা করবে ।

রিয়াং

● প্রথম পাতার পর

গৃহসচিব জানান, ত্রিপুরায় আশ্রিত রিয়াং শরণার্থীরা স্বভূমে ফিরে আসতে প্রস্তুত। এখন আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের ফিরিয়ে আনা হবে। তিনি জানান, চুক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক রিয়াং পরিবারকে কেন্দ্রীয় সরকার ৪ লক্ষ টাকা অনুদান দেবে। তাছাড়া, ঘর নির্মাণে প্রতি পরিবারপিছু দেড় লক্ষ টাকা এবং মাসে ৫,০০০ টাকা ও বিনামুল্যে রেশন সামগ্রী দু বছর পর্যন্ত দেওয়া হবে তাঁদের। সাথে তিনি যোগ করেন, রিয়াং শরণার্থীদের পর্যাপ্ত নিরাপত্তাও মিজোরাম সরকার সুনিশ্চিত করবে।

আসামী

● প্রথম পাতার পর

ঘটেছে তা তদন্তক্রমে জানা যাবে বলে মনে করেন তিনি। তবে, ওই পুলিশ কর্মীর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভানুপদ চক্রবর্তী।

চালককে

● প্রথম পাতার পর

আজ। এছাড়া দিনভর নানা কর্মসূচি পালন করা হবে বলে জানান দলের কর্মকর্তারা।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবও। তিনি এক টুইট বার্তায় তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে।

৮০০ কোটির

● প্রথম পাতার পর

মামলা রয়েছে তার বিরুদ্ধে। সেই অভিযোগের মামলার জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়নি বলেও সেদিন জানিয়েছিলেন তিনি।

ছত্তিশগড়ে কয়লাখনিতে ধস মৃত্যু দু'জন শ্রমিকের, আরও প্রাণহানির শঙ্কা

রায়পুর, ২০ আগস্ট (হি.স.): ছত্তিশগড়ের কোড়িয়া জেলায় কয়লাখনিতে ধসঊ মঙ্গলবার কোড়িয়া জেলার ঝিলিমিলি কয়লাখনিতে ধস নামেঊ ধসের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে দু'জন শ্রমিকেরঊ এছাড়াও ৪-৫ জন শ্রমিক ধসের নীচে আটকে পড়েছেন, তাই আরও প্রাণহানির আশঙ্কা করা হচ্ছেঊ আপাতত উদ্ধার কাজ চলছেঊ খবর পাওয়া মাত্রই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে নিকটবর্তী থানার পুলিশঊ

পুলিশ সূত্রের খবর, মঙ্গলবার ঝিলিমিলি কয়লাখনিতে আচমকাই ধস নামেঊ সেই সময় কয়লাখনির ভিতরে কাজ করছিলেন বেশ কয়েকজন শ্রমিকঊ তাঁদের মধ্যেই দু'জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছেঊ এছাড়াও ৪-৫ জন শ্রমিক ধসের নীচে আটকে পড়েনঊ তাঁদের উদ্ধার করার কাজ চলছেঊ কী কারণে ধস নামল কয়লাখনিতে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

কারাদন্ড

● প্রথম পাতার পর

দেবনাথ পরকীয়া প্রেমে আসক্ত হয়ে পড়েন। ফলে, তখন বীনার উপর নির্যাতনের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। এরই শেষ পরিণতি ঘটে ২০১২ সালের ১২ ডিসেম্বর। ওই গৃহবধূকে তাঁর স্বামী, শাশুড়ি এবং তিন দেবর মিলে গায়ে কেরোসিন ঢেলে হত্যার চেষ্টা করেন। অগ্নিদগ্ধ অবস্থায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু, তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে চিকিৎসকরা তাঁকে আগরতলার জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ২০১৩ সালের ৩ জানুয়ারি তাঁর মৃত্যু হয়।

এই ঘটনায় মৃতার বাবা কাজলকান্তি দেবনাথ বিশালগড় থানায় একটি সুনির্দিষ্ট মামলা দায়ের করেন। বিশালগড় থানার পুলিশ ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৯৮/৩০২/৩৪ ধারায় মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেন। তদন্ত শেষে পুলিশ আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। এই মামলায় ১৬ জন সাক্ষী দেন। মঙ্গলবার আদালত এই মামলায় পাঁচজনকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তাদেরকে ভারতীয় ফৌজদারি দণ্ডবিধির ৪৯৮ ধারায় ৩ বছরের জেল ও পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও তিন মাসের জেল হাজতের নির্দেশ দেয় আদালত। এছাড়া ৩০২ ধারায় তাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও ১০ হাজার টাকা আর্থিক জরিমানা, অনাদায়ে আরও ছয়মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত।

শ্রেণির ছাত্রী

● প্রথম পাতার পর

যান। দমকল বিভাগের ডুবুরিরা নদীর বিভিন্ন প্রান্তে তল্লাশি চালিয়েছেন। তাছাড়া এনডিআরএফ-এর জওয়ানরাও নদীতে তল্লাশি করেছেন। কিন্তু তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। তিনি বলেন, তাঁর দেহ বাংলাদেশে ভেসে যেতে পারে, এই অনুমানের ভিত্তিতে মহারানি এলাকায় ব্যারেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু, সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর দাবি, সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় আলো কম ছিল, ফলে নদীতে তল্লাশি চালানো মুশকিল হয়ে পড়ে। তাই এনডিআরএফ-এর জওয়ানরা আগামীকাল সকাল থেকে পুনরায় তল্লাশিতে নামবেন।

তিনি জানান, তল্লাশি অভিযানে এসডিপিও হিমাদ্রি প্রসাদ দাস এবং আরকেপুর থানার ওসি প্রণব সেন তাঁর সাথে তদারকিতে ছিলেন। তিনি বলেন, ওই কিশোরীর দেহ উদ্ধারে সবরকম চেষ্টা করা হবে।

এদিকে, একমাত্র কন্যা নদীতে তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন মা মিনতি পাল। বেড়ানোর আনন্দ এভাবে অবসাদে পরিণত হবে তা কেউ ভাবেনি। খবর পেয়ে, কিশোরীর বাবা সুব্রত পাল আগরতলা থেকে ছুটে এসেছেন। তিনিও বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। শুধু অপেক্ষা করছেন, অন্তত মেয়ের নিথর দেহ উদ্ধার হোক।

একমত

● প্রথম পাতার পর

সাংবাদিকদের বলেন, আমরা এ নিয়ে আলোচনা করেছি এবং নিরাপত্তা বিষয়ে সহযোগিতা বাড়লে সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোকে দমনে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়া যাবে।

প্রসঙ্গত, ভারতীয় বিদেশমন্ত্রীর ঢাকা সফরে আগামী অক্টোবরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফর সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। তিনি বলেন, আমাদের সম্পর্ক কৌশলগত সম্পর্কে পরিণত হয়েছে। নিরাপত্তা, কানেক্টিভিটি, জলবন্টন সহযোগিতা, মানুষে মানুষে যোগাযোগ ইত্যাদি বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ে জয়শঙ্কর বলেন, আমাদের মধ্যে অনেক সরকারি ও বেসরকারি খাত নিয়ে আলোচনা চলছে। আমরা আরও আলোচনা করবো।

এর আগে সকালে ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী। এসময় তিনি বলেন, বাংলাদেশ ও এ অঞ্চলে বঙ্গবন্ধুর অবদান অপরিমেয় এবং তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর স্মৃতি অক্ষয় হয়ে থাকবে।

নিযুক্ত

● প্রথম পাতার পর

প্রকাশ করেন।

এদিন তিনি আরো জানান, রেগুলেটরি কমিশনের নতুন সদস্য জীবনকৃষ্ণ সেন ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ও সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাছাড়াও ২১ বছর ধরে তিনি আইনী পেশার সাথে যুক্ত রয়েছেন।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় বিদ্যুতের মাশুল নির্ধারণে রেগুলেটরি কমিশনের সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে। দীর্ঘ সময় ধরে বিদ্যুতের মাশুল ত্রিপুরায় বৃদ্ধি হয়নি। সম্প্রতি বিদ্যুৎ নিগমের এমডি মাশুল বৃদ্ধির ইঙ্গিত দিয়েছেন। ফলে, নতুন চেয়ারম্যান রেগুলেটরি কমিশনের দায়িত্ব নিয়ে ত্রিপুরায় বিদ্যুতের হাল চাঙ্গা করতে গিয়ে মাশুল বৃদ্ধির পথে হাটবেন নাকি লোকসানের হাত থেকে নিগমকে বাঁচাতে নতুন পথ খুঁজে বের করবেন, তা এখন দেখার বিষয়।

শাসকরা

● প্রথম পাতার পর

কাজের জন্য বর্তমান বিধায়করা সমস্যায় পড়ছেন। সে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি।

এস জয়শঙ্কর

আটের পাতার পর

নিয়ে কীভাবে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করা যায়, সেই সূত্র খুঁজছে দুই দেশঊ পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে অভিন্ন নদীর জলবন্টন সমস্যার সমাধান করা হবেঊ জয়শঙ্কর আরও বলেছেন, বাংলাদেশের সমস্ত ধরনের উন্নয়ন কাজে ভারতের সর্বাত্মক সহায়তা থাকবেঊ রোহিঙ্গা সমস্যা প্রসঙ্গে ভারতের বিদেশমন্ত্রী বলেছেন, প্রত্যেকের সুবিধার কথা ভেবে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে গুরুত্ব দেবে ভারতঊ

বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের আগে এদিন সকালে ধানমণ্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ভারতের বিদেশমন্ত্রীঊ এদিন বিকেলেই বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতকরেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী।

ব্যর্থ পুলিশ

আটের পাতার পর

কৈলাসহর মহিলা থানায় অভিযুক্তদের নামধাম উল্লেখ করেন অপহরণ সংক্রান্ত মামলা দায়ের করা হয়েছে। কৈলাসহর মহিলা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি শিপ্রা বিশ্বাস অপহরণকারীদের গ্রেপ্তার এবং অপহৃত নাবালিকাদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শীঘ্রই তাদের উদ্ধার করা সম্ভব হবে বলে তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন।

আতঙ্কে জনগণ

আটের পাতার পর

বিভিন্ন চুরির ঘটনায় জড়িত রয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু চুরি যাওয়া সামগ্রী তাদের হেপাজত থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। উদয়পুর রেলস্টেশন থেকে চুরি যাওয়া চারটি জলের বড় ড্রাম সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাধাকিশোরপুর থানার সিনিয়র ইনস্পেক্টর প্রণব সেনগুপ্ত। সিপাহীজলা জেলার প্রমোদনগর এলাকা থেকে ওইসব সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। আটক দুই চোরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধারের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে পুলিশ। ইনস্পেক্টর প্রণববাবু জানান, এ ধরনের প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

গত কিছুদিন ধরে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ যেভাবে চুরি, ছিনতাই ও সমাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেছে তাতে খানিকটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছেন সাধারণ মানুষজন। রাত্রীকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করার জন্য আরক্ষা প্রশাসনের জোড়ালো দাবি জানানো হয়েছে।

ধর্ষণের অভিযোগ মিটমাট করাতে লাখ লাখ মার্কিন ডলার দিয়েছিলেন রোনাল্ডো

আজকাল ওয়েবডেস্ক: একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে পর্তুগিজ তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বিরুদ্ধে। এবার রোনাল্ডো দাবি করলেন, ২০১০ সালে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা ধর্ষণের অভিযোগ আদালতের বাইরে মিটিয়ে ফেলার জন্য অভিযোগকারিণীকে তিনি ৩,৭৫,০০০ মার্কিন ডলার দিয়েছিলেন। আমেরিকান মডেল ক্যাথরিন মায়োর্গা দাবি করেছিলেন, ২০০৯ সালে লাস ভেগাসের এক হোটেলের ঘরে তাঁকে ধর্ষণ করেছিলেন রোনাল্ডো। কিন্তু এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছিলেন সিআরসেভেন। লাস ভেগাস পুলিশ কর্তৃপক্ষ গত মাসেই দাবি করেছিল, রোনাল্ডোকে দোষী প্রমাণিত করার মতো উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। রোনাল্ডোর আইনজীবী দাবি করেছেন, মহিলার আর্থিক দাবি আগেই মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই মায়োর্গার অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। আইনজীবীর আরও দাবি, আর্থিক দাবি মেটানো হয়েছে মানেই রোনাল্ডো অপরাধী ভাবার কোনও কারণ নেই। আসলে গোটা ঘটনাটি যাতে জনসমক্ষে না আসে, সেকারণেই তাঁর মক্কেল এই বিপুল অর্থ দিয়েছিলেন ক্যাথরিনকে। মায়োর্গার আইনজীবী অবশ্য এই দাবি উড়িয়ে দিয়েছেন।মায়োর্গা কিছুদিন আগেই বলেছিলেন, তিনি কার্ড খেলতে হোটেলে যাননি। রোনাল্ডো ডেকেছিলেন বলেই গিয়েছিলেন। তা যদিও স্বীকার করেছেন রোনাল্ডো। এখন রোনাল্ডোর আইনজীবীর নতুন দাবি নিয়ে চাঞ্চল্য ফুটবলমহলে।

শাস্তি কমল শ্রীশান্তের, আগামী বছরই ফিরছেন ২২ গজে

আজকাল ওয়েবডেস্ক: অবশেষে শাস্তি কমল শান্তাকুমারণ শ্রীশান্তের। ২২ গজে ফিরতে চলেছেন কেরলের এই পেসার। মঙ্গলবারই শ্রীশান্তের শাস্তি কমানোর কথা ঘোষণা করলেন বিসিসিআইয়ের ওম্বুডসম্যান বিচারপতি ডিকে জৈন।২০১৩ সালে আইপিএলে ম্যাচ গড়াপেটায় নাম জড়িয়েছিল শ্রীশান্ত সহ আরও তিন ক্রিকেটারের। তারপর দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর আদালতে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন শ্রীশান্ত। কিন্তু বিসিসিআই তাঁকে খেলার অনুমতি দেয়নি। ফলে এতদিন ২২ গজের বাইরেই থাকতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু এবার শ্রীশান্তের ভাগ্যের চাকা ঘুরল। শ্রীশান্তের আজীবন ক্রিকেট থেকে নির্বাসনের শাস্তি কমিয়ে সাত বছর করে দিয়েছেন ডিকে জৈন। আর তাই শ্রীশান্তের শাস্তির মেয়াদ শেষ হতে চলেছে আগামী বছরের ১৩ সেপ্টেম্বর।

বিসিসিআইয়ের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি শ্রীশান্তকে আজীবন নির্বাসনের শাস্তি দিয়েছিল। কিন্তু চলতি বছরের শুরুর দিকে সুপ্রিম কোর্ট বোর্ডের ওম্বুডসম্যানকে এই পেসারের শাস্তি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছিল। তারপরই গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখেন ডিকে জৈন। শেষমেশ তিনি শ্রীশান্তের শাস্তি কমানোর সিদ্ধান্ত নেন।তিনি বলেছেন, ''তদন্তে পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন শ্রীশান্ত। তাছাড়া শ্রীশান্তের শাস্তির প্রভাব আইপিএলে পড়েনি। ভাবমূর্তিও ক্ষুন্ন হয়নি। শাস্তির ফলে শ্রীশান্তের কেরিয়ারের অনেকটা সময় চলে গেছে। ২০২০ সালের ১৩ সেপ্টেম্বরের পর থেকে সব ঘরানার ক্রিকেটে অংশ নিতে পারবেন তিনি।''

PRESS NOTICE INVITING E-TENDER NO: 06/EE-JRN/2019-20 Dated: 13/08/2019

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD (R&B) Jirania invites percentage rate e tenders online for the works below:

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Tender Fee	Time of Completion	Last date & time for document down-loading and Tendering	Time and date of opening of Tender	Document down-loading and Tendering at application	Class of Tenderer
1	FDR of different roads under North Zone of Mandwi (PWD) R and B Sub-Division during the year 2019-2020 / SH: Grouting, re-carpeting, seal coat, missing soling, stripping excess soil, earth filling, bats filling & construction of surface drains etc (GR III). 2nd Call DNIT No. 11/R/DNIe-T/EE-JRN/ 2019-2020	Rs.14,43,578.00	Rs. 14,436,00	Rs.1,000.00	09(Nine) Months	U pto 15.00 Hrs on 18/06/2019	At 15.30 Hrs on 13/09/2019	http://triputatgenders.gov.in	Appropriate Class
2	Mtc. of different roads under Mandwi Sub Division during the year 2019-20/SH: Repair to 13 (thirteen) nos. existing Bailey bridge by various components at different location. DNIT No. 14/ R/DNIe-T/EE-JRN 2019-2020	Rs. 14,99,323.00	Rs. 14,993.00	Rs.1,000.00	03(Three) Months				
3	Flood damage repairs of the road from Lembucherra to Laltilla /S.H: Constn. of 4 nos. Wing walls. DNIT No. 15/R/DNIe-T/EE-JRN/2019-2020	Rs. 19,20,865.00	Rs. 19,209.00	Rs.1,000.00	03(Three) Months				

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 13/08/2019 to 11/09/2019 and last date of downloading and submission of bid is 11/09/2019 upto 3.00 pm. Submission of Tenders physically is not permitted.
For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-853/19

Executive Enginegr
Jirania Division, PWD (R&B)
Jirania, West Tripura

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:EE-IED/UDP/06/2019-20 Dated : 16/08/2019

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time for r eceipt of applica-tion for issue of tender form	Time and date of opening of tender	Place of sale of tender documents	Class of Tenderer
1	Hiring of 1(one) No. of vehicle (Maruti Omni Van) with driver having commercial license and purchased not earlier than January 2017 for Official use of Sub-Divisional Officer(Elect), internal Electrification Sub Division Santirbazar, South Tripura. DNIT No: EE-IED/UDP2019-20/04	Rs. 2,71,600.00	Rs. 2716.00	01(one) year	U pto 16.00 Hrs on 18/06/2019	At 15.30 Hrs on 13/ 08/2019	Office of the Executive Engineer Internal Electrification Division, Udaipur, Gomati tripura.	Appropriate Class

For details please contact to the office of the undersigned
For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-859/19

Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Udaipur, Gomati Tripura.

টেস্ট ক্রিকেট বেঁচে আছে অ্যাশেজ সিরিজের জন্য ঃ সৌরভ গাঙ্গুলীণ্ড্র

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ-এজবাস্টন টেস্টে ০-১ এ পিছিয়ে ইংল্যান্ড এবং এজবাস্টন টেস্টে দুটি ইনিংসেই শত রান করেন স্টিভ স্মিথ। তাই ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্ট নিজেদের দখল নিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাদ সাধলো বৃষ্টি।বৃষ্টিবিঘ্নিত লর্ডস টেস্টের শেষ দিন চরম উত্তেজনায় ভরপুর। প্রথম দিন বৃষ্টির জন্য খেলা হয়নি। দ্বিতীয় দিন থেকে খেলা শুরু হলেও মাঝে মাঝে বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল বৃষ্টি।এমত অবস্থায় ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংসের ২৫৮ রানের জবাবে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে ২৫০ রান করে। এবং ইংল্যান্ড দ্বিতীয় ইনিংসে ৫ উইকেটে ২৫৮ রান করে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে ফলে, অস্ট্রেলিয়ার জয়ের জন্য ২৬৭ রানের লক্ষ্যমাত্রা থাকে। এই অবস্থায় স্মিথ বিহীন অস্ট্রেলিয়া খেলার শেষ পর্যন্ত ৬ উইকেট হারিয়ে ১৫৪ রান করে।অস্ট্রেলিয়ার হার বাঁচায় হেড ও ল্যাবুশানে। ইংল্যান্ডের হয়ে আর্চার ও লিচ তিনটি করে উইকেট নেন।ইংল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টে জয়ের গন্ধ পেয়েও, পেল না জয়। ফলে টানটান উত্তেজনায় শেষ হলো দ্বিতীয় টেস্ট। এবং টেস্টের ফলাফল ড্র। জমজমাট লর্ডস টেস্ট শেষে ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলী তার টুইটারে লেখেন ''এই অ্যাশেজ সিরিজের জন্যই বেঁচে আছে টেস্ট ক্রিকেট। এরপর বাকি দলগুলো খেলার মান আরো বাড়াতে হবে''।

ওয়ানডে সিরিজের জন্য ভারতীয় দল ঘোষিত, বিরাট নন ইনি হলেন অধিনায়ক

বাংলাদেশের দল আগামী মাসে ভারত সফরে আসছে। বাংলাদেশের অনুর্ধ ২৩ দল ভারতীয় অনুর্ধ ২৩ দলের সঙ্গে পাঁচ ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ খেলবে। এর জন্য ভারতীয় দল ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। এই দলে কোনো বড়ো নামকে জায়গা দেওয়া হয়নি বরং নির্বাচকরা বর্তমান ভারতীয় অনুর্ধ ১৯ দলের বেশ কিছু খেলোয়াড়কে সুযোগ দিয়েহচে।একে করলেন অধিনায়কভারতীয় অনুর্ধ ১৯ দলের অধিনায়ক প্রিয়ম গর্গকে দলের নেতৃত্ব দেওয়া হয়েছে। তার নেতৃত্বে ভারতীয় অনুর্ধ ১৯ দল ইংল্যান্ডে ত্রিকোনীয় সিরিজে জয়লাভ করেছিল। এই সিরিজে ব্যাট হাতে তিনি দুর্দান্ত প্রদর্শনও করেছিলেন। সেই সঙ্গে অনুর্ধ ১৯ দলের ওপেনার যশস্বী জয়সওয়ালকেও এই দলে জায়গা দেওয়া হয়েছে। যশস্বী অনুর্ধ ১৯ দলের হয়ে লাগাতার ভাল প্রদর্শন করেছেন। তিনি গত বছর ইউথ এশিয়া কাপেও দুর্দান্ত প্রদর্শন করেছিলেন।দুই আইপিএল খেলোয়াড়কে জায়গা১৫ সদস্যের এই দলে মাত্র দুজন এমন খেলোয়াড় জায়গা দেওয়া হয়েছে যারা আইপিএলে খেলেছেন। এর মধ্যে অনুর্ধ ১৯ বিশ্বকাপ ২০১৮র জয়ী দলে শামিল থাকা অর্শদীপ সিং আর হরপ্রীত বরাড়কে শামিল করা হয়েছে। এই দুই খেলোয়াড় কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব দলের সদস্য। ২০১৮ অনুর্ধ ১৯ বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের অংশ থাকা উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান আর্যন জুয়ালকেও এই দলে জায়গা দেওয়া হয়েছে। ৫০এর বেশি ঘরোয়া ম্যাচে খেলা বরোদার অলরাউন্ডার অতীত শেঠও এই দলে রয়েছেন।১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু সিরিজভারত অনুর্ধ ২৩ আর বাংলাদেশ অনুর্ধ ২৩ দলের মধ্যে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৫টি ওয়ানডে ম্যাচের সিরিজ খেলা হবে। শেষ ম্যাচ ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে খেলা হবে। এই সমস্ত ম্যাচ রায়পুরে খেলা হবে।এই রকম হল দল:প্রিয়ম গর্গ (অধিনায়ক), যশস্বী জয়সওয়াল, মাধব কৌশিক, বিআর শরথ (উইকেটকিপার), সমর্থ ব্যাস, আর্যন জুয়াল (উইকেটকিপার), ঋতিক রায়চৌধুরী, কুমার সুরজ, আতীত সেঠ, শুভাঙ্গ হেগড়ে, রিতিক শাকেন, ধ্রশান্ত সোনি, অর্শদীপ সিং, কার্তিক ত্যাগী, হরপ্রীত বরাড়।

আর আট উইকেট পেলেই নতুন মাইলস্টোন ছোঁবেন জাডেজা

টেস্ট সিরিজের বল গড়ানোর আগে ব্যক্তিগত রেকর্ডের হাতছানি ভারতের তারকা রবীন্দ্র জাডেজার সামনে। আর আটটি উইকেট নিলেই ২০০ উইকেটের মালিক হবেন এই বাঁ হাতি অলরাউন্ডার।টেস্ট ক্রিকেটে জাদেজার ঝুলিতে ৪১টি টেস্ট থেকে ১৯২টি উইকেট।
চলতি মাসের ২২ তারিখ থেকে শুরু হচ্ছে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথম টেস্ট। ইতিমধ্যেই টি টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজ জিতে নিয়েছে বিরাট কোহালির ভারত। টেস্ট ক্রিকেটেও কি প্রাধান্য দেখাতে পারবে টিম ইন্ডিয়া? ভারতীয় দল তৈরি। তৈরি জাডেজাও। দশম ভারতীয় হিসেবে ২০০ উইকেটের মাইলস্টোন ছোঁয়ার মুখে বাঁ হাতি স্পিনার। ভারতীয় বোলারদের মধ্যে রবিচন্দ্রন অশ্বিন দ্রুততম ২০০ উইকেট নেন। জাডেজা আর আটটি উইকেট নিতে পারলে দ্বিতীয় দ্রুততম ভারতীয় বোলার হবেন। ৪৮ রানে ৭ উইকেট জাডেজার সেরা বোলিং পারফরম্যান্স। ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়েছেন ৯ বার।
ম্যাচে এক বার ১০ উইকেট নিয়েছেন তিনি। টেস্ট ক্রিকেটে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারী অনিল কুম্বলে। তিনি নিয়েছিলেন ৬১৯টি উইকেট।

সমলিঙ্গে বিবাহ, এবার মা হতে চলেছেন নিউজিল্যান্ডের এই মহিলা ক্রিকেটার

সমলিঙ্গ বিবাহে আবদ্ধ হয়েছিলেন নিউজিল্যান্ডের দুই মহিলা ক্রিকেটার অ্যামি সাদারওয়েট ও লি তাহুহু। ২০১৪ সালে জাতীয় দলের হয়ে খেলতে খেলতেই প্রেম শুরুঃ ততকালীন অধিনায়ক সাদারওয়েট ও তাহুহুর। ২০১৭ সালের মার্চে তাঁরা বিয়ে করেন। মঙ্গলবার খুশির খবর শোনালেন সাদারওয়েট। মা হতে চলেছেন তিনি। সারোগেসির মাধ্যমে। মঙ্গলবার টুইটারে সাদারওয়েট বলেছেন, ''লি ও আমি ভীষণ উত্তেজিত। নতুন বছরেই আমাদের সন্তান আসতে চলেছে। এই আনন্দ ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না।''তাহুহু একটি রি-টুইট করে বলেছেন, ''খুব শীঘ্রই আমরা তিনজন হচ্ছি।''সাদারওয়েট দেশের হয়ে ১১৯টি একদিনের ম্যাচ ছাড়াও ৯৯টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন। তাহুহু ৬৬টি একদিনের ও ৫০টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন। একদিনের ক্রিকেটে ৭০ উইকেট রয়েছে তাহুহুর। টি২০ ক্রিকেটে পেয়েছেন ৪৪ উইকেট।

F.No.1(40)/DMMU(D)/Tender/TRLM/2019-20/ 227
Dated, 17/08/2019

Notice Inviting Quotation

Notice Inviting Quotation in sealed cover is hereby invited by the undersigned for the books of records for SHGs/VOs/CLFs, materials for setup of training center & CRP round, office stationary articles etc. under Office of the District Mission Manager (PD, DRDA), Dhalai, Ambassa. The details can be seen in the website www.trlm.tripura.gov.in/ www.rural.tripura.gov.in / www.tripura.gov.in

ICA/C-834/19

District Mission Manager
(PD, DRDA, Dhalai)
DMMU (D), TRLM, Ambassa

NOTICE

The tender notice was called by the office of the undersigned vide No.F.3 10/Dev/MGNREGA/SDFO-KGT/2019-20/1768-1804, dt. 21/06/2019 for supply of the AGRO SHED NET for raising nurseries is hereby cancelled due to unavoidable circumstances.

ICA/C-837/19

Sub-Divisional Forest Officer
Kumarghat Forest Sub-Division
Dated : 07/8/2019

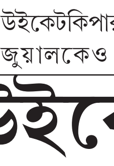

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ছবিটি একজন অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহের, বয়স আনুমানিক ৩০ বৎসর, উচ্চতা আনুমানিক ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি, গায়ের রঙ শ্যামলা, পরনে কাল রং এর টি শার্ট এবং প্যান্ট। গত ১১/০৮/২০১৯ ইং তারিখে স কাল আনুমানিক ৭.৩০ মিনিট নাগাদ ফায়ার সার্ভিসের দ্বারা একজন অপরিচিত ব্যক্তির দেহ দুর্ঘটনা এলাকা থেকে এনে কুলাই জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়, ঐ দিন বিকাল ৪.৪৫ মিনিট নাগাদ উক্ত ব্যক্তি মারা যায়। বর্তমানে তাহার মৃতদেহটি কুলাই জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে।
উক্ত মর্মে আমবাসা থানায় গত ১১/০৪/২০১৯ ইং তারিখে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নথীভুক্ত করা হয় যাহার নম্বর ১৯/২০১৯, ধারা ১৭৪ সি. আর.পি.সি। উক্ত বি ষয়ে তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু হইয়াছে।
স্থানীয় পুলিশের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও অদ্যাবধি উক্ত ব্যক্তির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। সুতরাং উক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় জানানোর জন্য আবেদন করা যাইতেছে।
যোগাযোগের ঠিকানা ঃ
পুলিশ সুপার, ধলাই জেলা, আমবাসা
দুরাভাস নম্বর ঃ
০৩৮২৬-২৬৭২৫৯ (পুলিশ কন্ট্রোল ধলাই)
০৩৮২৬-২৬৭২৫৮ (অফিস)
৯৪৩৬১৩৬০৪৬(মোবাইল)

ICA/D-744/19-20

স্বাক্ষর
পুলিশ সুপার
ধলাই জেলা, আমবাসা।

ছিটকে গেলেন স্মিথ

লিডসের হেডিংলিতে নামা হচ্ছে না স্টিভ স্মিথের। চলতি আশেজের তৃতীয় টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন স্টিভ স্মিথ। জানিয়ে দিলেন অস্ট্রেলিয়ার কোচ জাস্টিন লাঙ্গার। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া তাদের ফেসবুক পেজে জানিয়ে দিল এই খবর। স্মিথ এখনও পুরোপুরি কনকাশন মুক্ত হতে পারেননি বলেই তাঁকে খেলানোর কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না অজিরা।তিন মাচের টেস্ট সিরিজে ১-০ এগিয়ে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। লিডসে জিতলেই সিরিজ তাদের ঘরেই থেকে যাবে। লিডসে স্মিথের জায়গায় কে খেলবেন সে বাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি টিম মানেজমেন্ট। সম্ভবত তাঁর জায়গায় মার্নাস লাবুশানের খেলার সম্ভাবনাই বেশি।চলতি অ্যাশেজে দুরন্ত ফর্মে রয়েছেন স্মিথ। ১২৬-এর গড়ে ৩৭৮ (১৪৪, ১৪২, ৯২) রান করেছেন তিনি। এর মধে দু''টি অস্ট্রেলিয়ার ৩৭ শতাংশ রানই এসেছে তাঁর বাট থেকে। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, স্মিথ এই দলে কত''টা অপরিহার্য। এদিন জাস্টিন লাঙ্গারের সঙ্গে পিচ পরিদর্শনও করেন স্মিথ। স্মিথ খেলতে পারবেন না জানার পর হতাশায় ভেঙে পড়েছিলেন। লাঙ্গারই তাঁকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দেন। এদিন অস্ট্রেলিয়ার টিম ডাক্তারও স্মিথের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন মাঠে।

চাকিংয়ে অভিযুক্ত উইলিয়ামসন ও ধনঞ্জয়া

দুবাই: গল টেস্টে একই সঙ্গে চাকিংয়ে অভিযুক্ত হলেন দু''জন ক্রিকেটার। নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক কেন উইলিয়ামসন ও শ্রীলঙ্কান স্পিনার আকিলা ধনঞ্জয়ার বিরুদ্ধে সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশনের অভিযোগ আনেন ফিল্ড আম্পায়াররা।পার্টটাইম স্পিনার হিসাবে গল টেস্টে ৩ ওভার হাত ঘোরান উইলিয়ামসন। তবে শ্রীলঙ্কার জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন ধনঞ্জয়া। ম্যাচে ৬৮ ওভার বল করেন তিনি। প্রথম ইনিংসে পাঁচ উইকেট নিয়ে ধনঞ্জয়াই নিউজিল্যান্ড ইনিংসকে ভাঙার দায়িত্ব পালণ করেন।ম্যাচ অফিসিয়ালদের তরফে আইসিসি''কে রিপোর্ট দেওয়ার পাশাপাশি দু''দলের ম্যানেজারকেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে বিষয়টি। পরে আইসিসি''র তরফে বজ্ঞপ্তি মারফত উইলিয়ামসন ও ধনঞ্জয়ার চাকিংয়ে অভিযুক্ত হওয়ার কথা জানানো হয়। নিয়ম মতো ১৮ অগস্ট অভিযুক্ত হওয়ার ১৪ দিনের মধ্যে দুই ক্রিকেটারকে বোলিং অ্যাকশনের বৈধতার পরীক্ষা দিতে হবে। যত দিন না পরীক্ষার রিপোর্ট হাতে আসছে, ততদিন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বোলিং করা আটকাবে না ধনঞ্জয়াদের। যার অর্থ, ২২ অগস্ট থেকে কলম্বোয় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া শ্রীলঙ্কা-নিউজিল্যান্ড দ্বিতীয় টেস্টে বোলিং করতে পারবেন দুই ক্রিকেটার।২৫ বছর বয়সি ধনঞ্জয়া গত বছর নভেম্বরে গলে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট চলাকালীন সন্দেহজনক বোলিং অ্যাকশনে অভিযুক্ত হয়েছিলেন।

PNIT NO:-05/NIT/EE-KLP/PWD (DWS)/2019-20 date: - 09/08/2019 for Supplying of drinking water by mechanical carrying, Repairing, mtc & complete rewinding of VT pump motor etc., Construction pump house and laying of pipe line and other allied works etc under DWS Division Kalyanpur, PWD:

Sl NO	DNIT No	Estimate Cost	Earnest money
1.	DNIT NO. 03/EE-KLP/ PWD(DWS)/2019-20	Rs. 4,45,500.00	Rs. 4455.00
2.	DNIT NO. 04/EE-KLP/ PWD(DWS)/2019-20	Rs. 4,45,500.00	Rs. 4455.00
3.	DNIT NO. 05/EE-KLP/ PWD(DWS)/2019-20	Rs. 4,60,800.00	Rs. 4608.00
4.	DNIT NO. 35/EE-KLP/ PWD(DWS)/2019-20	Rs. 4,80,278.00	Rs. 4803.00
5.	DNIT NO. 133/EE-KLP/ PWD(DWS)/2018-19	Rs. 4,82,118.00	Rs. 4821.00
6.	DNIT NO. 134/EE-KLP/ PWD(DWS)/2018-19	Rs. 4,82,145.00	Rs. 4821.00

Last date and time for receipt of application for issue of tender form up to 4.00 PM on 30/08/2019 Other necessary detailed information can be seen and tender documents will be sold in the DWS Division office of Kalyanpur & Agartala-I in office hours.

ICA/C-848/19

(ER. GOPI MAJUMDER)
Executive Enginger
DWS Division, PWD
Kalyanpur, Tripura.

The Executive Engineer, Khowai Division, PWD(R&B), Khowai, Tripura invites sealed tenders vide PNIeT No: 07/EE/PWD/KHW/2019-20 Date- 16-08-2019
for the work namely:
1) Maintenance of Different roads of KMC area under PWD (R&B), Khowai Sub Division during the year 2019-2020/SH:-Soling, Patch Metalling, Patch Grouting & Patch carpeting etc.1)BPC para road (L=450.00m.), 2) Nazrul islam Sarani road (L=800.00m.), 3) Kuri Para road (L=700.00m.), 4) Surjya Sen Sarani road (400.00m). (DRAFT NIT NO: 07 /EE/PWD(R&B) /KHW/2019-20, Estimated Cost: 21,51,744/- Earnest Money: 21,517/
2) Maintenance of roads from TK road Nag shop to Tablabari bazar via Amtali under PWD (R&B), Khowai Sub-Division during the year 2019-2020 /SH:-Soling, Patch Metalling, Patch Grouting & Patch carpeting etc.(L=5.70 km.) (DRAFT NIT NO: 08/EE/PWD(R&B) /KHW/2019-20, Estimated Cost: Rs 13,84,137/- Earnest Money: Rs. 13,841/ -
Bid documents can be seen in the website http://tripuratenders.gov.in w. e. f. Day19 Month 08 Year 2019 and Day 07 Month 09 Year 2019 and last date of downloading & bidding for bids is Day 07 Month 09 Year 2019 Time 15.00 Hours
For more details kindly visit https://tripuratenders.gov.in
Note:
NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER
For and on behalf of the Governor of Tripura

ICA/C-842/19

Designation: Executive Engineer
Khowai Division, PWD(R&B).
Khowai, Tripura.

Walk - in Interview

A walk - in interview will be held in MBB College, Agartala on the 23rd August, 2019 from lla.m onwards for engagement of Guest Leturer in the following subjects: -
Environment Science, Zoology, Mathamatics, I.T., Human Physiology, Physical Education, Bengali, English, Kokborok, Sanskrit, Commerce & Commercial - Law.
Essential Qualification: At least 55% marks in Masters Degree in concerned subject. Relaxation of 5% marks may be allowed in case of SC/ST/PH/Ph.D candidates. Preference will be given to the candidates having NET/SLET/Ph.D degree.
Essential Qualification for Kokborok: Master degree in Kokborok / Master degree in any subject with diploma / certificate in Kokborok
Interested candidates are requested to appear before the interview board with all necessary testimonials in original & photocopies of the same along with an application in plain paper. Selected candidates wil be engaged for taking a maximun of 180 classes during the Academic Year 2019 - 2020 with an honorarium of Rs. 400/- per class. The engagement will be purely on temporary basis. No TA/DA is admissible for appearing in the interview.

ICA/D-736/19-20

Principal,
MBB College, Agartala.

CMYK

জাগরণ 21 August, 2019, Wednesday আগরতলা ২১ আগস্ট, ২০১৯ ইং, ৩ ভাদ্র, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার

■Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

মঙ্গলবার প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর ৭৫তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয় রাজধানীতে। ছবি- নিজস্ব।

বন ও বন্যপ্রাণীকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্পের বিকাশের সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যে, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ত্রিপুরার বন ও বন্যপ্রাণীকে কেন্দ্র করে পর্যটন শিল্প বিকাশের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব । তাই, ওই লক্ষ্যে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য বন এবং পর্যটন দফতরকে সমন্বয় রেখে কাজ করতে নির্দেশ দেন তিনি । সাথে যোগ করেন, দেশ-বিদেশের প্রকৃতিপ্রেমী পর্যটকদের আরও বেশি করে আকৃষ্ট করতেও উদ্যোগ নিতে হবে বন দফতরকে।

মঙ্গলবার সচিবালয়ের ২ নম্বর সভাকক্ষে রাজ্য বন্যপ্রাণী পর্ষদের এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সভায় এ-বিষয়ে গুরুত্বারোপ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে ত্রিপুরা সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। আগরতলা বিমানবন্দর থেকে সাব্রুমের ফেণি নদী হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার পর্যন্ত সড়কের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশের সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের কথা হয়েছে বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর কথায়, দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আকৃষ্ট করতে আগরতলা বিমানবন্দর হয়ে বাংলাদেশের কক্সবাজার পর্যন্ত দীর্ঘ রাস্তায় যাওয়ার পথে যে সমস্ত ধর্মীয়, প্রত্নতাত্ত্বিক পর্যটন কেন্দ্র, মিউজিয়াম, অভয়ারণ্য রয়েছে সেগুলিকে আকর্ষণীয় এবং উন্নত করে তুলতে রাজ্য সরকার বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে । এ-ক্ষেত্রে সিপাহিজলা অভয়ারণ্যকে কীভাবে পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সেই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বন দফতরের আধিকারিকদের পরিকল্পনা গ্রহণ করে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী । মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে বন দফতরের যে-সমস্ত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত অতিথিশালা রয়েছে সেগুলিকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসতে হবে । পাশাপাশি শীতকালীন মরশুমে রাজ্যে যে-সমস্ত পরিযায়ী পাখি আসে সেগুলি সম্পর্কেও রাজ্য এবং দেশের প্রকৃতিপ্রেমী এবং ভ্রমণ পিপাসুদের নজরে নিয়ে আসতে প্রচার অভিযান চালাতে হবে । তাঁর বক্তব্য, দেশের বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত জনপ্রিয় আকর্ষণীয় বৃহৎ অভয়ারণ্যগুলির বিভিন্ন দিক অনুকরণ করে রাজ্যের অভয়ারণ্যের উন্নয়নে উদ্যোগ নিতে হবে । প্রয়োজনে নতুন করে অভয়ারণ্য তৈরি করার প্রয়োজন পড়লে সে-বিষয়েও বন দফতরকে উদ্যোগ নিতে হবে ।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী তৃষ্ণা অভয়ারণ্যে বাইসন সাফারি গড়ে তোলার বিষয়েও আলোচনা করেছেন । তিনি অভয়ারণ্যগুলির ভেতরে বন্যপ্রাণীদের ঘোরাফেরার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা উন্মুক্ত রাখার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন । সিপাহিজলা চিড়িয়াখানার প্রবেশ এবং বাহির হওয়ার জন্য পৃথক দ্বার তৈরি করার বিষয়েও সভায় গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি ।

সভায় আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী নাগাল্যান্ডের মতো ত্রিপুরায়ও হর্নবিল উৎসব আয়োজনের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করে বন দফতরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেন । এদিনের সভায় মুখ্যমন্ত্রী 'অরিওল' নামক এক সফটওয়্যার-এর উদ্বোধন করেন । এই সফটওয়্যারে ত্রিপুরার ৬০টি বিভিন্ন প্রজাতির পাখির ডাক লিপিবদ্ধ করা হয়েছে ।

এছাড়া মুখ্যমন্ত্রী সভায় সিপাহিজলার প্রকৃতি শিক্ষাকেন্দ্রের দ্বারা তৈরি কিশোরদের জন্য গ্রিন অ্যাকটিভিটি শীর্ষক একটি বই উন্মোচন করেন । সভায় ত্রিপুরার চিফ ওয়াইল্ড লাইফ ওয়ার্ডেন ডিকে শর্মা স্টেট ওয়াইল্ড লাইফ বোর্ডের সর্বশেষ সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যে-সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা তুলে ধরেন । তিনি বলেন, রাজ্যে ভালোসংখ্যক হর্নবিল পাখি রয়েছে । বড়মুড়ায় হর্নবিল সংরক্ষণের স্থান নির্ণয়ের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়েছে ।

উদয়পুরে চোরের দৌরাত্ম্য বৃদ্ধিতে আতঙ্কে জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ আগস্ট ।। মন্দির নগরী উদয়পুর সহ শহরতলী এলাকায় চোর ও সমাজদ্রোহীদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষ ক্ষোভে ফুঁসছেন। পুলিশের দায়িত্বহীন মনোভাবের কারণেই এ ধরনের কার্যকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে বলে অভিযোগ স্থানীয় মানুষের। গোমতী জেলার উদয়পুরে চোরের দৌরাত্ম্যে সাধারণ মানুষ অতিষ্ঠ। পুলিশের ভূমিকা ঘিরে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ। তবে সম্প্রতি রাধাকিশোরপুর থানায় ইনস্পেক্টর প্রণব সেনগুপ্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর থেকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। চোর ও সমাজদ্রোহীদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে একের পর এক সাফল্যের মুখ দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। উদয়পুর রেলস্টেশন থেকে চুরি যাওয়া বেশ কিছু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। দুই সন্দেহভাজন চোরকে পাকড়াও করা হয়েছে। তারা হল রমজান আলি ও দীপক দাস। তাদের বাড়ি উদয়পুরের মুড়াপাড়ার কান্দি এলাকায়। তারা

ছয়ের পাতায় দেখুন

URGENT REQUIREMENT

Direct joining for Airlines (M/F) Ground staff,Air ticketing, CSA, GSA, Supervisor, Take Boy, Store In charge, Driver, Eligibility (10 to Graduate) Salary (28500 to 72500) Food+Room Send Resume at this WhatsApp
09711775016
09654270677

ত্রিপুরায় বিজেপি-র সদস্যপদ সংগ্রহে বিপুল সাড়া, লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে, দাবি সংসদ প্রতিমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। অন্তিম দিনেও ত্রিপুরায় বিজেপি-র সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযানে বিপুল সাড়া মিলেছে। ফলে, লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন সাংসদ তথা বিজেপির প্রদেশ সাধারণ সাম্পদিকা প্রতিমা ভৌমিক। রাষ্ট্র নির্মাণে সকলেই অংশীদার হতে চাইছেন। তাই, সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযানে বিপুল সাড়া মিলেছে, বলেন তিনি।

বিজেপি-র সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযানের আজ, মঙ্গলবার অন্তিম দিন। সংসদ অধিবেশনে ব্যস্ত থাকার কারণে বিজেপি সাংসদরা সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযানে সঠিকভাবে সময় দিতে পারেননি। তাই, এই অভিযানের সময় সাত দিন বাড়ানো হয়েছিল।

সাংসদ তথা প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদিকা প্রতিমা ভৌমিক বলেন, প্রতি তিন বছর অন্তর বিজেপি-র সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান হয়। সে-মোতাবেক এ-বছর সদস্যপদ সংগ্রহ অভিযান শুরু হয়েছিল। এতে ত্রিপুরায় ৫ লক্ষ সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেন, এই অভিযানে বিপুল সাড়া মিলেছে। তাতে মনে হচ্ছে, লক্ষ্যমাত্রা ৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যাবে।

তাঁর কথায়, রাষ্ট্র নির্মাণে সকলেই অংশীদার হতে চাইছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পক্ষেই নতুন ভারত নির্মাণ সম্ভব, এই উপলব্ধি থেকেই মানুষ বিজেপি-তে যোগ দিচ্ছেন। তিনি বলেন, সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ এবং সব-কা বিশ্বাস, এই মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে মানুষ দেশের উন্নয়নে ভূমিকা নিতে চাইছে। পাশাপাশি এক ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে মানুষ স্বেচ্ছায় বিজেপি-তে যোগ দিচ্ছেন।

গবাদি পশু চুরির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে রাজ্যে কুখ্যাত চোর বাজারিছড়া পুলিশের জালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। বাজারিছড়া থানাধীন বিভিন্ন এলাকায় গবাদি পশু-সহ বিভিন্ন যানবাহন ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চুরির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে কুখ্যাত এক চোরকে পাকড়াও করেছে অসমের করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছড়া পুলিশ। ধৃতকে উত্তর ত্রিপুরার কদমতলা থানার মহেশপুর এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা প্রয়াত সুশীল কর্মকারের বছর ৩০-এর ছেলে বিজয় কর্মকার বলে পরিচয় পাওয়া গেছে।

বাজারিছড়া থানার ওসি বিএন মালসেম থিক জানান, গত ১৬ আগস্ট রাতে টহলদারী ভিডিপি কর্মীদের হাতে হাতিখিরা বাগানের ২০ নম্বর লাইনের বাসিন্দা নিতাই কুর্মি ধরা পড়েছিল। পরে ভিডিপি কর্মীরা নিতাইকে পুলিশের হাতে সমঝে দেন। ধৃত নিতাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু তথ্য পেয়েছেন তাঁরা। সেই সূত্রে রবিবার রাতে বাজারিছড়া পুলিশ ত্রিপুরার কদমতলা পুলিশের সাহায্যে উত্তর ত্রিপুরার মহেশপুর এলাকার ছয় নম্বর ওয়ার্ডে হানা দিয়ে বিজয় কর্মকারকে আটক করেছেন। ওসি মালসেম থিক জানান, ধৃত বিজয় কর্মকারের বিরুদ্ধ বাজারিছড়া থানায় ১২৬/১৯ নম্বরে মামলা রুজু করা হয়েছে। গতকাল তাকে করিমগঞ্জের বিচাবিভাগীয় আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালত তাকে জেলা কারাগারে পাঠিয়েছে। তিনি জানান, এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েমকারী চোরদের সম্পর্কে বেশকিছু তথ্য তাঁদের হাতে এসেছে। শীঘ্রই বাকিরা ধরা পড়বে, আশা ব্যক্ত করেছেন ওসি।

ছাত্রী অপহরণে জড়িত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের জলাই গ্রাম থেকে অপহৃত যোড়শ বর্ষীয়া নাবালিকা স্কুল ছাত্রী অপহরণের ঘটনায় জড়িত দু'জনকে এখনও পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারেনি। তারা হল অজয় মালাকার ও অনন্ত মালাকার। তাদের বাড়ি কুমারঘাটের ফটিকরায় থানা এলাকার রাধানগর গ্রামে। অবশ্য এই ঘটনায় একজনকে গতকালই গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। তার জীবন দাস। তার বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গৃহীত হয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১৮ আগস্ট কৈলাসহরের জলায় গ্রাম থেকে একাদশ শ্রেণির ছাত্রী বাড়ি ফেরার পথে অপহৃত হয়েছিল। অপরদিকে গত ১৫ আগস্ট এক উপজাতি ছাত্রীকেও অপহরণ করা হয়। পরপর দুই নাবালিকা স্কুল ছাত্রী অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই

ছয়ের পাতায় দেখুন

করিমগঞ্জের লালখিরায় চলন্ত ট্রেনে দু হাত কাটা পড়েছে নাবালকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। চলন্ত ট্রেনের চাকায় দু হাত কাটা পড়েছে পাথারকান্দি থানাধীন লালখিরা বাগানের জনৈক কার্তিক কুর্মির ছেলে গোপালক শিবনারায়ণ কুর্মি (১৭)-র। বর্তমানে সে করিমগঞ্জ সিভিল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাতের কাটা অংশকে সংক্রমণের হামলা থেকে রক্ষা করতে ডাক্তাররা আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।

জানা গেছে, অন্যান্য দিনের মতো আজ সকালে বাগানের সেকশনে গরু চরাচ্ছিল। পাশেই ছিল অসম-ত্রিপুরা রেল সড়ক। এক সময় কার্তিক গরু তাড়াতে রেলওয়ে ট্র্যাক পার করতে গেলে ঘটে দুর্ঘটনাটি। দুর্ভাগ্যবশত সে পা পিছলে রেলওয়ে ট্র্যাকের উপর পড়ে যায়। এমন সময় আগরতলা থেকে লামডিংগামী একটি মালগাড়ি তার উপর দিয়ে চলে গেলে সৌভাগ্যবশত প্রাণে বাঁচলেও তার দুটি হাত ট্রেনের চাকায় কেঁটে পড়ে।

খবর পেয়ে বারইগ্রাম থেকে জিআরপিএফ-এর দল গিয়ে আহত শিবনারায়ণকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে। এ ঘটনায় স্থানীয় জনমনে নানা প্রশ্ন চিহ্ন বিরাজ করছে। এদিকে বিষয়টি সম্পর্কে পাথারকান্দি পুলিশের কাছে কোনও তথ্যই মজুত নেই।

সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ আগস্ট।। শচীন দেববর্মণ স্মৃতি সরকারি সংগীত মহা বিদ্যালয়ের এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে মঙ্গলবার এক মহতী রক্তদান উৎসব ও বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাস। রক্তদান উৎসবে শামিল হয়ে বিধায়ক ডঃ দিলীপ দাস বলেন, এ ধরনের আয়োজন সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। শুধু কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেই চলবে না এ ধরনের মহৎ সামাজিক কাজে সকলকে এগিয়ে নিয়ে আসার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সমাজের বিভিন্ন অংশের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান উৎসবে শামিল হচ্ছেন। রক্তদানকে একতার প্রকাশ বলে আখ্যায়িত করেন তিনি। বিধায়ক শ্রী দাস বলেন, শুধুমাত্র পরিকাঠামো উন্নয়নের মধ্য দিয়েই শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়া যায় যা মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানুষই সমাজ ব্যবস্থাকে সামনের দিকে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। আগামীদিনে এ ধরনের মানসিকতাকে আরও প্রসারিত করতে হবে। রক্তদান উৎসবের পাশাপাশি সংগীত মহাবিদ্যালয় থেকে বিগত বছর যারা পঠনপাঠন শেষ করে চলে গেছেন তাদেরকে বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি। তাই পাড়ায় পাড়ায় এখন চরম ব্যস্ততা পূজা প্যান্ডেল তৈরির। । ছবি- নিজস্ব।

মালয়েশিয়ায় নিষিদ্ধ জাকির নায়েকের ভাষণ

নয়াদিল্লি, ২০ আগস্ট (হি. স.) : মালয়েশিয়ায় নিষিদ্ধ হল ভারতের ওয়ান্টেড তালিকায় থাকা ইসলামিক প্রচারক জাকির নায়েকের ভাষণ। সন্ত্রাসবাদি কার্যকলাপ এবং আপত্তিকর ভাষণের মাধ্যমে উগ্রপন্থাকে প্ররোচিত করার অভিযোগে নিষিদ্ধ হল তার ভাষণ।

'জাতীয় সুরক্ষা' স্বার্থেই ওই ইসলামি ধর্মপ্রচারকের ভাষণ নিষিদ্ধ করা হল সে দেশে। মালয়েশিয়ায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে বসবাসকারী হিন্দু ও চিনা সম্প্রদায়ের বিষয়ে উস্কানিমূলক মন্তব্য করে শান্তি বিঘ্নিত করতে চাইছেন তিনি, এই অভিযোগেই জাকির নায়েককে স্থানীয় পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তাঁর বিরুদ্ধে উত্তেজক বক্তব্য দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়। ৩ আগস্ট জাকির নায়েক বলেন যে মালয়েশিয়ার হিন্দুরা ভারতের মুসলমানদের চেয়ে '১০০ গুণ' বেশি অধিকার পেয়েছে। তিনি চিনা মালয়েশিয়ার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধেও সংবেদনশীল মন্তব্য করেন। যদিও তিনি সেই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমা চান, দাবি করেছেন যে তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

জাকির নায়েক তাঁর বিবৃতিতে আরও বলেন, 'কোনও ব্যক্তি বা সম্প্রদায়কে আঘাত করা কখনই আমার উদ্দেশ্য ছিল না, এটি ইসলামের মূল তত্ত্বগুলির পরিপন্থী এবং আমি এই ভুল বোঝাবুঝির জন্য আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করতে চাই। ' জাকির নায়েক ৯/১১-এর সন্ত্রাসবাদি হামলাকে "ভিতরের ব্যাপার" বলে চিহ্নিত করে বিতর্কে জড়ান। এরপরেই তিন বছর আগে ভারত ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে মুসলিম অধ্যুষিত মালয়েশিয়ায় চলে যান, যেখানে তাঁকে পূর্ববর্তী সরকার স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি দেয়।

গত বছরের জুলাই মাসে ভারত মালয়েশিয়ার কাছে জাকির নায়েকের প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়ে একটি অনুরোধ করে। তবে সেইসময় মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী মাহাথির বলেছিলেন যে 'যতক্ষণ তিনি কোনও সমস্যা তৈরি না করছেন' ততক্ষণ তাঁকে প্রত্যর্পণের কথা ভাববে না সরকার। কিন্তু বর্তমানে জাকির নায়েকের উস্কানিমূলক বক্তব্যে বেজায় চটেছে মালয়েশিয়ার সরকার। সে দেশের প্রধানমন্ত্রী বলেন 'কেউ (ধর্মীয়ভাবে) প্রচার করতেই পারেন, কিন্তু তিনি তা করছিলেন না। তিনি চিনাদের চিনে ফিরে যাওয়ার কথা এবং ভারতীয়দের ভারতে ফিরে যাওয়ার কথা বলে উস্কানি দিচ্ছিলেন। আমার সরকার কখনও এ জাতীয় কথা বলেনি। এটা রাজনীতি হচ্ছে'।

তিস্তা চুক্তি নিয়ে আগের অবস্থানেই অনড় ভারত : এস জয়শঙ্কর

ঢাকা, ২০ আগস্ট (হি.স.): তিস্তা চুক্তি নিয়ে আগের অবস্থানেই অনড় ভারতঊ বাংলাদেশ সফরে গিয়ে এমনই জানালেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করঊ মঙ্গলবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় ভারত ও বাংলাদেশ, দুই দেশের বিদেশমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়ঊ বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এস জয়শঙ্কর বলেছেন, ৫৪টি নদী

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।